

প্রথম স্কন্ধ

১—৬ অধ্যায়

শৌনক, সূত, বেদব্যাস, নারদ

ওঁ—বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ বহুবর্ষব্যাপী এক মহাসত্রে ব্রতী হইয়াছেন। এমন সময় একদিন উষাকালে বোমহর্ষগপুত্র উগ্রশ্রবা সূত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাযোগ্য সমাদরে অভিনন্দিত কবিয়া ঋষিগণ তাঁহাকে বলিলেন, হে অনঘ, তুমি ত সমগ্র পুৰাণ ইতিহাস আয়ত্ত করিয়াছ। সকল শাস্ত্রের সাবস্বরূপ পুরুষের একান্ত শ্রেয়স্কর তুমি যাহা বুঝিয়াছ, সর্বজীবের হিতার্থে আমাদের নিকট তাহা বিবৃত কর। বিশেষতঃ শ্রীভগবান বসুদেব ও দেবকীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সমুদয় লীলা প্রকট করিয়াছেন, তাহা শুনিতে আমরা বড়ই উৎসুক। উহা প্রতিপদে মধুব—‘স্বাচ্ স্বাচ্ পদে পদে।’ তিনি ত নিজধামে প্রস্থান করিয়াছেন, তবে ধর্ম্য এক্ষণে কাহার শরণ লইলেন ?

সূত বলিলেন, ঋষিগণ, আপনারা অতি উত্তম প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তিই জীবের পরম ধর্ম্য। ভগবৎ-কথায় রতি না হইলে কেবল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বৃথা শ্রম মাত্র। তাঁহার নামগুণের শ্রবণ কীর্তন, তাঁহার পূজা ধ্যান, তাঁহার ভক্তের সেবা ও ভক্তি-গ্রন্থের পাঠ দ্বারা তাঁহাতে নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মে ; তখন হৃদয়বিহারী শ্রীহরি ভক্তের সকলপ্রকার দূরিত দূর করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মথাঃ ।

বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥

বাসুদেবপরাং জ্ঞানং বাসুদেবপরস্তপঃ ।

বাসুদেবপরোধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ ১।২।২৮

—সকল বেদের প্রতিপাদ্য বাসুদেব, সকল যজ্ঞের লক্ষ্য বাসুদেব, সকল যোগের লভ্য বাসুদেব, সকল ক্রিয়ার গতি বাসুদেবে। জ্ঞান তপস্যা ও ধর্ম বাসুদেবেই নিহিত। তিনিই জীবের পরমাগতি।

তিনি সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট, অসংখ্য তাঁহার অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ

সৃজত্যবত্যন্তি ন সজ্জতেহস্মিন্।

ভূতেষু চাস্তহিত আয়তনঃ

ষাড়্‌বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্‌গুণেশঃ ॥ ১।৩।৩৬

—অব্যর্থ লীলা-কোশলে তিনি বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার সাধন করেন, অথচ ইহাতে লিপ্ত হন না। ষড়্‌গুণেশ নিয়ন্তাকপে সর্বভূতের অন্তরে থাকিয়া তিনি বিষয় সমূহেব আভ্রাণ মাত্র করেন। কিন্তু বিষয় তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, তিনি সম্পূর্ণ স্ব-তন্ত্র।

শ্রীভগবল্লীলাকথা মহামতি ব্যাস ভাগবতপুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করেন। তিনি নিজ পুত্র শুকদেবকে উহা শিক্ষা করান। শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমনে তিমিরাচ্ছন্ন সংসারে এই ভাগবতপুরাণ-সূর্য্য এক্ষণে উদ্দিত হইয়াছেন। আমি মহাবাজ পরীক্ষিতের সভায় ঐ পুরাণ-কথা অবহিত চিত্তে শুনিয়াছি। তাহাই আজ আপনাদের নিকট কীর্তন করিব।

কুলপতি শৌনক বলিলেন, হে মহাভাগ, আমাদিগকে সেই ভাগবত-কথাই বল। কোন্ যুগে কোন্ স্থানে কাহার প্রেরণায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এই ভাগবত সংহিতা প্রবর্তন করিলেন? শ্রীপুরুষে ভৈদ-জ্ঞান-রহিত মহাযোগী শুকদেব গো-দোহন-কাল মাত্র একস্থানে থাকেন, তিনি কুরুজাঙ্গল দেশে হস্তিনাপুর গিয়া কেন

ষড়্‌গুণ—ছয় ইন্দ্রিয়, যথা চক্ষু বর্ণ নাসিকা জিহ্বা শ্রবণ ও মন।

এই দীর্ঘকাল-সাধ্য ভাগবত কীর্তন করিলেন? ভগবৎপরায়ণ পরীক্ষিতের আশ্চর্য্য জন্ম ও জীবন-কথা, কেন বা তিনি যৌবনেই ছুন্ত্যজ রাজ্যলক্ষ্মীকে বিসর্জন দিয়া লোকহিতকর নিজ তনু ত্যাগ করিলেন,—এই সকল পুণ্য কাহিনী কীর্তন করিয়া আমাদের কৃতার্থ কর।

স্মৃত বলিলেন,—দ্বাপরের তৃতীয় পাদে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন জন্মগ্রহণ করেন। একদা অরুণোদয়কালে—‘উদিতে রবিমণ্ডলে’—সরস্বতীর পুণ্যসলিল স্পর্শ করিয়া তিনি একটি বিবিক্তস্থানে আসীন হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, কালবশে মানুষের শক্তি হ্রাস ও আয়ু ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। বৈদিক ক্রিয়া দ্বারা যাহাতে সকল বর্ণাশ্রমের সহজে চিত্তশুদ্ধি-লাভ হইতে পারে, তজ্জন্ম তিনি সমগ্র বেদকে ঋক্ যজু সাম অথর্ব এই চারিভাগে ভাগ করিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ গণ্য হইল। পৈলমুনি ঋক্, জৈমিনি সাম, বৈশম্পায়ন যজু ও স্মমন্ত অথর্ব বেদে পারদর্শী হইলেন। আমার পিতা রোমহর্ষণ সমস্ত ইতিহাস পুরাণ অধিগত করিলেন। ক্রমে বেদ সকল শিষ্যানুক্রমে নানা শাখায় বিভক্ত হইল। তৎপর বেদে অনধিকারী স্ত্রী শূদ্র ও নিন্দিত দ্বিজগণের কল্যাণ লাভের নিমিত্ত তিনি মহাভারত নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার মন ইহাতেও প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিল না। পরে একদিন সরস্বতীর সেই পবিত্র তীরে বসিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি ভগবৎপ্রিয় ও পরমহংসগণের প্রীতিপ্রদ ভাগবতধর্ম উত্তমরূপে নিরূপণ করিতে পারি নাই, তজ্জন্মই কি আমার চিত্তে এই অবসাদ? এমন সময় সেই খিল্লমনা মহর্ষির নিকট শ্রীনারদ সহস্রা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সসম্মানে বিধিমত সেই দেবর্ষির পূজা করিলেন।

দেবর্ষি নারদ বীণা-হস্তে সুখাসীন হইয়া স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা

শ্রীমদ্ভাগবত

কবিলেন, হে মহাভাগ পরাশব-তনয়, 'তোমার শবীৰ, মন ও আত্মা সমস্ত পবিত্ৰ আছে ত? অত্যদ্বৃত্ত ভাবত গ্রন্থ বচনা কবিয়া ধৰ্ম্মার্থ বিবৃত কবিয়াছ, ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন কবিয়া সনাতন ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার ও মীমাংসা কবিয়াছ, তথাপি তোমাকে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র জ্ঞান হইতেছে কেন? ব্যাসদেব বলিলেন, এক্ষণে, এত গ্রন্থ সংকলন কবিয়াও আমার অন্তবান্ধা তৃপ্তি লাভ কবিতে পারিল না। আপনি সেই পুৰাণ পুৰুষের উপাসক, স্বর্গোত্তরায় ত্ৰিভুবন পর্য্যটন কবিয়া, বায়ুৰ আয় সৰ্ব্বভূতের অন্তবে প্রবিষ্ট থাকিয়া, সকলই জানিতে পারিতেছেন। কেন আমার এই অতৃপ্তি, আপনিই বিচার কবিয়া বলুন। নাবদ বলিলেন, শ্রুনিবব, তুমি শ্রীভগবানের অমল চৰিত্রকথা বিশদভাবে বর্ণনা কব নাই। ব্রহ্মজ্ঞান হবিভক্তিপূৰ্ণ না হইলে শ্রীভগবৎ পদ হয় না। তুমি নিন্দাই কামাকর্ষ্যের উপদেশ দিয়াছ, কিন্তু—

ভতোহুত্থা কিঞ্চন মদ্বিবক্ষতঃ পৃথগ্দ্ৰশস্তংকৃতকপনামভিঃ ।

ন কৰ্হিচিৎ কাপি চ তুঃস্থিতা মতিৰ্ভভেত বাতাহতনৌবিবাস্পদম ॥ ১৫।১৪

—(তাঁহার লীলা ভিন্ন) অত্ৰ যে কোন দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যখন যাহাই বর্ণনা করিবে, তখনই সেই বিষয়োদ্ধৃত নানা নামকপাদি দ্বারা তোমার দৃষ্টি বিভ্রান্ত হইবে, বাতাহত তরণীব মত তোমার বুদ্ধি কিছতেই স্থিৰতালাভ করিতে পারিবে না।

সুতবাং এক্ষণে তুমি সেই মহামহিমাশালী শ্রীহরির লীলাকথা বিশদরূপে বর্ণনা কব।

এই প্রসঙ্গে আমি তোমাকে আমার পূৰ্ব্ব যত্নান্ত বলিব।
—পূৰ্ব্ব এক কল্পে আমি এক দাসীৰ গৰ্ভে জন্ম গ্রহণ কবি। আমার সেই জননী কতিপয় বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের সেবা কবিতেন। বর্ষাকালে সেই যোগিগণ চাতুৰ্ম্মাস্ত্র আবস্ত কবিয়া একত্র অবস্থান কবিতেন, আমি তখন তাঁহাদের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইতাম। তাঁহারা বালক বলিয়া আমাকে বড়ই রূপা কবিতেন। একদিন আমি একবার মাত্র তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্রসংলগ্ন কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট

অন্ন ভোজন করি। তাহাতেই যেন আমার সমস্ত পাপ অপগত হইয়া ক্রমে আমার চিত্ত শুদ্ধ ও ধর্ম্যে অভিরুচি হইতে লাগিল। বর্ষা ও শরৎকালে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় সেই মুনিগণের মুখে মনোহর কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে আমার একান্ত শ্রদ্ধা ও শুদ্ধা রতি জন্মিল। মুনিগণ তথা হইতে চলিয়া যাইবার সময় আমাকে ভগবৎ-কথিত গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিয়া গেলেন। হে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, তুমিও শ্রীভগবানের যশোগাথা কীর্তন কর। জীবের মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।

ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই মুনিগণ চলিয়া গেলে আপনি কি করিলেন? কিরূপে কলেবর ত্যাগ করিলেন? পূর্বকল্পের স্মৃতিই বা কিরূপে অব্যাহত রহিল? শ্রীনারদ বলিলেন, আমি মাতার একমাত্র সন্তান ছিলাম—‘একাত্মজা মে জননী’—সুতরাং দাসী হইলেও তিনি আমাতে নিতান্ত আসক্তা ছিলেন। একদিন রজনীর অন্ধকারে গোদোহন করিতে গমনকালে কালপ্রেরিত এক ভূজঙ্গ পাদস্পৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দংশন করিল। জননী তৎক্ষণাৎ গতাসু হইলেন। আমি তখন মাত্র পাঁচ বছরের বালক, তথাপি ঋষিপ্রসাদে মাতার আকস্মিক দেহত্যাগকে আমি শ্রীভগবানের অযাচিত কৃপা মনে করিয়া তখনই উত্তর দিগ্‌মুখে প্রস্থান করিলাম। নানা বিচিত্র জনপদ, সুরম্য উপবন, সুস্বিগ্ধ জলাশয় ও ধাতুরাগরঞ্জিত শৈলমালা দেখিতে দেখিতে আমি এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ভ হইয়া সেখানে এক নদীর জলে স্নান ও পিপাসা নিবৃত্ত করিলাম। ঋষিগণের নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম, সেইরূপে আমি এক অশ্বখ বৃক্ষের নীচে বসিয়া স্থায়ী বুদ্ধিকে সংযত করিয়া অন্তরাত্মায় স্থাপন করিলাম। প্রেমভরে আমার দেহ পুলকিত ও নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমে অন্য কোন প্রকার সত্তার জ্ঞান একেবারে নিরাকৃত হইল। অমনি আমার হৃদয়-মধ্যে শ্রীভগবানের শোকাপহ মনোমোহন অপরূপ রূপ সহসা

আবির্ভূত হইল। কিন্তু তাহা ক্ষণমাত্রেরই অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি ব্যাকুল হইয়া বিহ্বল চিত্তে আসন হইতে উঠিয়া পড়িলাম। কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সেই মধুররূপ দর্শন জগৎ পুনরায় মন স্থির করিয়া সেই বৃক্ষতলেই বসিলাম। কিন্তু, হায়, কোথায় সে ভুবনমোহন মূর্তি, আমি নিতান্ত আর্ত ও আতুর হইয়া পড়িলাম। তখন আমার মনোবেদনা প্রশমিত করিয়া আকাশপথে এই স্নিগ্ধ গম্ভীর বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

হস্তান্নি জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি ।

অবিপক্ককষায়াগাং দুর্দর্শোহহং কুযোগিনাম্ ॥

সকৃদ্বদ্বর্শিতং রূপং এতৎ কামায় বেহনঘ ।

মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্বান মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্ ॥ ১।৬।২২, ২৩

—হায়, এজন্মে আর তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না। যাগাদেব অন্তরের মলিনতা দূর হয় নাই, সেইরূপ কুযোগীর পক্ষে আমার দর্শন হ্রস্ব। হে নিষ্পাপ, একবার যে তোমাকে দেখা দিলাম, তাহা কেবল তোমার অন্তরাগবুদ্ধির জগৎ। যিনি আমাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ক্রমে ক্রমে অগ্নি সকল কামনা ত্যাগ করেন।

আকাশমূর্তি চর্শ্চচক্ষুর অগোচর, কিন্তু আমাতে তোমার মতি কখনও স্থলিত হইবে না এবং তোমার স্মৃতি প্রলয়কালেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে—এই বলিয়া সেই অশরীরী বাণী নিবৃত্ত হইলেন। আমিও সেই ‘মহতো মহীয়ানে’র উদ্দেশে অবনত শিরে প্রণত হইলাম। তার পর,

নামাশ্রয়স্তস্য হতত্ৰপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রানি কৃতানি চ শ্রবন্ ।

গাং পর্যাটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদোবিমৎসবঃ ॥ ১।৬।২৭

—লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সেই অনন্তের নাম কীৰ্ত্তন ও তাঁহার মঙ্গলময় লীলা সকল শ্রবণ করিনে করিতে মদ মাৎসর্যা ও কামনাবিরহিত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে পৃথিবী পর্যাটন কবতঃ আমি কাণের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

ক্রমে তড়িলতার ন্যায় সহসা কাল আসিয়া আমার সেই কলেবর ধ্বংস করিল। কল্লাবসানে আমি মরীচি প্রমুখ ঋষিগণের সহিত

ব্রহ্মার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলাম। তদবধি অথগু ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া এই দেবদত্ত বীণার ঝঙ্কারে হরিগুগগান করিতে করিতে যখন পৃথিবী পর্য্যটন করি, তখন শ্রীহরি তাঁহার সর্ব্বতীর্থময় চরণ বিদ্যাস করিয়া আমার হৃদয়াসনে আবির্ভূত হইয়া দর্শন দান করেন। কামলোভে যাহার চিত্ত আচ্ছন্ন, যোগপথে প্রকৃত শান্তি তাহার পক্ষে দূরূহ। মুকুন্দসেবাতেই তাহার চিত্ত পরম শান্তি লাভ করিতে পারে। হে অনঘ, আমার জন্মকর্ম্মকথা এবং তোমার তুষ্টিলাভের উপায় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বলিলাম। এই বলিয়া শ্রীনারদ বীণা বাদন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

৭-১১ অধ্যায়

ব্যাস, শুক অশ্বখামা অর্জুন কুন্তী ভীষ্ম, মুনিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ

স্মৃত বলিলেন, সরস্বতীর পশ্চিমতটে শমাপ্রাস নামে বহু বদরীবৃক্ষশোভিত মহর্ষি বেদব্যাসের একটি আশ্রম ছিল। শ্রীনারদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহর্ষি একদিন আচমনান্তে নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, ভক্তিতে সমস্ত মায়া দূরীভূত করিয়া মানুষকে চরম সিদ্ধি প্রদান করে। তাই জীবন ভক্তি শিক্ষার নিমিত্ত তিনি ভাগবতসংহিতা নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। ইহা মহর্ষি নিজপুত্র শুকদেবকে শিক্ষা করান। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, শুকদেব ত সর্ব্ববিষয়ে অনপেক্ষ, সর্ব্বদা আত্মানন্দে বিভোর, তবে এত বৃহৎ গ্রন্থখানি তিনি কেন অভ্যাস করিলেন? স্মৃত বলিলেন—

আত্মারামাশ্চমুনয়ো নির্গ্ৰহাহপ্যরুক্রমে।

কুর্কণ্ঠ্যহৈতুকীং ভক্তিং ইথন্তুতগুণো হরিঃ ॥ ১৭।১০

—শ্রীহরির এমনই গুণ যে যাহারা সকল কামনা হইতে মুক্ত ও অন্তরেই যাহাদের সকল তৃপ্তি, এমন মুনিগণও তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

মুনিগণ, এক্ষণে কৃষ্ণকথার সূচনায় রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম কৰ্ম ও দেহতাগ এবং পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের ব্রতান্ত বলিব। —কুরুক্ষেত্রের মহাহবে উভয়পক্ষীয় বীরগণের পতন হইল। অশ্বখামা দ্রৌপদীর নিদ্রিত পঞ্চ পুত্রকে হত্যা করিলেন। “আমি এখনই তোমাকে এই পাষণ্ডের ছিন্ন মস্তক আনিয়া উপহার দিব”—পুত্রশোকাতুরা রোরুঢ়্যমানা দ্রৌপদীকে এই আশ্বাস দিয়া অর্জুন তখনই অশ্বখামার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। উভয়ে পরস্পরের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অদ্বৈতের সংঘাতে তখন যেন ভীষণ প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। অর্জুন উভয় অস্ত্র সংহার পূর্বক অশ্বখামাকে পাশবদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীর নিকট আনিয়া উপস্থিত করিলেন। দ্রৌপদী বলিলেন, প্রভু, ব্রাহ্মণকে হারায় মুক্ত করুন, আপনার গুরু দ্রোণাচার্য্য পুত্ররূপে ইহার দেহে আজও বর্তমান, গুরুপত্নী কৃপা দেবী এখনও জীবিত। কিন্তু ভীম বলিলেন, এই পাপাত্মা নিশ্চয় বধার্য। নিজ প্রতিজ্ঞা ও দ্রৌপদীর অনুরোধ উভয় দিক রক্ষা করিয়া, অর্জুন তখন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অশ্বখামার শিরোমণি নিজ অস্ত্র দ্বারা সমূলে ছেদন করিয়া, তাহাকে সবলে শিবির হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকা প্রত্যাবর্তনমানসে রথে আরোহণ করিতে উদ্যোগী হইলেন,—এমন সময় সহসা এক ভীষণ আর্তনাদ শুনিত পাইলেন,—“রক্ষা কর, রক্ষা কর, মহোত্তপ্ত লৌহশলাকাতুল্য এক প্রচণ্ড শর আমার অভিযুখে ধাবিত হইয়াছে, আমার গর্ভ রক্ষা কর।” দেখিলেন, দ্রোণপুত্র-নিষ্কিপ্ত এক অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র পাণ্ডবকুলবধু উত্তরার গর্ভ ধ্বংসের উপক্রম করিতেছে। মহা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উত্তরার গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মায়াবলে সেই গর্ভকে আচ্ছাদিত

করিলেন। এইরূপে সেই কুরুকুলদেবীর গর্ভস্থ ভ্রূণ রক্ষা পাইল।
শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় দ্বারকা গমনের উদ্যোগ করিলেন। কুন্তী দেবী
তাঁহাকে বলিলেন, ‘হে গোবিন্দ, তুমি বারংবার আমাকে ও আমার
পুত্রগণকে বহু বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ।—

বিপদঃ সন্ত তাঃ শম্বন্ত তত্র জগদ্গুরো ।

ভবতো দর্শনং যৎ শ্রাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥ ১।৮।২৫

—সেই সকল বিপদ নিয়তই আসুক, বাহা আসিলে নিয়তই তোমার
দর্শন পাইব, যে দর্শন পাইলে আর পুনরায় সংসার দর্শন করিতে হইবে না।
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সাগ্রহ অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে আরও
কিছুদিন হস্তিনাপুরে থাকিলেন।

স্বজনবিনাশকাতর রাজা যুধিষ্ঠিরের সান্নিধ্য বিধানের জন্ত
শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে পরমভাগবত ভীষ্মদেবের নিকট লইয়া
গেলেন। সেখানে দেবর্ষি মহর্ষি প্রভৃতি মুনিসত্তমগণ ভীষ্মদর্শন-
মানসে সমবেত হইয়াছেন। মহামতি ভীষ্ম স্বর্গচ্যুত দেবতার
ন্যায়—‘দিবশ্চ্যুতমিবামরং’—শরশয্যায় শায়িত। কৃষ্ণসনাথ
পাণ্ডবগণকে দেখিবামাত্র তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুধারায় অভিষিক্ত
হইয়া উঠিল। বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, হে ধর্মপ্রিয়
পাণ্ডুপুত্রগণ, অহো কি কষ্ট, যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকিয়াও
তোমাদিগকে অবিরত দুঃখ ও বিপদ বরণ করিতে হইল এবং
একগণে স্বজনবিরোধে কাতর হইয়া জীবনধারণ করিতেও ইচ্ছা
করিতেছ না। কিন্তু,

নহ্যু কহিঁচিদ্ রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্ ।

যদ্ বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহন্তি কবয়োহপি হি ॥ ১।৯।১৬

—রাজন্, তিনি যে কোন্ উদ্দেশ্যে কখন কি করিতে ইচ্ছা করেন, কেহ
তাঁহা বলিতে পারে না। তাঁহাকে জানিতে গিয়া যোগিগণও বিমূঢ় হইয়া যান।
বৎস, এই সমস্তই ঈশ্বরের ঈঙ্গিত জানিয়া তুমি একগণে অনাথ
প্রজাকুলের পালনে ব্রতী হও। শ্রীকৃষ্ণই সেই পরম মহেশ্বর।
ইহাকে সামান্য মাতুলপুত্র মনে করিওনা। ইনি রাগদ্বেষ

ভেদাভেদ মানাপমান বিবর্জিত। তাই ইনি তোমাদের সারথ্যবৃত্তি স্বীকার করিতেও মুহূর্তের জন্য দ্বিধা বোধ করেন নাই। একান্ত ভক্তের প্রতি ইহার অমুকম্পা দেখ—আমার অন্তিমকাল আসন্ন জানিয়া ইনি স্বয়ং আসিয়া আমাকে দর্শন দিলেন। ইহার শ্রীমুখ দেখিতে দেখিতে আমি এক্ষণে এই কলেবর পরিত্যাগ করিব।—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নানারূপ প্রশ্নক্রমে ভীষ্মদেব তখন ইহপরকালের বহুবিধ তত্ত্ব তাঁহাকে উপদেশ করিলেন। অনন্তর, তিনি ভক্তিগদগদ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে করিতে নিজ আত্মাকে পরমাত্মায় নিবিষ্ট করিয়া অন্তঃশ্বাস হইয়া চরম উপরতি লাভ করিলেন—‘আত্মত্যাগানমাবেশ্য অন্তঃশ্বাস উপারমং।’ সমবেত সর্বলোক দিবাবসানে বিহঙ্গমের ন্যায় ক্ষণেকের নিমিত্ত গভীর তুষণীস্তাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন—‘তুষণীষভূবৃশ্চে সর্বৈ বয়াংসীব দিনাত্যয়ে।’ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও পিতৃপিতামহগণের সাগরপরিধি কুরুরাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মনে এইরূপ একটা ছুরন্ত আত্মাভিমান উদিত হইয়াছিল যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহারই জন্য অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিহত হইল, তিনিই এই সকল ব্রাহ্মণ আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের হন্তা। শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মদেবের উপদেশে সেই দুর্জয় অভিমান সম্পূর্ণ নিরস্ত হইল। তিনি সকল কপ্পই শ্রীভগবানকে সমর্পণ করিয়া নির্বিকল্পচিত্তে রাজকাব্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আরও কয়েক মাস হস্তিনায় বাস করিয়া দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। তিনি রথারূঢ় হইলে অর্জুন তাঁহার শিরোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিলেন, এবং উদ্ধব ও সাত্যকি তাঁহাকে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। স্নেহজনিত শঙ্কাবশতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সঙ্গে চতুরঙ্গিনী সেনা প্রেরণ করিলেন।

ক্রমে তিনি নিজ জনপদ আনর্ভদেশে উপস্থিত হইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। কৃষ্ণবিরহসন্তপ্ত প্রজাকুল মহোৎসাহে তাঁহার অমুগমন করিতে লাগিল। দ্বারকার প্রতি রাজপথ,

প্রাসাদ ও গৃহ অপরূপ সজ্জায় ভূষিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে পিতামাতার গৃহে, তৎপরে ব্রীড়াজড়িতক্ষণা ষোড়শ সহস্র মহিষী-সেবিত নিজ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই মানবদেহধারী পরমাত্মা পুনরায় মানুষের ন্যায় সকলের সঙ্গে লীলাভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

১২—১৫ অধ্যায়

পরীক্ষিৎ-জন্ম, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুর, ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণ-অনুর্ধান

যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণ

যথাকালে শ্রীকৃষ্ণরক্ষিত উত্তরার গর্ভ হইতে, সর্বগুণসম্পন্ন লগ্নে, দ্বিতীয় পাণ্ডুর ন্যায় অভিন্নমুখপুত্র পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির বভ্রমল্য ভূমি সুবর্ণ হস্তী অশ্ব গো ইত্যাদি দান করিলেন। জন্মফল গণনা করিয়া বিচক্ষণ ব্রাহ্মণেরা নবজাতকের ভাবীজীবনের সমৃদ্ধি ও অন্তিম বিবরণ বলিয়া দিলেন। ঐ শিশু শ্রীকৃষ্ণের দান বলিয়া 'বিষ্ণুরাত' নামে অভিহিত হইলেন। ক্রমে সেই বালক ধর্মপ্রাণ ও স্বভাবতঃ কৃষ্ণভক্ত এবং সর্বজীবের আনন্দপ্রদ হইয়া উঠিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির জাতিবধজনিত পাপ ক্ষালনার্থ ক্রমে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় আসিয়া এই সকল অনুষ্ঠানেই উপস্থিত হইলেন, অবশেষে অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞগণ-পরিবৃত হইয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এদিকে শ্রীবিষ্ণুর নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলেন। ধীমান্ পাণ্ডুপুত্রগণ ও কুরুবংশীয় নরনারী সকলেই প্রেমাশ্রুপুলকিতদেহে তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন। বিষ্ণুর বিশ্রাম ও ভোজনান্তে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণতিপূর্বক বলিলেন,—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো ।

তীর্থীকূর্কস্তু তীর্থানি স্বাস্তঃস্থেন গদাভূতা ॥ ১।১৩৩

—হে বিভু, আপনাদের ত্রায় ভাগবতগণ স্বয়ংই তীর্থ, যাহাদের হৃদয়মণ্ডে গদাধর সতত বিরাজিত থাকিয়া তীর্থস্থানসকলের তীর্থত্ব বিধান করেন ।

* আমাদের পরমাত্মীয় শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত যদুকুল নিজ পুরীতে সুখে আছেন ত? তাঁহাদের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে? বিদুর হস্তিনার পথে উদ্ধব ও সুমন্ত (মৈত্রেয়) নিকট যদুকুল-ধ্বংসের সমস্ত বিবরণ শুনিয়াছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবগণের পরম দুঃখের কারণ সেই নিতান্ত অপ্রিয় সবাদটী যুধিষ্ঠিরের নিকট গোপন করিলেন। তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সর্বদা সান্ত্বনা ও নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন। তৎপর যথাকালে পরম দুঃস্বপ্ন কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদুর তাহা বর্ণিতে পারিলেন। তখন তিনি একদিন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া বলিলেন, রাজন্, মহাভয় আগতপ্রায়, আমাদের কাল প্রত্যাসন্ন। আপনার পুত্র কুটুম্ব বন্ধু প্রায় সকলেই নিহত। আপনি জরাগ্রস্ত, ভগ্নদন্ত, অগ্নিমান্দ্য ও শ্লেষ্মাতে অভিভূত। পরগৃহে পারোপজীবী হইয়া বাস করিতেছেন। যাহাদিগকে নিষপ্রয়োগে ও জতুগৃহ-দাহ দ্বারা নিধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাদিগের ধর্মপত্নীকে প্রকাশ্য সভাস্থলে আনিয়া নিগৃহীত করিয়াছিলেন, অহো ধিক্, আপনি সেই ভীমাদিবর্জিত পিণ্ডগ্রহণে জীবন ধারণ করিতেছেন।—

যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্বেদ আত্মবান্ ।

জদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ ॥ ১।১৩৪

—যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত বা পরোপদেশপ্রণাদিত হইয়া নির্বিধ ও আত্মস্থ হন, এবং শ্রীহরিকে হৃদয়ে লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তিনিই নরোত্তম ।

রাজন্, আপনি সহর অতর্কিতভাবে গৃহ ত্যাগ করিয়া উত্তরমুখে প্রস্থান করুন।—বিদুরের এই কঠোর বাক্য শুনিয়া রাজা

ধৃতরাষ্ট্র সহস্রা নিদ্রোখিতের ন্যায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন, এবং বিছুর ও গান্ধারী সহ যতিদিগের আনন্দ-নিকেতন হিমাচল অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির অগ্ন্যাগ্ন দিনের ন্যায় সেই দিনও পিতৃব্যগণের বন্দনা করিতে ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহারা বা বিছুর কেহই নাই। তিনি সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন, আমার পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী কোথায় গেলেন? আমি ইহাদের পুত্রগণকে বিনাশ করিয়াছি বলিয়া আমি হইতে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ইহারা কি গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিলেন? সঞ্জয় বলিলেন, হে কুলনন্দন, ইহারা আমাকেও বঞ্চনা করিয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছেন, আমি কিছুই জানি না।—এমন সময় দেবর্ষি নারদ তুপুরু বাদন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাকে যথোচিত পূজা ও অভিবাদন করিয়া বলিলেন, ভগবন্, আমার পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী বিছুর সহ কোথায় অন্তর্হিত হইলেন? তাহাদের অদর্শনে আমি নিতান্ত শোকান্বিত হইয়াছি। শ্রীনারদ বলিলেন,—

মা কঞ্চন শুচো রাজন্ যদাশ্রবশং জগৎ ।

স সংযুনাঙ্কি ভূতানি স এব বিযুনক্তি চ ॥

যশা ক্রৌড়োপস্করাণাং সংযোগবিগমাবিহ ।

ইচ্ছয়া ক্রৌড়িতুঃ শ্রাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্ ॥ ১।১৩৪০, ৪২

—রাজন্ কাহারও জন্ত শোক করিও না, কারণ জগৎ ঈশ্বরের অধীন। তিনিই ভূতগণকে যুক্ত করেন, আবার তিনিই তাহাদের পরস্পরের বিয়োগ সাধন করেন। ক্রৌড়াব পুত্রলের অঙ্গাদি ভাঙ্গাগড়া যেমন ক্রৌড়াকারী বালকের ইচ্ছামত হইয়া থাকে, মানুষের জন্মমৃত্যুও তেমন তাঁরই ইচ্ছায় হয়।

স্বাবর জঙ্গম তাহারই তিন ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র, মায়াবশে জীব নানারূপ দেখে। মহারাজ, সেই ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ অশ্বরকুল ধ্বংস করিয়া অবশিষ্ট কার্যের প্রতীক্ষায় এক্ষণে দ্বারকায় অবস্থিতি করিতেছেন। তোমরা তাঁহার স্বধামে গমনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

তোমার পিতৃব্য ভাগীরথীর সপ্তধারা-সেবিত হিমালয়ের দক্ষিণস্থ ঋষিগণের আশ্রমে সর্বকামনাবিমুক্ত হইয়া স্থাণুবৎ অবস্থান করিতেছেন, তুমি তাঁহার অন্তরায় হইও না। অত্যাধি পঞ্চম দিবসে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইবে। ঘট ভগ্ন হইলে ক্ষুদ্র ঘটাকাশ যেমন এই মহাকাশে বিলীন হয়, তেমন জীবাত্মাও দেহান্তে পবন ব্রহ্মাধারে বিলীন হয়—‘ঘটাস্বরমিবাস্বরে’। সাক্ষী গান্ধারী তাঁহার অনুমতি হইবেন, বিদুরও হর্ষবিষাদযুক্ত চিত্তে তীর্থভ্রমণে প্রস্থান করিবেন।—এই কথা বলিয়াই শ্রীনারদ তুঙ্গুর বাদন করিতে করিতে দিবাপথে প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠিরও তাঁহার বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া শোক মোহ পরিত্যাগ করিলেন।

সাত মাস হইল, অর্জুন দ্বারকায় গিয়াছেন (১১ পৃঃ দেখুন), এখনও আসিলেন না। বাডা যুধিষ্ঠির চতুর্দিকে নানা দুর্নিমিত্ত দেখিয়া উৎকণ্ঠাব্যাকুলচিত্তে একদিন অনুজ ভীমসেনকে বলিলেন, ভ্রাতা, নারদের নিকট ওনিয়াছি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই নরলীলা সম্বরণ করিবেন। তবে কি সেই বিষম বিপৎকালই উপস্থিত হইল?—এমন সময় মহামতি কপিধ্বজ আসিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম করিয়া বাষ্পাকুলিতনেত্রে অধোবদনে দণ্ডায়মান হইলেন। সশঙ্কচিত্তে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, তোমাকে এমন হীনপ্রভ দেখিতেছি কেন? তোমার কোন অমঙ্গল হয় নাই ত? নিশ্চয় কোন স্মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তুমি ত প্রাণাধিক সখা শ্রীকৃষ্ণবিরহিত হও নাই? তাঁহার ও যত্নকুলের সকলের কুশল ত? তোমার মনস্তাপের হেতু শীঘ্র ব্যক্ত কর।

অর্জুন সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা হস্ত দ্বারা অপরুদ্ধ করিয়া কথঞ্চিৎ আশ্রয় হইলেন। বলিলেন, রাজন, কি বলিব, বন্ধুরূপী শ্রীহরি আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। দ্রৌপদীলাভ, খাণ্ডবদাহ, জরাসন্ধবধ, রাজসূয় যজ্ঞ, যাজ্ঞসেনীর অবভূথপূত কেশকলাপ আকর্ষণ জন্ত

ভীমসেনের প্রতিশোধ গ্রহণ, শশিষ্য দুর্বাসার জঠরানল তৃপ্তি, শূলপাণি শম্ভু হইতে পাণ্ডপত অস্ত্র লাভ, সুরপতি সহ একাসনে উপবেশন, উত্তর গোগৃহের যুদ্ধে জয়, পরিশেষে ভীষ্ম দ্রোণাদির সংহার প্রভৃতি সমস্তই যাহার তেজঃপ্রভাবে সম্ভবীকৃত হইয়াছিল, সেই ভূমাপুরুষ আজ আমাকে নিম্নমর্চিতে বঞ্চিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার গাণ্ডীব আজ নিরস্ত, হস্তিনার পথে আজ আমি অতি তুচ্ছ কতিপয় গোপ কর্তৃক ধর্মিত। হায়, সেই মোক্ষপ্রদ যোগেশ্বরকে আমি কিনা অতি তুচ্ছ অশ্চালনার রক্তিতে নিযুক্ত করিয়াছিলাম! রাজন্, তাঁহার সম্ভাপনাশিনী বাণী সকল স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত অভিভূত হইতেছে।—

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে উপদিষ্ট তৎসকল কাল ও কশ্মের প্রভাবে রুদ্ধ অবস্থায় ছিল, এক্ষণে শ্রীহরির পাদপদ্মে তিনি আত্মাকে একান্ত অভিনিবিষ্ট করিলেন। প্রশান্তচিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরও শ্রীভগবানের অনুসরণ করিয়া স্বর্গপথ অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পৃথা দেবী যদুকুলের নাশ ও শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাববাস্তা শ্রবণ করিয়া একান্ত ভক্তির সহিত সেই পরম পুরুষে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া সংসার হইতে উপরত হইলেন। ধীমান্ যুধিষ্ঠির পৌত্র পরীক্ষিৎকে সাগরবেষ্টিত কুরুরাজ্যে ও অনিরুদ্ধপুত্র বজ্রকে মথুরারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি স্নেহ অহঙ্কারাদি সর্ববন্ধন-বিমুক্ত হইয়া নিজ আত্মাকে কূটস্থ ব্রহ্মে লীন করিলেন, রাজবেশ পরিত্যাগ করিলেন, এবং চীরবাসপরিহিত হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনুজগণও স্থিরচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিলেন। কুরুকুলদেবী দৌপদী দেখিলেন, পতিগণ পরস্পর কেহ কাহারও জন্ম বা তাঁহার জন্মও অপেক্ষা করিলেন না। তখন তিনিও শ্রীভগবান বাসুদেবে উপগত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। এ দিকে বিদুরও তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে প্রভাসে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে তনুত্যাগ করিয়া পিতৃপুরুষগণের সহিত মিলিত হইলেন।

১৬—১৯ অধ্যায়

পৃথিবী, ধর্ম, কলি, পরীক্ষিৎ, শগীক, শৃঙ্গী, শুকদেব

সূত বলিলেন, পরম ভাগবত পরীক্ষিৎ ঈরাবতীকে বিবাহ করেন ও তাহার গর্ভে তাঁহার জনমেজয় প্রভৃতি দ্বাদশটি পুত্র জন্মে। তিনি কৃপাচার্য্যকে গুরু বরণ করিয়া তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। একদা দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া তিনি দেখিলেন, এক শূদ্র রাজবেশ ধারণ করিয়া একটী একপদ বৃষ ও একটী গাভীকে পদাঘাতে বাধিত করিতেছে। রাজা তখনই সেই পাষাণের সমুচিত দণ্ড বিধান করিলেন। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা তখনই তাহাকে বধ করিলেন না কেন? হরি-কথার সম্বন্ধ থাকিলে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেও, নতুবা নিষ্প্রয়োজন। কারণ,

কিমতৌরসদালাপৈরাযুষো যদ্ অসদব্যয়ঃ । ১১.৬.৬

মন্দস্ত মন্দপ্রজ্ঞস্ত বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ ।

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্ম্মভিঃ ॥ ১.১৬.৯

—অথবা কথার আলাপে আয়ুক্ষয় ব্যতীত আর কি ফল? অলস ও নির্লোভ ব্যক্তিদের পরমাযু রাত্রিতে নিদ্রায় ও দিবাভাগে বৃথা কন্মে নষ্ট হয়।

সূত বলিলেন, মুনিবর, শুনুন। ঐ একপদী বৃষ ধর্ম্ম, এবং গাভী পৃথিবী। উভয়ে যখন সাক্ষাৎ হইল, তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন। গাভীরূপী পৃথিবীকে অশ্রুশ্রুতে রোদন করিতে দেখিয়া বৃষরূপী ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে, তুমি রোদন করিতেছে কেন? ,পৃথিবী বলিলেন, হে ধর্ম্ম, যাহার প্রভাবে তুমি একদা চারিপদে বর্ত্তমান থাকিয়া লোকের সুখ ও ঐশ্বর্য্য বিধান করিতে, সেই সকলগুণনিলয় ত্রীনিবাস এই লোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে সর্ব্বত্র কলির পাপদৃষ্টি পড়িয়াছে। বর্ণাশ্রম সকলের ভাবী দুর্দশা চিন্তা করিয়া

আমার চিত্ত নিতান্ত পীড়িত হইতেছে। অসুরকর্মা রাজগণের শত শত অক্ষৌহিণী আমার অঙ্গের ভার স্বরূপ হইয়াছিল। ঐ ভার হরণের নিমিত্ত অদ্বৈতকর্মা শ্রীহরি যত্নবশে অবতীর্ণ হইয়া রমণীয় বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন। ধর্ম, তুমি তখনও ভগ্নপদ ছিলে, কিন্তু তিনি স্বপ্রভাবে তোমাকে সুস্থ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার চরণচিহ্ন যখন আমার অঙ্গধূলিতে শোভা বিস্তার করিত, তখন নবাকুর-উদগমচ্ছলে আমার রোমাঞ্চ প্রকাশ পাইত। সেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ত আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিলাম।—এইরূপ কথোপকথনের পর সেই শূদ্ররূপী কলি আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। রাজা পরীক্ষিৎও সেই সময়ই পূর্ববাহিনী সরস্বতীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি বৃষ ও গাভী উভয়কে সেই শূদ্রের নিঃস্বপ্ন আঘাতে বেপমান ও অশ্রুসিক্ত দেখিয়া শূদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রে অধম, তুই নিতান্তই বধাই। বৃষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিই বা কে? আপনার অপর তিনটি পদ কিরূপে বিনষ্ট হইল? গাভীকে বলিলেন, মাতঃ, আপনারা কাঁদিবেন না, আমি এখনই এই পাষণ্ডের উপযুক্ত দণ্ডের বিধান করিতেছি। তখন বৃষরূপী ধর্ম বলিলেন, রাজন্, আপনি মহামতি পাণ্ডবগণের সুযোগ্য বংশধর, সুতরাং আমাদের প্রতি এই অভয়বাণী আপনার রাজপদের সমাক্ উপযোগী। কিন্তু আপনি বিচার করিয়া বলুন, কোন্ পুরুষ হইতে আমাদের এই ক্লেশ উৎপন্ন হইয়াছে? যোগী বলেন, আত্মাই আত্মার মিত্র ও শত্রু। দৈবজ্ঞ বলেন, গ্রহই জীবের সুখ দুঃখের কারণ। মীমাংসক কর্ম্মকেই কারণরূপে নির্দেশ করেন, আর, নাস্তিকের মতে স্বভাবই সকল সুখ দুঃখের নিদান। রাজা বৃষমুখে এই বাক্য শুনিয়া সমাহিত চিত্তে চিন্তা করিয়া জানিতে পারিলেন, একপদ বৃষ স্বয়ং ধর্ম এবং আর্ত গাভীটি পৃথিবী। তিনি বলিলেন, মহাত্মন, শাস্ত্রে এইরূপ বিধান আছে

যে, যে ব্যক্তি ঘাতকের নাম প্রকাশ করিয়া দেয়, সেও ঘাতকের গতি প্রাপ্ত হয়। আমি বৃষ্টিতে পারিতেছি, আপনারা সেই জন্তাই ইহার নাম উল্লেখ বা কোন অভিযোগ করিলেন না। কিন্তু আর্তের দুঃখ দূর করা রাজার পরম ধর্ম, সুতরাং আমি এখনই এই দুষ্কৃতির সমুচিত দণ্ড বিধান করিতেছি। এই বলিয়া, রাজা শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিলেন। কলি ভয়ে বিহ্বল হইয়া অমনি রাজার চরণে পতিত হইল। তখন রাজা তাহাকে বলিলেন, হে অধর্মবন্ধু, তুমি আমার শরণাগত হইলে, সুতরাং তোমাকে বধ করিব না। কিন্তু তুমি এখনই এ রাজ্য পরিত্যাগ কর, ব্রহ্মাবর্ত দেশে তোমার কোন স্থান নাই। কলি জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন, তাহা হইলে আমি কোথায় বাস করিয়া আপনার আদেশ পালন করিব ?

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ ।

দ্যুতং পানং দ্বিয়ং সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ ॥

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ ।

ততোহনুতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্ ॥

অমূনি পঞ্চস্থানানি হৃদয়প্রভবঃ কলিঃ ।

ঔত্তরেয়েণ দত্তানি শ্রবসত্ত্বিন্দিদেশকৃৎ ॥ ১।১৭.৩৮—৪০

—কলি স্থান প্রার্থনা করিলে রাজা তাহাকে দ্যুতক্রীড়া সুরাপান প্রাণিহিংসা ও জ্বীসঙ্গ এই কয়টি স্থান দিলেন। পুনরায় স্থান প্রার্থনা করিলে, তাহাকে স্তবর্ণ দেখাইয়া দিলেন। পুনঃ প্রার্থনায় মিথ্যা গর্ভ কাম হিংসা ও বৈর এই পাঁচটিও দিলেন। অধর্মরত কলি উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞাকারী হইয়া এই কয় স্থানেই বাস করিতে লাগিল।

তখন রাজা পরীক্ষিত ধর্মের ‘সত্য’ মাত্রে অবশিষ্ট পাদটীতে ‘তপঃ’ ‘শৌচ’ ও ‘দয়া’ নামে তাঁহার নষ্ট পদত্রয় যোজনা করিয়া দিলেন, এবং গাভীরূপী পৃথিবীকে যথোচিত আশ্বস্ত করিয়া উভয়কে অভিনন্দন পূর্বক বিদায় করিয়া দিলেন।

কলি যুগের একটি বিশেষত্ব এই যে, এই যুগে পুণ্য কর্মের নষ্টলভ্যমাত্র এই ফললাভ হয়, কিন্তু পাপের ফল কর্মের অনুষ্ঠান-

সাপেক্ষ। আর, বৃক যেমন অনবধান শিশুদিগকেই আক্রমণ করিতে অধিক সাহসী হয়, কলিও তেমন প্রমত্ত ও মূঢ়গণকেই আক্রমণ করে, ধীর ব্যক্তি হইতে ভীত হইয়া থাকে। এই জন্যই গুণগ্রাহী সম্রাট পরীক্ষিৎ কলির প্রাণ সংহার করিলেন না, মাত্র সমুচিত দণ্ডের বিধান করিলেন। মুনিগণ, রাজা পরীক্ষিতের বিষয় আপনারা যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা বলিলাম।—শৌনক বলিলেন, হে সূত, আমরা যজ্ঞধূমে বিবর্ণ, তুমি আমাদিগকে হরিপাদপদ্মের মকরন্দ সুধা পান করাইতেছ। শ্রীভগবানের কথা শুনিতে কোনও রসজ্ঞ ব্যক্তিরই আশ মিটেনা। হে বিদ্বন্, শ্রীহরির উদার চরিতকথা আরও বিস্তার করিয়া বল, আমরা আরও শুনিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি।—সূত পরম আশ্লাদিত হইয়া বলিলেন, অহো, বিলোমজ হইলেও আজ সত্যই আমার জন্ম সফল, যেহেতু আপনাদের ন্যায় ভাস্কর ব্রাহ্মণগণ এ হীনের নিকট হরিকথা শুনিতে এইরূপ আগ্রহপ্রকাশ করিতেছেন।

একদা মৃগয়াশ্রান্ত রাজা পরীক্ষিৎ নিতান্ত তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুৎপিড়িত হইয়া মহামুনি শমীকের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। মুনিবর বিকীর্ণ জটাভার ও মৃগচৰ্ম্মে আবৃত, তাঁহার নেত্র নিমীলিত, সমস্ত ইন্দ্রিয় বাহ্য-নিবৃত্ত ও আত্মা তুরীয় পদে লীন। সূতরাং রাজা পুনঃ পুনঃ উচ্চ ও আকুল কণ্ঠে জল প্রার্থনা করিলেও মুনিবর তাহা কিছুই শুনিতে পাইলেন না। ক্ষুৎপিপাসায় অপহতবুদ্ধি রাজা ভাবিলেন, অধম ক্ষত্রিয় মনে করিয়া এই ব্রাহ্মণ আমার প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিলেন না। এই ভাবিয়া তিনি ক্রোধবশে স্বীয় ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা সমীপবর্তী একটি মৃত সর্পদেহ আকর্ষণ করিয়া তাহা ধ্যান-নিরত ঋষির গলদেশে লম্বিত করিয়া দিলেন ও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ঐ ঋষির পুত্র বালক শৃঙ্গী তখন অগ্নত্র ক্রীড়া করিতেছিল, এক সহচরের মুখে রাজার এই দুষ্কৃতের কথা শুনিল। রোষে গর্জ্জন করিতে করিতে সেই বালক বলিল, ‘কি আশ্চর্য্য, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগকে গৃহরক্ষার

কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। ভৃত্য যদি প্রভুর অপমান করে, তবে দ্বাররক্ষক কুকুর হইতে তাহার প্রভেদ কি?’ এই বলিয়া শৃঙ্গী সমীপস্থ কোণিকী নদীর জলে আচমন করিয়া রাজার প্রতি ব্রহ্মশাপ-রূপ এক নির্মম বাগ্‌বজ্র নিক্ষেপ করিলেন,—‘ঐ কুলাঙ্গার রাজা অত্যাধি সপ্তমদিবসে মহাসর্প তক্ষকের দংশনে প্রাণত্যাগ করিবে।’ শৃঙ্গী আশ্রমে আসিয়া মৃত-সর্প-জড়িত-কণ্ঠ পিতাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পর মুনিসত্তম শমীক বাহলাভ করিয়া পুত্রের নিকট সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন। নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি বলিলেন, ‘রে অপকবুদ্ধি বালক, রাজা সাক্ষাৎ বিষ্ণুর স্বরূপ, তাঁহার অভাবে সংসার বিপর্যস্ত হয়। এক্ষণে তোমার এই হঠকারিতায় সেই মহাপরাধ আমাদিগকে স্পর্শ করিবে। রাজা পরীক্ষিৎ মহাভাগবত, ক্ষুৎপিপাসায় হতবুদ্ধি হইয়া তিনি সহসা এই কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যভিশাপ দিতে পাবেন, কিন্তু দিবেন না। কারণ, ভগবদ্ভক্ত কদাচ কাহারও অপকার করেন না। হে ভগবন্, এই চপলমতি বালকের অপরাধ ক্ষমা কর।’ ঋষিগণ, কি আশ্চর্য্য, রাজা যে তাঁহার প্রতি এরূপ মহাপরাধ করিলেন, তাহা ঐ মুনিবরের মনে ক্ষণকালের জন্মও উদ্ভিত হইল না।—

প্রায়শঃ সাধবো লোকে পরৈর্দ্বৈতৈশ্চ যোজিতাঃ।

ন ব্যথন্তি ন হৃদ্যন্তি যত আত্মাশ্রয়ঃ ॥১১৮৫০

—সাধুগণের স্বভাব এইরূপ। অপরের আচরিত ইষ্টানিষ্টের দ্বাৰা তাঁহারা সুখ বা দুঃখ ভোগ করেন না। কারণ, তাঁহারা জানেন যে আত্মা সুখদুঃখাদি গুণের আশ্রয়বস্ত্ত নহে।

রাজা পরীক্ষিৎ স্বপূরিতে প্রত্যাগত হইয়া আত্মকৃত সেই গর্হিত কার্য্যের জন্ম অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, আমার প্রতি সমুচিত দণ্ড বিহিত হউক, যেন আমি আর এরূপ ছুরাচরণ না করি এবং আমার কৃত অপরাধের জন্ম আমার পুত্রগণের যেন কোন অকল্যাণ না হয়। এমন সময় তিনি,

শৃঙ্গী-প্রদত্ত অভিষাপের বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন, এবং মনে করিলেন, দেবদেব নারায়ণ আমার প্রতি কৃপা করিয়াই এই ব্রহ্মশাপ-রূপ মূর্তি ধারণ করিলেন। তখন ইহ ও পর উভয় লোকই তাঁহার নিকট নিতান্ত হেয় জ্ঞান হইল। তিনি স্বীয় পুত্র জনমেজয়ের উপর রাজ্যভার গ্রাস্ত করিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবাকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া সুরধুনীর দক্ষিণ তীরে কুশময় আসন বিস্তারপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হইলেন।—

পুনাতি সেশানুভয়ত্র লোকান্ কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ ॥ ১১৯৬

—যে নদী অন্তর ও বাহির উভয় দিক পবিত্র করেন, মৃত্যু আসন্ন জানিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সেবা না করিবে ?

দিব্যধামে দেবগণ তাঁহার উপর কুসুমবর্ষণ করিতে লাগিলেন। জগৎ-পাবন মহানুভাব মুনিগণ সশিষ্যে রাজদর্শনার্থ সমাগত হইলেন।

প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশঃ স্বয়ং হি তীর্থানি পুনস্তি সন্তঃ ॥ ১১৯৮

—তীর্থগমনচ্ছলে সাধুগণ প্রায়ই তীর্থ সকলকে এইরূপে পবিত্র করেন।

রাত্রে যথাবিধি অর্চনাপুরঃসর তাঁহাদের বন্দনা করিলেন। তাঁহারাও রাজাকে অভিনন্দিত করিয়া সুমধুর হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, মুনিগণ, আপনাদের পদস্পর্শে আমি ধন্য, আমার কুল পবিত্র। আমার এই প্রায়োপবেশন সমুচিত হইয়াছে ত ? সর্ব্বাবস্থায়, বিশেষতঃ অন্তিমে, মানুষ কোন্ কার্য্যকে শ্রেষ্ঠ বোধ করিয়া কর্তব্য রূপে গ্রহণ করিবে ?—সেই মুনিগণ, কেহ যোগ, কেহ তপস্যা, কেহ যজ্ঞ, কেহ বা দান, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান উপদেশ করিতে লাগিলেন।—এমন সময় ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেব যদৃচ্ছা পর্য্যটন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর, দেহ শ্যামবর্ণ, গঠন সুবলিত, বেশ দিঙ্মাত্র, কেশজাল ধূলি-ধূসরিত। বালকগণ কৌতুকবশতঃ তাঁহাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া লইয়া আসিতেছে। সমবেত ঋষিমণ্ডলী শ্রীশুকদেবকে

দর্শনমাত্র আমন হইতে উঠিয়া সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজা ভূ-লুপ্তিত মস্তকে সেই সুমহান্ অতিথির পূজা করিলেন। তিনি বলিলেন, ব্রহ্মন, আপনার কৃপায় এ স্থান পরমতীর্থ হইল। যাঁহার স্মরণ মাত্রে গৃহ পবিত্র হয়, তাঁহার দর্শন ও চরণবন্দনে যে কি হয়, তাহা আমি আর কি বলিব। আমার পিতামহগণের প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণই কি তাঁহার পিতৃস্বসন্তানগণের পরম কল্যাণ বিধান জ্ঞাত আপনাকে এখানে প্রেরণ করিলেন? আপনি যোগীশ্বরগণের পরম গুরু, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমার ন্যায় মুমুক্শু মুমূর্ষু ব্যক্তির এক্ষণে কর্তব্য কি? ভগবান্ বাদরায়ণি তখন রাজার এই সুমধুর সস্তাষণের এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন।—

দ্বিতীয় স্কন্ধ

১—৩ অধ্যায়

শুক, পরীক্ষিৎ, শৌনক

শুকদেব বলিলেন, মহারাজ, আপনি যে প্রশ্ন করিলেন, ইহা মানবের জ্ঞাতব্য বিষয় মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং মুক্ত ও মুক্তিকামী উভয়েরই পরম হিতকর। অস্ত্রে নারায়ণ-স্মৃতি, তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্তন বিষয়প্রমত্ত জীবের একমাত্র গতি। পুরাকালে রাজা খট্টাক তাঁহার আয়ু মূহূর্তকাল মাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া সর্বব্যক্তিগণ করিয়া শ্রীহরির অভয় চরণে শরণ লইয়াছিলেন (৯ স্কঃ ৯ অঃ দেখুন)। আপনার আয়ুও সাতদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। অতএব আপনারও সেইরূপই করা কর্তব্য—

অন্তকালেহপি পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ।

ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেহনু যে চ তম্॥

গৃহাৎ প্রস্রজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ।

শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎ কলিতাসনে ॥

অভ্যাসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্ ।

মনোষচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্ ॥

নিষচ্ছেদ্ বিষয়েভ্যোহক্ষান্মনসা বুদ্ধিসারথিঃ ।

মনঃ কৰ্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া ॥

তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা ।

মনোনির্বিষয়ং যুক্তা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ ।

পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি ॥ ২।১।১৫—১৯

—অষ্টকাল উপস্থিত হইলে জীব মৃত্যুভয় বিদূরিত করিয়া প্রথমে বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রদ্বারা দেহ ও তদানুযজ্ঞিক সম্ভাপকর ভোগেচ্ছাকে ছেদন করিবেন, তৎপর গৃহত্যাগ করিয়া পুণ্যতীর্থজলে স্নান করিবেন, তৎপর নির্জ্জন স্থানে পবিত্র আসন রচনা করিয়া তত্‌পর উপবেশন করিবেন, তৎপর শ্বাস জয় করিয়া স্মৃতিকে আয়ত্ত করিয়া তিন অক্ষর যুক্ত বিশুদ্ধ পরম ব্রহ্মাক্ষর (ওঁ=অ+উ+ম) মনের দ্বারা অভ্যাস করিতে থাকিবেন, পরে বুদ্ধির সাহায্যে মনকে নিবৃত্ত করিয়া কল্যাণলাভে নিয়োগ করিবেন, তৎপর স্থিরচিত্তে শ্রীভগবানের এক একটী অবয়ব ধ্যান করিবেন। মন বিষয় হইতে সমাক্ষ মুক্ত হইলে স্মৃতিও স্তিমিত হইবে—মনের এই প্রসন্নভাবই শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ।

সৃষ্টি তাঁহার কটাক্ষ, সংসার তাঁহার ক্রীড়া, আয়ু তাঁহার শ্বাস, মানুষ তাঁহার বুদ্ধি, বিহঙ্গমগণ তাঁহার শিল্পনৈপুণ্য, পর্বত তাঁহার অস্থি, নদী তাঁহার নাড়ী। এইরূপে সৃষ্টির প্রত্যেক অঙ্গ ও কার্য্য সেই বিরাট পুরুষেরই অভিব্যক্তি। বুদ্ধি তাঁহাতেই স্থির রাখিবে, মনে তাঁহারই ধ্যান করিবে।

রাজন্, দেহধারণোপযোগী মাত্র ভোগ করিবে। স্বর্গাদিও নিরর্থক কথা, উহা বুদ্ধিকে কামনায় প্ররোচিত করে। আসক্তিই পতনের মূল।—

সত্যং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈর্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যপবহঁণঃ কিম্ ।

সত্যঞ্জলৌ কিংপুরুষান্নপাত্র্যা দিগ্‌বন্ধলাদৌ সতি কিং হুকূলৈঃ ॥

চৌরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং

নৈবাজ্জ্বপাঃ পরভূতঃ সরিতোহপ্যশুশ্র ।

রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোহবতি নোপসন্নান্

কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনহর্ষদাক্তান্ ॥ ২।২।৪,৫

—ভূমিতল থাকিতে শয্যার প্রয়াস কেন? স্বভাবজাত বাহু থাকিতে উপাধানের প্রয়োজন কি? অঞ্জলি থাকিতে নানাবিধ ভোজনপাত্রের আবশ্যক কি? দিক্ আছে, বন্ধল আছে, তবে বস্ত্র দিয়া কি হইবে? পথে কি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া থাকে না? পরের ভরণ পোষণ জতুই ত তরুগণের সৃষ্টি, তাহারা কি এখন আর ভিক্ষা দেয় না? জলাশয়গুলি কি সমস্তই শুকাইয়া গিয়াছে? পর্বতের গুহাগুলি কি সকলই রুদ্ধ? শ্রীহরি কি আর শরণাগতকে রক্ষা করেন না? স্তব্ধীগণ তবে কেন ধনমদে অন্ধ লোকদিগের উপাসনা করেন?

যাবৎ ভক্তির উদয় না হয়, তাবৎ তাঁহার স্থূলরূপের প্রত্যেকটি মাধুর্য্য ও বিলাস চিন্তা করিবে। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি দূর করিয়া বন্দনীয় শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিবে। যোগী যখন দেহত্যাগ করিতে অভিলাষ করিবেন, তখন তিনি স্থিরভাবে সুখকর আসনে উপবেশন করিয়া মন দ্বারা প্রাণকে জয় করিয়া প্রাণায়াম করিবেন, এবং প্রাণবায়ুকে নাভি প্রভৃতি ছয়টি ক্রমোচ্চ স্থানে লইয়া যাইবেন। যখন তিনি একেবারে কামনাশূন্য হন, তখন তাঁহার প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে পরিত্যাগ করে। সমাধি-তৎপর যোগিদিগের প্রাণবায়ুমধ্যে সূক্ষ্ম শরীর আছে, এজন্য তাঁহারা অন্তরে ও বাহিরে যথেষ্ট ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন, কস্মদাদিগণ কস্ম দ্বারা সেইরূপ গতি লাভ করিতে পারেন না। বুদ্ধি দ্বারা ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, ভগবান্ দ্রষ্টা ও অন্তর্ধামীরূপে সর্বভূতে অবস্থিত আছেন।—

তস্মাৎ সর্বাশ্বনা র.জন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।

শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ শ্রুতব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥ ২।২।৩৬

—অতএব, হে রাজন্, সর্বস্থানে ও সর্বকালে সমগ্র আত্মার দ্বারা শ্রীভগবানের গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ মানুষের অবশ্য কর্তব্য।
যাঁহারা নিয়ত হরিকথা চিন্তা করেন, অতি দূষিত হইলেও তাঁহাদের চিত্ত ক্রমশঃ পবিত্র হয়।

রাজন, মোক্ষেচ্ছ মুমূর্ষুদিগের কর্তব্য তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বলিলাম। ফলকামীরা বিশেষ বিশেষ দেবতার উপাসনা করে, কিন্তু—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তীত্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ২।৩।১০

—যাহার কোন কামনা নাই, আবার যাহার সকল কামনাই আছে, যে উদারমতি ব্যক্তি মোক্ষ বাসনা করেন, সকলেই প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা সেই পরমপুরুষের আরাধনা করিবেন।

নানা দেবতার উপাসক ফলকামিগণও ভগবদ্ভক্তদিগের সঙ্গ লাভ করিলে ক্রমে অচল। ভক্তির অধিকারী হন। এইরূপ ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। নিরন্তর হরিকথা শ্রবণে ত্রিগুণজ বিক্ষেপ সমূহ দূরীভূত হয়, বিষয়ে বৈরাগ্য আসে ও আত্মা সুপ্রসন্ন হন।—

শৌনক বলিলেন, হে সূত, রাজা পরীক্ষিৎ ইহার পর যে যে প্রশ্ন করিলেন, ও শ্রীশুকদেব যে যে উত্তর দিলেন, তুমি তাহা সমুদয়ই সবিস্তারে বর্ণনা কর। সূর্য্যের উদয়াস্তের সঙ্গে আয়ু বৃথাই চলিয়া যায়। যিনি হরিগুণ গান করেন, একমাত্র তাঁহারই আয়ু সার্থক।—

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্মাঃ কিং ন শ্বেদন্ত্যত ।

ন খাদন্তি কিং ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোহপরে ॥

শ্ববিড়্‌ব্রাহ্মহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।

ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃগতঃ কর্ণপুটে নরশ্চ ।

জিহ্বাসত্যো দার্দ্রুরিকেব সূত ন যো(চো)পগায়ত্বাকুগায়গাথাঃ ।

ভারঃ পরং পটুকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাজং ন নমেশুকুন্দম্ ।

শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্যাং হরেল্লসংকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে ।

পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরৈর্যৌ ॥

জীবন্ত্বো ভাগবতাঙ্ঘ্রি রেণুন্ ন জাতুমর্ত্যোহভিলভেত যন্ত ।

শ্রীবিষ্ণুপত্না মনুজস্তলন্তাঃ শ্বসন্ত্বো যন্ত ন বেদ গন্ধম্ ॥

তদংশসারং হৃদয়ং বতেদং যদগ্হমানেইরিণামধৈঃ ।

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্রক্হেযুহর্ষঃ ॥ ২।৩।১৮—২৪ ।

—বৃক্ষদিগের কি জীবন নাই? কশ্মকারের বায়ুপরিচালনযন্ত্র কি বায়ু ত্যাগ ও গ্রহণ করে না? গ্রাম্য পশুগণ কি আহার বিহার করে না? শ্রীহরির নাম যাহার কর্ণপথে প্রবেশ করে নাই, সে পশু উষ্ট্র শূকর বা গর্দভতুল্য। যাহার কর্ণদ্বয় কখনও হরিকথা শ্রবণ করে না, তাহার কর্ণরন্ধ্র বৃথা। যে জিহ্বা হরিগুণ গান করে না, তাহা ভেকজিহ্বার ছায় তুচ্ছ। যে মস্তক মুকুন্দের নিকট নত হয় নাই, সে মস্তক পটুবস্ত্রে বা কিরীটেই ভূষিত হউক না কেন, তাহা নিতান্তই দেহের ভার মাত্র। যে বাহু শ্রীহরির চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করে না, তাহা কাঞ্চন-কঙ্কণে বিভূষিত হইলেও শব-বাহু-তুল্য! যে নয়ন শ্রীহরির রূপ দর্শন করে না, তাহা ময়ূরের পক্ষোপরি চিত্রিত চক্ষুর ছায় বৃথা শোভা মাত্র। যে পদ হরিক্ষেত্রে গমন করে না, তাহা বৃক্ষমূলের তুল্য। যে মানব ভগবদ্ভক্তগণের পদরেণু কখনও লাভ করে নাই, সে জীবিত থাকিয়াও মৃত। যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর পদে সমর্পিত তুলসীর আঘ্রাণ কদাপি গ্রহণ করে নাই, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস থাকিলেও সে শব মাত্র। সেই মানুষের হৃদয় পাষণসম, যে হরিণামে কখনও গলে নাই বা যাহার কখনও অশ্রুপাত বা রোমহর্ষ হয় নাই।

৪—১ অধ্যায়

নারদ, ব্রহ্মা

স্মৃত বলিলেন, মহারাজ ঔত্তরেয় শুকদেবের এই নিশ্চয়াত্মক বচন শুনিয়া সমস্ত মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বীয় মতিকে শ্রীকৃষ্ণে একান্তভাবে আবদ্ধ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, সর্বেশ্বর বিভূ নিজ মায়াদ্বারা কিরূপে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধান করেন? কিরূপেই বা তিনি স্বয়ং এবং বিবিধ শক্তির আশ্রয়ে নিত্য ক্রীড়া করিতেছেন?—রাজার এই প্রশ্ন শুনিয়া শুকদেব হৃষীকেশস্বরূপে আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন, ও বলিলেন, রাজন্, এই প্রসঙ্গে আমি তোমাকে পুরাতন ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ বলিতেছি।—

নারদ ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ভূতভাবন, আপনাকে নমস্কার । এই বিশ্ব কাঁহার সৃষ্ট, কাঁহার স্বরূপ, কাঁহাতে আশ্রিত, ও কাঁহাতে লীন হইবে? আপনার জ্ঞান ও শক্তি কি আপনি অন্য কোথাও পাইয়াছেন, অথবা আপনি স্ব-তত্ত্ব? স্ব-তত্ত্ব হইলে আপনি আবার তপস্যা করেন কেন? তবে কি আপনি ব্যতীত অন্য কেহ ঈশ্বর আছেন? ব্রহ্মা কহিলেন,—

নানুতং তব তচ্চাপি যথা মাং প্রব্রবীষি ভোঃ ।

অবিজ্ঞায় পরং মত্ত এতাবৎ যতো হি মে ॥

যেন স্ববোচিষা বিশ্বং রোচিৎ বোচয়ামাহম্ ।

যথাকৌহগ্নির্ঘণা সোমো যথাক্ৰৌহ তাবকাঃ ॥ ২.৫।১০,১১

—নারদ, তুমি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিলে তাহা মিথ্যা নহে, কিন্তু আমি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যিনি আছেন, তাঁহাকে না জানিয়াই একপা বলিয়াছি । সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, তাবকাগণ যেমন দৃশ্য পদার্থকে দৃষ্ট করায়, আমিও তেমনি এই স্বপ্রকাশ বিশ্বকে সৃষ্টরূপে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত করিতেছি মাত্র ।

আমি সেই বাসুদেবকেই নমস্কার করি, মায়া যাহাব দৃষ্টিপথেও থাকিতে লজ্জিত হয়, এবং যাহা দ্বাবা মোহিত হইয়া দুর্বুদ্ধি লোক ‘আমি’ ‘আমাব’ ইত্যাদি বলিয়া সর্বদা শ্লাঘা করে । ব্রহ্মাও যাহার সৃষ্টি, আমিও তাঁহারই সৃষ্ট । তাঁহার কটাক্ষের প্রেরণা মাত্র পাইয়া তাঁহারই সৃজ্য জগতের সৃষ্টি করি । তাঁহার গতি সম্পূর্ণ অলঙ্কিত, ত্রিগুণের দ্বারা তিনি জ্ঞাতব্য নহেন । হে ব্রহ্মন, বায়ু আকাশ তেজ জল গন্ধ স্পর্শ সপ্তলোক বর্ণাশ্রম ও অতলাদি সমস্তই তাঁহা হইতে উদ্ভূত । নারদ, আমি তুমি রুদ্রসনকাদি, বিজ্ঞান ও সত্ত্বগুণ সকলই সেই পরমপুরুষের স্বরূপ ও তাঁহারই আশ্রিত—

সর্বং পুরুষ এবৈদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ ।

তেনৈদং আবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥ ২।৬।১৫

—যাহা হইয়া গিয়াছে, যাহা হইতেছে, যাহা হইবে —সকলই সেই পুরুষ ।

তাহা দ্বারা বিশ্ব আবৃত, দশাঙ্গুল অর্থাৎ দশদিক বা দশভূত অতিক্রম করিয়া তিনি আছেন। (ঋক্ ১০।৩।৯০ এবং স্বামীটীকা দেখুন)।

তিনি অমৃত ও অভয়ের অধিপতি। তাহার চরণযুগল সকল কর্ণের ও সকল মঙ্গলের একমাত্র নিদান। আমি সর্বলোকপূজিত, তথাপি তাঁহাকে জানিতে পারিলাম না। দেহ মন সম্পূর্ণ নির্মল হইলে তাঁহাকে জানা যায়, কিন্তু কুতর্কের দ্বারা মন আচ্ছন্ন হইলে তাহার রূপ তিরোহিত হয়। আর দেখ,

ন ভারতী মেহঙ্গ মুষোপলক্ষ্যতে ন বৈ কচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ ।

ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসংপথে যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠাবতা ধ্বতো হরিঃ ॥ ২।৬।৩৩

—হে শ্রেষ্ঠ, আমার বাক্য বা মনোভাব কখনও মিথ্যার দিকে যায় না, আমার ইন্দ্রিয়গণ কখনও অসংপথে প্রবৃত্ত হয় না ; কারণ, আমি উৎকণ্ঠার সহিত সতত শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করি।

আমি এক্ষণে সেই নানা-রূপ পুরুষের লীলাবতার বর্ণনা করিতেছি, তুমি কর্ণপুট দিয়া তাহা পান করিয়া কৃতার্থ হও।

সেই অখিল পুরুষ বরাহরূপে জন্মগ্ন পৃথিবীর উদ্ধারকালে আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে স্বীয় দংষ্ট্রা দ্বারা বিদীর্ণ করেন। সুযজ্ঞ নামে প্রজাপতি রুচির ঔরসে ও আকৃতির গর্ভে জন্ম লইয়া জগতের আর্তি হরণ করায় তাহার মাতামহ মনু তাঁহাকে ‘হরি’ আখ্যা দেন। দেবহুতির গর্ভে কপিল নামে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি স্বীয় মাতাকে ব্রহ্মবিজ্ঞা উপদেশ দেন। দত্তাত্রেয় রূপে তিনি যদু, হৈহয় প্রভৃতি ভক্তগণ দ্বারা পূজিত হন। সনৎকুমার সনক, সনন্দ ও সনাতন নামে আবির্ভূত হইয়া তিনি ঋষিদিগের হৃদয়ে আশ্রয়ত্ব উদ্ভাসিত করেন। নরনারায়ণ রূপে আবির্ভূত হইলে অম্বরগণ তাহার তপোবিন্দুও করিতে পারিল না—ক্রোধোৎপত্তি ত দূরের কথা। ঋবকে তিনি ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ-স্তুত ঋবলোক প্রদান করেন। উৎপথগামী বেণরাজাকে তিনি নরক হইতে রক্ষা করেন। নাভির ঔরসে সুদেবীর গর্ভে জন্ম লইয়া

তিনি ঋষভরূপে যোগচর্চা করিয়া পরমহংসস্থ লাভ করেন।
 হয়গ্রীবরূপে তিনি আমার যজ্ঞে উপস্থিত হন ও তাঁহার শ্বাসের
 সঙ্গে বেদবাক্য উৎপন্ন হয়। যুগান্তরকালে মৎস্যরূপে
 বেদধারণ, কূর্মরূপে দেবাসুরের সমুদ্র-মন্ডন-দণ্ড ধারণ, নৃসিংহ
 মূর্তিতে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ-বিদারণ, কুম্ভীরের কবল হইতে
 গজেন্দ্রের উদ্ধার, বলির যজ্ঞে বামনরূপে সমস্ত পদদ্বারা
 ত্রিভুবন গ্রহণ, মন্বন্তরে সুদর্শনচক্র দ্বারা দুষ্টির দমন, ধন্বন্তরিরূপে
 আয়ুর্বেদ-প্রবর্তন ও সর্বরোগ হরণ, পরশুরামরূপে বেদবিরোধী
 ক্ষত্রিয়গণের একবিংশতি বার উচ্ছেদ সাধন, শ্রীরামচন্দ্ররূপে রাবণ-
 বধ এবং বলরাম-সনাথ শ্রীকৃষ্ণরূপে পুতনাবধ, যমলার্জুনভঙ্গ,
 দামবন্ধন, বরুণ-পাশ হইতে পিতা নন্দকে মুক্তকরণ, সপ্তমবর্ষ
 বয়সে গোবর্দ্ধন ধারণ, শঙ্খচূড় বধ, রাসক্রীড়া ইত্যাদি ভূরি ভূরি
 অলোক-সামান্য কর্ম করেন। বেদব্যাসরূপে সত্যবতীর গর্ভে
 জন্ম নিয়া তিনি বেদের শাখাবিভাগ করিয়া দেন। বৃদ্ধাবতারে
 পাণ্ডববংশে বহু উপধর্মের উপদেশ করেন। কলির শেষভাগে
 লোক নাস্তিক ও বেদকর্মবিরহিত হইলে তিনি কঙ্কিবংশে
 অবতীর্ণ হইয়া কলির শাসন করিবেন। জগতের পরমাণুপুঞ্জ
 গণনা করা যদি বা কাহারও সাধ্য হয়, শ্রীহরির বিভূতি বর্ণন
 তাঁহার পক্ষেও সর্বথা অসাধ্য—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্কীয়নাশ্রিতগদো যদি নির্ব্যালোকম্।

তে হুস্তরামতিত্তরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মহাহমিতি ধীঃ শৃগালভক্ষ্য ॥ ২।৭।৪২

—যাঁহারা শুভ্র সরল চিত্তে সমগ্র আত্মা দ্বারা তাঁহার পদে আশ্রয় নেন,
 শ্রীভগবান্বেদ রূপায় তাঁহারা এই হুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন, কুকুর-শৃগাল-
 ভক্ষ্য এই দেহে তাঁহাদের ‘আমি’ আমার’ রূপ অভিমান তিরোহিত হয়।

ভগবদ্ভক্ত নিম্নজ হইলেও তাঁহার মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে।
 ইনিই মুনিগণকথিত নিত্য অভয় অশোক নিষ্কল জ্ঞান স্বরূপ
 পরব্রহ্ম। কর্মকার যেমন কূপখননান্তে খনিত্রাদি পরিত্যাগ
 করে, যতিগণ সেইরূপ যতচিত্ত ও ভেদজ্ঞানবিবহিত হইলে

সাধনসমূহ ত্যাগ করেন। কারণ-কার্য্য-রূপী সমস্তই সেই হরি ছাড়া আর কিছুই নহে। জীবাত্মা অবিনাশী। ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি যাহাতে লোকের বিশুদ্ধা ভক্তি জন্মে, হে নারদ, তুমি সেই ভাবে সর্ব্বত্র তাঁহার লীলা ও গুণ কীর্তন কর।

৮-১০ অধ্যায়

ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু — ‘চতুঃশ্লোকী’

পরীক্ষিৎ বলিলেন, ব্রহ্মান্, ব্রহ্মাকর্ত্তক নিয়োজিত হইয়া শ্রীনারদ যে ব্যক্তির নিকট যে ভাবে হরিকথা কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি সকলই শুনিতে ইচ্ছা করি।

হরেরদ্বুতবীৰ্য্যস্য কথা লোকস্মমঙ্গলাঃ।

কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি

কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ত্য কলেবরম্। ২।৮।২,৩

—হে মহাভাগ, লোকমঙ্গল হরির অদ্ভুত গুণকথা আপনি বলুন, যেন আমি সেই অখিলের আত্মা শ্রীকৃষ্ণে মন নিবিষ্ট করিয়া অনাসক্তমনে কলেবর ত্যাগ করিতে পারি।

আপনি আমাকে এই সকল বৃত্তান্তও বলুন, যথা, শবীরের উৎপত্তি আত্মার নিজের ইচ্ছায় কি অন্য কোন কারণে? অবয়ব ধারণ করিলে লৌকিক পুরুষ ও তাঁহাতে কি বিভেদ থাকে? তিনি নিজমায়া পরিত্যাগ করিয়া কি ভাবে আছেন? কল্পের ও আয়ুর পরিমাণ, কালের অনুমান ও গতি, কৰ্ম্মপ্রাপ্য গণন স্থান সমূহের সংখ্যা, দেবভাব লাভের উপায়, যেখানে যে জীব আছে তাহাদিগের উৎপত্তি, ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য ও অন্তর ভাগের পরিমাণ, মহৎ লোক সমূহের চরিত্র, বর্ণাশ্রম নির্দ্ধারণ, যুগের সংখ্যা পরিমাণ ও ধৰ্ম্ম, অবতার-রূপে শ্রীভগবানের আশ্চর্য্যতম আচরণ, সাধারণের ব্যবহার ও রাজধৰ্ম্ম, আপদধৰ্ম্ম, প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব, অর্চিরাদি গতি, ধৰ্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণের গতি উৎপত্তি স্থিতি, প্রলয়ের বিভিন্ন প্রকার, ইষ্টাপূৰ্ত্ত অগ্নিহোত্র ও ত্রিবর্গবিধি,

প্রলয়াবসানে সৃষ্টি, আত্মার বন্ধন মুক্তি ও স্বরূপে স্থিতি, প্রলয় কালে মায়ার সহিত শ্রীভগবানের ক্রীড়া, প্রলয়ে তাঁহার সাক্ষী স্বরূপে অবস্থান—এই সমস্ত এবং এই প্রকারের সকল বিষয়ই আপনি ব্যক্ত করুন। হে ব্রহ্মন্, অনশনের জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে না, কারণ আমি সাগরোদ্ভূত অমৃতের ন্যায়, আপনার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্য-সুধা সতত পান করিতেছি।

শুকদেব পরম প্রীত হইরা বলিলেন, সৃষ্টিকালে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার নিকট যে ভাগবতপুরাণ বলিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তোমাকে তাহাই বলিব। আত্মার দেহ-সম্বন্ধ শ্রীহরির মায়াজনিত। এই বহুরূপী মায়াবলেই মানুষ গুণাসক্ত হইয়া ‘আমি’ ‘আমার’ এই রূপ মনে করে। কাল ও মায়ার অতিক্রম করিয়া জীবাত্মা যখন স্বমহিমাতে ক্রীড়া করে, তখনই সে স্বরূপস্থ।—সৃষ্টিকামী ব্রহ্মা যখন প্রপঞ্চনিষ্কাশবিধি স্থির করিতে পারিলেন না, তখন জল মধ্য হইতে ‘তপঃ’ এই বাক্যটি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া তিনি সমাধিযোগে সহস্রবৎসরব্যাপী তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীহরি সেই তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে তাঁহার পরাৎপর স্বধাম দর্শন করাইলেন। কাল গুণ বা মায়ার কিছুই সেখানে স্থান নাই। শুকুমার তেজস্বী পীতবসন মরকতবর্ণ মালাকুণ্ডলধারী চতুর্ভূজ পার্শ্বদগণে তিনি পরিবৃত্ত, লক্ষ্মীদেবী তাঁহার গুণগানে নিরত, অপরূপ রূপ ধারণ করিয়া তিনি আপনার স্বরূপে নিয়ত ক্রীড়া করিতেছেন। শ্রীহরি আপনার শ্রীহস্ত দ্বারা ব্রহ্মার হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিলেন, আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি।—

তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাহং তপসোহনঘ ॥

সৃজামি তপসৈবেদং এসামি তপসা পুনঃ ।

বিভিন্শি তপসা বিশ্বং বীৰ্য্যং মে দৃশ্চরং তপঃ ॥ ২৯৯২৩

—হে অনঘ, তপস্তা আমার সাক্ষাৎ হৃদয়, আমি তপস্তার আত্মা, তপস্তা

দ্বারাই আমি এই বিশ্বে স্বষ্টি পালন ও সংহার করি, তুমি তুমিই আমার বীৰ্য্য স্বরূপ।

তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।—ব্রহ্মা বলিলেন, ভগবন্, আপনি অমোঘ-সঙ্কল্প হইয়া স্বষ্টিস্থিতি প্রণয়াদিকপ যেন লীলা করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়িণী মেধা আমাতে নিহিত করুন। আমি যেন স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিপণোদিত হইয়া অহঙ্কারে বদ্ধ না হই।—শ্রীভগবান্ তখন ব্রহ্মাকে এই ‘চতুঃশ্লোকী’ ভাগবত উপদেশ করিলেন —

অহমেবাসমেবাগ্রে নাতদযৎ সদসংপদম্।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যৌহবশিষ্ঠ্যৎ সৌহস্যম্ ॥

ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন পতীয়েত চাত্মনি।

তদ বিগ্ধাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥

যথা মহাস্তি ভূতানি ভূতেষ চাবচেষত্।

প্রবিষ্টান্ প্রবিষ্টানি তথা নেষু ন তেষ্বহম্ ॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্তং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাশ্রয়ঃ।

অন্যব্যাপিরেকাভ্যাম্ যৎ শ্রীং সৰ্বং সৰ্বদা ॥ ২।৯।৩২-৩৫

—অগ্রে একমাত্র আমিই ছিলাম! ‘ন’ ও ‘অসৎ’ বলিয়া তখন কিছুই ছিল না। এক্ষণে এই বিশ্বরূপে আমিই আছি। আমার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও আমি। অর্থাৎ স্বষ্টির পূর্বে যাহা কিছু ছিল, স্বষ্টিতে বর্তমানে যাহা কিছু আছে এবং প্রলয়ে যাহা কিছু থাকিবে, তাহা আমারই সত্তা, দ্বিতীয় কোন সত্তা কখনও ছিল না, নাই, ও থাকিবে না। আশ্চর্য্যের যে প্রতীতি হয় না, এবং অবস্তব যে প্রতীতি হয়, তাহা আমারই মায়াজড়িত জানিবে। এই প্রতীতি কোন সত্তা নাই, তাহা ‘আভাস’, অর্থাৎ এইরূপ মনে হয় মাত্র। ইহা অন্ধকার, সত্যদৃষ্টিকে আবৃত করিয়া রাখা। ভূতমাত্রের আদিকারণ যেমন সেই ভূতব অস্ত্রব বাহিবে অস্ত্রপ্রবিষ্ট আছে, অদৃশ্যতাবশতঃ অপ্রবিষ্ট বলিয়া মনে হয়, তামিও তেমন সকল ভূতের অন্তরে আছি, কিন্তু মনে হয় যেন ‘নাই’। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ইহাই বুদ্ধিতে হইবে যে, অন্য ও ব্যতিবেক, অর্থাৎ ‘হঁ’ এবং ‘না’, এই দুই চিন্তাধারা অবলম্বনে আমি লভ্য। আমিই বস্তু, অর্থাৎ ‘হঁ’, অথবা কিছু সবই অবস্তব, অর্থাৎ ‘না’।

হে ব্রহ্মন, তুমি পবন সমাধি যোগে এই মতেব অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে তুমি কখনই মোহ বা আত্মাভিমান-গ্ৰস্ত হইবে না।

শ্রীঃ যখন নৈল দুর্ভেদ কপা, ধূল ও সন্ধ্যা। তিনি পাকৃতগুণ-
সম্পর্শ-শূন্য ১১ নং ১২) পাব-নির্ভিত হউনেন ও ব্রহ্মাবশে সকলক
হইয়া মায়াবলধনে নাম কপ ও ক্রিয়াব সৃষ্টি করেন। সেই
পূজাপতি ই বিশ্ব চলাচলের ন্যেদৃষ্ট সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।
এত সৃষ্টি শুধু ব্রহ্ম ভেদে দ্বিবিদ, জনচর ভচর ও যচর ভেদে
দ্বিবিদ, জনাচর, অচর, অচর ও উদ্ভিজ্জ ভেদে চতুর্বিদ। এই
সকলেবই আবার উভয় মবান অমম ভেদে তিনটি শ্রেণী আছে।
তাহা তাত্ত্বানিগত প. অ. ১১ ১২) মিশ্রিত পাপ-পুণ্যব বল।
সত্ত্ব তন নচর ১১ ১২) মিশ্রিত ইহাদের গতি বিভিন্ন, কিন্তু
ইহাব ও পবচর ১১ ১২) শ্রীঃ যখনই ব্রহ্মবশে এই বিশ্বেব
স্থানন ও পাব নির্ভিত হউন। আবার তিনিই কহবশে, বায়ু
যোন অথকে, মেনি বিশ্বকে সচিব করেন।

9

এই বিষয়ে রাজা পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসায় শ্রীশুকদেব যে উত্তর দিয়াছিলেন আমি এখন আপনাদিগকে তাহাই বলিতেছি, শুনুন।—

তৃতীয় স্কন্ধ

১—৪ অধ্যায়

বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, উদ্ধব

নষ্টচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজ অসাধু পুত্রগণের সমৃদ্ধিসাধন জন্ম করিষ্ঠ ভ্রাতা মৃত পাণ্ডুর পুত্রদিগকে জতুগৃহে দগ্ধ করার বার্থ চেষ্টা করিলেন। পরে ক্রমে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কপট দ্যুতক্রীড়ায় পরাজয়, কুরুকুলদেবী দ্রৌপদীর কেশাভিমর্ষ, বনবাস-সত্য পালনান্তে পাণ্ডবগণকে রাজ্যভাগ প্রদানে জগদগুরু শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়ের উপেক্ষা, ইত্যাদি সংঘটিত হইল। তখন মন্ত্রণার নিমিত্ত আহৃত হইয়া বিদুর অগ্রজ রাজাকে বলিলেন, মহারাজ, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির এখনও আপনার অনুষ্ঠিত দুর্বিষহ অপরাধ সকল সহিতেছেন, কিন্তু রকোদর-রূপ ভীষণ ভূজঙ্গ নিয়ত মহোষণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। নিখিলরাজ্যজয়ী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন। মহারাজ, কুরুকুলের কুশলের জন্ম যুধিষ্ঠিরকে তাহার রাজ্যভাগ প্রদান করুন, ও অ-শিব দুর্যোধনকে সহর পরিত্যাগ করুন।—বিদুরের এই বাক্য শুনিয়া কর্ণ দুর্যোধন ও শকুনি-সনাথ দুর্যোধন ক্রোধে অধর কম্পিত করিয়া বলিল, এই খলস্বভাব দাসীপুত্রকে কে এখানে ডাকিয়া আনিল? এ যাহার অন্তে পুণ্ড্র, তাহারই প্রতিকূলতা করিতেছে। শ্বাসমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া ইহাকে এখনই এই পুরী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেও।—বিদুর এই বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়াও ইহাকে শ্রীভগবানের মায়ার লীলা মাত্র মনে করিয়া গতব্যথ হইলেন, এবং দ্বারদেশে ধমুর্বাণ

তাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ হস্তিনাপুর হইতে চলিয়া গেলেন। পরিধানে কস্থল, ভূমিতলে শয়ন, কেশপাশ অসংস্কৃত—বিহুর এই ভাবে বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে প্রভাসে উপনীত হইলেন। সেখানে আসিয়া শুনিলেন, বেণুজবহ্নিদগ্ধ বনের ন্যায় কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। তুম্বী অবলম্বন করিয়া তিনি সরস্বতীর পুণ্যতীরে, তৎপর তথা হইতে সৌরাষ্ট্র, সৌবীর, মৎস্য, কুরুজাঙ্গল দেশের বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া যমুনাতীরে উপনীত হইলেন। তথায় বিহুর ব্রহ্মপতির পূর্বশিষ্য ভাগবতকুলপ্রবর শ্রীউদ্ধবের দর্শন লাভ করিলেন। বিহুর তাঁহাকে যত্ন ও কুরু উভয় কুলের প্রধানগণের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

পাঁচ বছর বয়সে যাহার মনোমোহন মূর্ত্তি গড়িয়া ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন, মাতা প্রাতরাশ জন্ম আহ্বান করিলেও উঠিতে পারিতেন না, জীবনব্যাপী যাহার পদ সেবা করিয়া জরাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই প্রিয়তমের স্মরণে উদ্ধবের সর্বদা পুলকে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিল, নিম্নলিখিত নয়নবৃগল হইতে শোকাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। প্রগাঢ় ভক্তিস্থপারসে তিনি আপ্ত হইয়া উঠিলেন। বিহুর বখিলেন, ইনি পূর্ণকাম হইয়াছেন। ক্ষণপরে বাহ্যলোকে পুনরাগত হইয়া নেত্রদয় মার্জনা করিয়া উদ্ধব বলিলেন,—

কৃষ্ণদ্ব্যমণিনিম্নোচে গীর্নেষজগবেণ হ।

কিংমু নঃ কুশলং ক্রয়াং গতশ্রীসু গৃহেষহং ॥ ৩২।৭

—কৃষ্ণ দিনমণি অন্তর্মিত হইলে আমাদের গৃহসমূহ কালরূপ অজগরগ্রস্ত হইয়া হতশ্রী হইয়াছে। আমাদের কুশল আর কি বলিব?

হে বিহুর, সকল ভূষণের ভূষণ, বিধাতার নিষ্মাগকৌশলের চরমকার্ণী সেই কপট মানব মূর্ত্তিকে তিনি নিজ বিশ্ব ধারণ করিয়া অন্তর্হিত করিয়াছেন। অজ হইয়াও বসুদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন। অনন্তবীৰ্য্য হইয়াও কংসভয়ে ব্রজে বাস, কাল-যবন ভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন ও উগ্রসেনের দাসত্বের অভিনয়

করিলেন। পুতনা, শম্বরাদি রাক্ষস অশুর, শিশুপালাদি দুর্দর্শ
নরপতি, এবং কুরুক্ষেত্রে নিহত কুরুপক্ষীয় অমিততেজা বীরগণ—
তঁাহার প্রতি দ্বেষ করিয়াও পরম ভাগবতদিগের গতি প্রাপ্ত হইল।
একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বলরামসহ গুট তেজে নন্দব্রজে বাস
করিয়া—‘একাদশসনাঃ গুটার্চিঃ সবলোইবসৎ’—গোপকুলের কলাণ
সাধন জন্ত কালীয় দমন, গোবর্দ্ধন ধারণ, দাবানল পান এবং
ইন্দ্রের ও অয়ঃ ব্রহ্মার গর্ব চূর্ণ করিলেন। সেই গোপবালকের
বেশে কত হাস্য রোদন, কত গোধনচারণ, যমুনার বিহগ-কুজিত
তীর উপদনে বয়ঃপ্রাণের সহিত কত খেলা খেলিলেন, এবং শেষে—

শরচ্ছশিকরৈর্মৃষ্টং মানয়ন্ রজনীমুখম্।

গায়ন্ কলপদং রেমে দ্বীপাং মণ্ডলমণ্ডনঃ ॥ ৩২।৩৪

—রজনীর মুখমণ্ডল শারদ শশি-কিরণে সূমার্জিত দেখিয়া শ্রীমণ্ডলের ভূষণ
স্বরূপ (আমার সেই সখা) মধুব গান করিতে করিতে ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

কংসবধ, বেদাচার্য্য সান্দীপনি মুনিকে দক্ষিণাদান উপলক্ষে
পঞ্চজন নামক দৈত্যের উদরবিদারণ, বহু স্ত্রীলাভ এবং কালএবন
জরাসন্ধ শাস্ত্র প্রভৃতি রাজগণ ও শম্বরাদি অশুর বধাদি, কার্য্যে তিনি
অতুল শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বিছুর, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র-
গণের উভয়পক্ষে যে সকল ভূকম্পনকারী বীরগণ নিহত হন, তাহা
শ্রীকৃষ্ণেরই নিমিত্ত। কিন্তু সুযোধনের উরুভঙ্গজনিত দুর্দশা
দর্শনে তিনি কিছুমাত্র হত হইলেন না। অশ্বখামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে
উত্তরার গর্ভ রক্ষা করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে স্ববাজ্য স্থাপন করেন ও
তঁাহার দ্বারা ক্রমে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করান।
তারপর, সকল ভীষণ প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া দ্বারকাধামে কিছুকাল
নিঃসঙ্কভাবে বিষয়ভোগ করিলেন। পরে গৃহদর্শ্য এবং কাম-
ভোগাদিতে তঁাহার বিরক্তি জন্মিল। পুর-বালকগণ কর্তৃক
মুনিগণের কোপোৎপাদন ও অভিশাপের ছলে, পৃথিবীর অবশিষ্ট
ভার হরণের জন্ত তিনি স্বীয় কুলের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প
হইলেন। তখন বৃষি ভোজ অন্ধকাди সকলেই তঁাহার মায়ায়

মুগ্ধ হইয়া প্রফুল্ল মনে প্রভাস যাত্রা করিল এবং তথায় তাহার পিতৃতর্পণ ও বহু দানপূজাদি সম্পন্ন করিল।

সেখানে সুরাপানে জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া যত্ন বৃষ্টি ভোজকুল পরস্পরের সহারে প্রবৃত্ত হইল। কুল-নাশ আসন্ন বুঝিয়া যত্ননাথ তখন সরস্বতীর সলিলে আচমন করিয়া একটি বৃক্ষমূলে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। বিতুষ্ট, প্রভাস যাত্রার কিছু পূর্বেই তিনি আমাকে বদরীধামে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার গৃঢ় অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার বিরহসহনে অক্ষম হইয়া প্রভাসতীরে তাঁহার অনুগমন করিলাম। অন্বেষণ করিতে করিতে পীতকৌষেয়ধারী প্রশান্তারুণেন্দ্র চতুর্ভূজরূপে আসীন সেই বিশুদ্ধ সঙ্কময় পুরুষকে দেখিতে পাইলাম—একটি তরুণ অশ্বখ তরুর আশ্রয়ে বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ চ্যস্ত করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বসিয়া আছেন। পরাশর-শিষ্য বেদব্যাস-সখা মুনিবর মৈত্রেয় যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে তখন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরম অনুরক্ত ঐ মুনি ভক্তি ও আনন্দ ভরে মস্তক অবনত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সহস্র দৃষ্টি দ্বারা আমার আশ্রিত উপশম করিয়া বলিলেন, হে বশু, আমি তোমার মনের অভিলাষ ডানিতে পাবিয়াছি। এই সময় এই একান্ত প্রদেগে আসিয়া তুমি যে আমার দর্শনলাভ করিলে, ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য। আমি আজ তোমাকে অগ্নির তুষ্প্রাপ্য সাধন প্রদান করিব।—সেই পরমপুরুষের এইরূপ স্নেহসিক্ত সম্ভাষণে আমার শরীর রোমাঞ্চিত ও বাক্য অলিত হইতে লাগিল। কৃতাজলি হইয়া সাক্ষ্যলোচনে বলিলাম, হে ভূমন্, আমি চতুর্বর্গ-কামী নহি, তোমার শ্রীপাদপদ্মের সেবায়ই উৎসুক। তুমি আত্মরহস্য প্রকাশক যে জ্ঞান ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলে (৩২ পৃঃ দেখুন), আমি যদি তাহা গ্রহণের যোগ্য হই, তবে তাহা আমাকে বল।—সেই কমললোচন তখন আমাকে তাঁহার পরমস্থিতিতত্ত্ব উপদেশ করিলেন। তাঁহার পাদতীর্থ আরাধনা করিয়া এইরূপে আমি পরম

আত্মজ্ঞান-মার্গ লাভ করিলাম। পরে, সেই দেবদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বিরহাতুর চিত্তে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তাঁহার প্রিয়তম বদরিকা-মণ্ডলে গমন করিব—‘গমিষ্যে দয়িতং তস্মৈ বদর্য্যাক্রমমণ্ডলং’। —শ্রীশুক বলিলেন, সূহৃদগণের বিনাশবার্ত্তাজনিত দুঃসহ শোক-জ্ঞানযোগে প্রশমিত করিয়া বিদূর বলিলেন, অহে উদ্ধব, বিদ্যুৎ-ভক্তগণ স্বীয় ভক্তগণের সর্ব্বার্থ সাধন করিয়াই বিচরণ করেন। সূতরাং যোগেশ্বর শ্রীহরি তোমাকে যে জ্ঞান উপদেশ করিলেন, তাহা আমাদিগের নিকট বিবৃত কর। তোমার কর্ত্তব্য।—উদ্ধব বলিলেন, বিদূর, মর্ত্ত্যধাম ত্যাগকালে তোমাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য তিনি শ্রীমান্ কৌশারবকেই আদেশ করিয়াছেন। অতএব তুমি সহর তাঁহার নিকট যাও।—যমুনাপুলিনে ভগবৎকথায় সেই রজনী ক্ষণকালবৎ যাপন করিয়া উদ্ধব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সমগ্র যদুকুল বিনষ্ট হইলেও শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে লোকশিক্ষার জন্য এই মরধামে রাখিয়া গেলেন। শ্রীমান্ বিদূরও কালিন্দীতীরে এইরূপে সিদ্ধকাম হইয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে রোদন করিতে করিতে ভাগীরথীর পবিত্রকূলে শ্রীমান্ মৈত্রেয় মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন।

৫-১১ অধ্যায়

মৈত্রেয়, বিদূর

অগাধবোধ শ্রীকৌশারব মৈত্রেয় গঙ্গাদ্বারে সুখাসীন। কুরুশ্রেষ্ঠ বিদূর তাঁহার সৌশীল্যাদিগুণে পরিতৃপ্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার, অবতারের গুণ ও কার্য্য ইত্যাদি বিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপর বলিলেন, ভগবন, লোকে সুখের জন্যই কৰ্ম্ম করে, কিন্তু তাহাতে সর্ব্বত্র কেবল দুঃখই লাভ হয়। শ্রীহরির কথায় শ্রদ্ধাশীল হইলে ক্রমশঃ তাহাতে আসক্তি, অন্য কথায় বিরক্তি এবং তাঁহার শ্রীচরণাবিরেন্দ্র সতত অনুস্মরণে

আনন্দ জন্মে। এই আনন্দই জীবের সমস্ত দুঃখের একান্ত নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। অতএব সুরিগণকথিত এই হরিগুণ-কথা আপনি আমার নিকট বিশদরূপে ব্যক্ত করুন।—মৈত্রেয় প্রীত হইয়া বলিলেন, হে ক্ষত্ৰা, তুমি বাদরায়ণ-বীর্যাজ, সূতরাং শ্রীহরির লীলা শ্রবণে তোমায় এরূপ অনন্তগতা মতি কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। তিনি স্বধামগমনকালে তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়ার জন্য আমার প্রতি আদেশ করিয়া গিয়াছেন। সূতরাং বিশ্বের উদ্ভব স্থিতি ও লয়ের প্রসঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সমগ্র লীলা-কথা আমি আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট বর্ণন করিব।

তখন মুনিবর মৈত্রেয় অতিসুদীর্ঘ নানা প্রস্তাবে বিশ্বের স্থাবর জঙ্গমাদি সকল সত্তার সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের বিবরণ ও প্রকরণ-ভেদ বিবৃত করিলেন। সমস্ত শক্তি একত্র সমাহিত হইয়া প্রথমে এক বিরাট দেহের উৎপত্তি। সেই দেহের নানা অবয়ব হইতে ক্রমশঃ সমস্ত সৃষ্টির প্রকাশ। শ্রীহরির সেই সৃষ্টি-মহিমা অবর্ণনীয়—

যতোহপ্রাপ্য গুবর্তন্ত বাচশ্চ মনসাসহ।

অহঙ্কাগ্ৰ ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩.৬।৩৯

—বাক্যসকল মনের সহিত অন্বেষণ করিয়া বাহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়াছে, আমি এবং অগ্ৰাণু দেবতাগণও বাহাকে জানিতে পারি নাই, সেই শ্রীভগবান্কে নমস্কার।

ব্রহ্মা এই সৃষ্টির অধ্যক্ষ বা অধিপতি। শ্রীবিষ্ণুর নাভিকমল হইতে তাঁহার উৎপত্তি। তিনি শ্রীভগবানের স্তব করিয়া তাঁহা হইতে সৃষ্টিাদির জন্য আবশ্যক দেহাভিমানবিরহিত বিশুদ্ধ জ্ঞান ও শক্তি লাভ করিলেন। কারণ, দেহাভিমানই বিক্ষিপ্ত ও সর্ব্ব দুঃখের মূল।—এইরূপ বলিয়া শ্রীমৈত্রেয় মানবের উৎপত্তির বিবরণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

১২-১৯ অধ্যায়

সনকাদি মুনি, মনু-শতরূপা, জয়-বিজয়, হিরণ্যকশিপু-হিরণ্যাক্ষ

মৈত্রেয় বলিলেন, ব্রহ্মা প্রথমে সনক সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার নামে মুনিগণেব সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন, পুত্রগণ, তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর। কিন্তু ঐ মুনিগণের তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি হইল না। তাঁহারা উর্দ্ধবেতা ও নিষ্ক্রিয় হইলেন। তখন দেবগণেব অগ্রজ নীললোহিত^১ নামে এক কুমাবেব সৃষ্টি হইল। তিনিও তপস্শ্রাব নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। স্তববাং তাঁহাদ্বাবাও প্রজাসৃষ্টি হইল না। ব্রহ্মা পুনরায় তপোনিবত হইলে মরীচি প্রভৃতি দশটী পুত্র উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মাব বদন হইতে বেদ সকলও নির্গত হইল। ঐ দশ পুত্রেব দ্বাবাও সৃষ্টিব বিস্তার হইল না। তখন ব্রহ্মা পূর্বতনু সম্বরণ করিয়া এক নূতন মতি গ্রহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ঐ নূতন মতি আপনা হইতে আশ্চর্য্যাক্রমে দ্বিধা বিভিন্ন হইয়া গেল। তাহাব এক অংশ পুরুষ ও অপরা^২ স্ত্রী হইল। এই পুরুষই মনু এবং এই স্ত্রী তাহাব মহিষী শতরূপা হইলেন। মনু এবং শতরূপা জন্ম গ্রহণ করিয়াই ব্রহ্মাকে কহিলেন, পিতা, কোন্ কর্ম্মেব দ্বান আমরা আপনার যথোচিত সেবা করিব? ব্রহ্মা বলিলেন, তোমরা মিথুনধর্ম্মে পবম্পব উপগত হইয়া সন্তান উৎপাদন ও প্রজাপাদন কর, তাহাতেই আমাব পবম শুদ্ধাবা, তোমাদেব জন্ম সফল, ও ক্রীতগবানেব তুষ্টি নিধান হইবে। ফলতঃ তিনিই সর্ব্বাত্মরূপ, তাঁহাব তুষ্টিতেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি।—তখন ঐ মনু ও শতরূপাব সহযোগে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকৃতি, দেবহুতি ও প্রমৃতি নামে তিন কন্যার উৎপত্তি হইল। ইহাদের সন্তানসন্ততি দ্বারা এই জগৎ পূর্ণ হইল। তদবধি সৃষ্টিতে মিথুন-ধর্ম্মের প্রবর্তন হইল।—মনু তখন ব্রহ্মার নিকট কিঞ্চিৎ বাসস্থান প্রার্থনা করিয়া,

বলিলেন, প্রভু, ধরণী জলমগ্না, আপনি ত্বরায় উহার উদ্ধার জন্ত যত্ন করুন। ব্রহ্মা ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সহসা তথায় এক অদ্ভুত-পরিমাণ বরাহমূর্তির আবির্ভাব হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ মূর্তি এক ভীষণ আকার ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা সেই মূর্তিকে স্বয়ং যজ্ঞপুরুষ ভগবান বিষ্ণু বলিয়া স্থির করিলেন এবং তৎসৃষ্ট ঋষিগণসহ বেদমন্ত্র দ্বারা ঐ মূর্তির স্তব করিলেন। আদিদেব বরাহ এক ভীষণ গর্জন করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সলিল-রাশি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। বরাহদেব তন্মধ্যে ধরণীকে দেখিতে পাইয়া আপন দশন দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষ ঐ সলিল মধ্যে তাঁহার প্রতিরোধার্থ তাঁহাকে ভীষণ গদাঘাত করিল। তিনি অবলীলাক্রমে ঐ দৈত্যের প্রাণ সংহার করিয়া ধরণীকে সেই সলিল রাশির উপরে স্থাপিত করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

বিভূর জিজ্ঞাসা করিলেন, দৈত্যরাহের সহিত কি কারণে ক্রোধগবানের বিরোধ হইল? মৈত্রেয় বলিলেন, পদ্মায়োনি ব্রহ্মা ইতিমধ্যে দেবতা গন্ধর্ব্ব কিন্নর অশুরাদি নানা সৃষ্টি করেন। মনুকণ্ডা প্রসূতির গর্ভে ত্রয়োদশ কণ্ডা হয়। মহামুনি কণ্ডাপের নিকট সেই ত্রয়োদশ কণ্ডা সম্প্রদান করা হইল। তাঁহাদের একজনের নাম দিতি। দিতির গর্ভে কণ্ডাপের দুই পুত্র জন্মে। দিতির কোন গুরুতর অপরাধের জন্ত কণ্ডাপ তাঁহাকে অভিশাপ করেন যে তাঁহার গর্ভজাত দুই পুত্র সর্বলোকতাপন দুইটি দুর্দান্ত দৈত্য হইবে, তাহারা হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে আখ্যাত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু দ্বারা নিহত হইবে, কিন্তু হিরণ্যকশিপুর এক পুত্র মহাভাগবত ও সকল মহতের মহীয়ান্রূপে ত্রিজগতে পরম প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে (৭ম স্কন্ধ দেখুন)।

ব্রহ্মার প্রথমজাত পুত্র সনকাদি মুনি চতুষ্টয় একদা যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে করিতে বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইলেন। তাঁহারা

ঐ ধামের সপ্তম দ্বারে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্রাকৃতি নগ্ন ও অসংস্কৃতবেশ দেখিয়া জয় ও বিজয় নামে ঐ দ্বারের দুই দ্বারপাল প্রবেশ নিষেধ করিয়া বেত্রোত্তোলন করিলেন। মুনিগণ এই অনুচিত আচরণের সমুচিত দণ্ড দেওয়ার জন্য ঐ দ্বারপালদিগকে অভিশাপ কবিলেন, ‘তোমরা পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হও।’ শ্রীবিষ্ণু তাহা জানিতে পারিয়া লক্ষ্মীসহ তথায় উপস্থিত হইয়া এই দণ্ডের অনুমোদন করিলেন, কিন্তু দ্বারিদয়কে বলিলেন, তোমরা যথাকালে পুনরায় স্বপদ প্রাপ্ত হইবে।—ইহারাই সনকাদি মুনিশাপে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামক দুই অমুরভ্রাতা রূপে কণ্ডপপত্নী শাপগ্রস্তা দিতির গর্ভে জন্ম নেন।

জ্যেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু মহা উদ্ধত, কিন্তু তপোবলে ব্রহ্মার বরে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। সে সমস্ত লোক আপনার পদানত করিল। কনিষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ গদা হস্তে স্বর্গ আক্রমণ করিয়া দেবতাগণকে সন্ত্রস্ত ও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিল। যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া ঐ অমুর জলক্রীড়া জন্য সাগরে প্রবেশ করিল। সেইখানেই বরাহদেবের সহিত যুদ্ধে সেই মহাদৈত্য নিহত হয়। (৪১ পৃঃ দেখুন)

[২০ অধ্যায়—সৃষ্টি প্রকরণ]

২১—২৪ অধ্যায়

কর্দম দেবহুতি, কপিল

এদিকে ব্রহ্মা-সৃষ্ট কর্দম নামে প্রজাপতি সন্তানোৎপাদন জন্য আদিষ্ট হইয়া প্রজাকাননায় সরস্বতীতীরে দুশ্চর তপস্যায় ব্রতী হইলেন। ভগবান বিষ্ণু প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, বৎস, আমি তোমার জন্য সমস্ত সংযোগ স্থির করিয়া রাখিয়াছি। ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশের আদিরাজ স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার কন্যা দেবহুতিকে তোমার নিকট সম্প্রদান করিবেন। তুমি সেই কন্যার গর্ভে যে সকল কন্যা উৎপাদন করিবে, তাহাদের বহু সন্তান জন্মিবে।

আমি স্বয়ং তোমার গুহে দেবহুতির গর্ভে আবির্ভূত হইয়া জগতে
তত্ত্ব সংহিতা প্রচার করিব।

ঈশ্বর সম্যগনুষ্ঠায় নির্দেশং ম উশত্তমঃ।

ময়ি তীর্থীকৃত্যশেষক্রিয়ার্থো মাং প্রপৎস্বসে ॥

কৃত্বা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্তা চাভয়ম্ আশ্ববান্।

মধ্যাশ্বানং সহ জগৎ দ্রক্ষ্যন্তাশ্বানি চাপি যাম্। ৩২১.৩০-৩১

—তুমি আমার আদেশ গম্যকরূপে পালন করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া
সকল কর্মের ফল আমাতে সমর্পণ কর, তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে।
জীবে দয়া ও সর্বভূতে অভয়দান করিও, তাহা হইলে তুমি নিজকে ও সমস্ত
জগৎকে আমাতে একীভূত দেখিতে পাইবে।

ঋষিবর কর্দম কালপ্রতীক্ষায় ঋষিনিদী সরস্বতীর সলিলাভিষিক্ত
বিন্দুসরোবরতীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল মধ্যেই নারদের মুখে ঐ ঋষির গুণশীলাদি অবগত
হইয়া মনু অনুচর সহ স্বীয় কন্যা দেবহুতিকে লইয়া সেই আশ্রমে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহার সমুচিত পূজা করিয়া কন্যা-
দানের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। কর্দম প্রীত হইয়া মনুর মনস্কামনা
পূর্ণ করিলেন এবং দেবহুতিকে স্বীয় ভাৰ্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন।
মনু ব্রহ্মাবর্তদেশে স্বপুরী বর্হিষ্মতীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

যথাকালে দেবহুতি কয়েকটা কন্যা প্রসব করিলেন। কর্দম
তখন প্রব্রজ্যাবলম্বনে উদ্যোগী হইলে দেবহুতি বলিলেন, ভগবন্,
আমি এতকাল ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হইয়া মুক্তির ইচ্ছামাত্রও
করি নাই। এক্ষণে আমাকে অভয়পদ প্রাপ্তির উপদেশ করুন।
ঋষি কহিলেন, রাজপুত্রি, তুমি খেদ করিওনা। শ্রীভগবান্ স্বয়ং
অচিরেই তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং ব্রহ্মোপদেশ দ্বারা
তোমার সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিবেন। ব্রহ্মাও আসিয়া ঐরূপ
আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তোমাদের ঐ পুত্র কপিল নামে সাংখ্যা-
চার্য্যগণ কর্তৃক পূজিত হইবেন। ব্রহ্মার নির্দেশ অনুযায়ী কর্দম ও
দেবহুতি কন্যাগণকে প্রজা উৎপাদনের নিমিত্ত মরীচি প্রভৃতি

মুনিগণের নিকট সমর্পণ করিলেন। কৰ্দম তখন নিজ গৃহে পুত্ররূপে অবতীর্ণ শ্রীভগবানের নিকট গিয়া তাঁহার স্তব করিলেন এবং প্রব্রজাগ্রহণে তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীভগবান্ কপিল বলিলেন, আত্মজ্ঞানের মার্গ কালক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে, আমি তাহার পুনঃ প্রবর্তন জন্য এই দেহ ধারণ করিয়াছি। তুমি এক্ষণে—

গচ্ছ কামং ময়াপৃষ্ঠো ময়ি সন্যস্তকশ্মণা ।

জিস্ত্বা স্তুৰ্জ্যং মৃত্যুমমৃতত্বায় নাং ভজ ॥

মামাত্মানং স্বয়ংজ্যোতিঃ সৰ্গভূতগুহ্যশব্দম্ ।

আত্মত্বেবাত্মনান্নোক্ষন্ বিশোকোহভয়মুচ্ছসি ॥ ৩২৪।৩৮-৩৯

—এখন যথা ইচ্ছা গমন কর, আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া তুর্জ্য মৃত্যু জয় করিয়া অমৃতত্ব লাভের নিমিত্ত আমার ভজনা করিও। তাহা হইলে স্বপ্রকাশ সৰ্গভূতান্তর্গামী আমাতে আত্মা দ্বারা নিজ আত্মাকে অবলোকন করিয়া নির্ভয় ও বীতশোক হইবে।

পিতঃ, মাতা দেবতৃতিকে আমি এই আত্মবিজ্ঞা প্রদান করিয়া অভয় পদ প্রাপ্ত করাইব।—কৰ্দম ইহা শুনিয়া শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীতমনে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন, এবং

ব্রতং স আস্থিতো মৌনমায়ৈকশরণো নুনিঃ ।

নিঃসঙ্গোব্যচরং ক্ষৌণীমনগিরনিকেতনঃ ॥ ৩২৪।১২

—এইরূপে সেই নান পরমাত্মার শরণাপন্ন হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করতঃ অগ্নি ও নিকেতন সকলই ত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন।

২৫-৩৩ অধ্যায়

দেবহুত কপিল

কপিল মাতার সহিত বিন্দুসবোবরের তীরেই বাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার উক্তি স্মরণ করিয়া একদা দেবহুতি পুত্রের নিকট আসিয়া বলিলেন, হে ভূমন্, আমি ইন্দ্রিয়াভিলাষে

মোহাক্ষ। আমার অহং-মমায়ক সম্মোহ দূর করিয়া দেও,
তোমার শরণ লইলাম। মাতার কথায় আনন্দে ঈষৎ হাস্য করিয়া
কপিল বলিলেন,

চেতঃ খলুশ বন্ধায় নুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।

গুণেষু শক্তং বন্ধায় রতং বা প্ৰসি নুক্তয়ে ॥ ৩২৫ ১৫

—চিন্তাই আত্মার বন্ধন ও মূর্তির একমাত্র হেতু। চিত্ত গুণদগৃহে আসক্ত
হইলে বন্ধের, এবং পরমপুরুষে আগত হইলে মুক্তির কারণ হয়।

যোগের দ্বারা অহংমমাভিমান দূর হইলেই চিত্ত শুদ্ধ ও প্রকৃতি
হীনতেজ হয়, এবং পরমাত্মা অখণ্ডজ্যোতি স্বরূপে প্রকাশিত হন।
যাঁহারা সঙ্গমুক্ত, সকল জীবের সুহৃদ, আমার কথা শ্রবণ কীর্তন
ও আমাতে দৃঢ়া ভক্তি করেন, তাহাদের সঙ্গ করিলে সকল বন্ধন
ভিন্ন ও সকল সন্তাপ দূরীভূত হয়। অতএব তাহাদের সঙ্গই
তোমার বাঞ্ছনীয়।—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবায়সংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাম্বপবর্গবয়ানি শ্রীমদাতিভক্তিরম্মক্রমিয়ার্য্য ৩ ॥ ৩২৫১২৫

—সাধুদিগের সংসর্গে আমার মাহাত্ম্যের প্রকাশক হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। সেই সমস্ত কথার শ্রবণাদি দ্বারা অবস্থানিবৃত্তির পথ
স্বরূপ শ্রীভগবানে শীঘ্রই শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তি জন্মিয়া থাকে।

আমার লীলার অনুচিন্তন-জনিত ভক্তির দ্বারা জীপ এই দেহেই
আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে।—দেবহুতি বলিলেন, কি প্রকার
ভক্তি দ্বারা আমি অনায়াসে তোমাকে পাইব? আর, তুমি যে
যোগের কথা বলিলে, তাহাই বা কিরূপ? কপিল বলিলেন,—

সদ্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকো তু যা।

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধৈর্গরীয়সী।

নৈকায়তাং মে স্পৃহয়ন্তি কোচন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ ॥ ৩২৫১৩২, ৩৪

—শুদ্ধসদ্ব শ্রীহরির প্রতি জ্ঞানোন্মিয় সমূহের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ,
তাহাই অহৈতুকী ভাগবতী ভক্তি এবং তাহা নুষ্টি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।
কেহ কেহ আমার পাদসেবাপরায়ণ হইয়া এবং আমাতে সর্বকর্ম সমর্পণ
করিয়া আমার সহিত একায়তাও ইচ্ছা করেন না।

যাহারা আমাকে এরূপ ভক্তি করেন,—

পশুস্তি তে মে ঋচিরাণ্যস্ব সন্তঃ প্রসন্নবক্তারুণলোচনানি ।

রূপানি দিব্যাণি বরপ্রদানি সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি ॥ ৩১২৫১৩৫

—জননি, তাঁহারা আমার সুন্দর প্রসন্নমুখ ও অরুণলোচনযুক্ত দিব্য বরদ রূপ সকল দর্শন করেন এবং ইচ্ছামত বাক্যালাপও করিয়া থাকেন ।

এবং নিষ্কাম হইলেও তাঁহারা আমার গতিই প্রাপ্ত হন—
‘অনিচ্ছতোগতিরথীং প্রযুক্তে’ । ভক্তিই জীবের নিঃশ্রেয়সের উপায় ।

[ভক্তি ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীভগবান কপিলদেব মাতার অপর প্রশ্ন ‘যোগ’ বা তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন । সাংখ্যতত্ত্ব সকলের পৃথক পৃথক লক্ষণ যাহা জানিলে মানব প্রকৃতির গুণ হইতে মুক্ত হয়, পুরুষ-প্রকৃতির জ্ঞান দ্বারা কিরূপে মোক্ষলাভ হয়, অষ্টাঙ্গ যোগে কিরূপে নিক্রপাধি স্বরূপের জ্ঞান হয়, কালের প্রভাব ও সংসারের ঘোরতর, অধার্মিকদের তামসী গতি, নরযোনিপ্রাপ্তি, জীবের উর্দ্ধগতি ও পুনরাবুত্তি—ক্রমশঃ এই সকল গভীর তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলেন ।]

কপিলের বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া জননী দেবহুতির মোহাবরণ দূরীভূত হইল । তখন তিনি শ্রীভগবানের স্তব করিয়া বলিলেন,

অহোবত স্বপচোহতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যং ।

তেপুস্তপস্তে জুহবুঃ সন্মুরার্য্যা ব্রহ্মানুচূর্ণাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৩১৩০৭

—তোমার নাম যাহার জিহ্বাগ্রে থাকে, সে চণ্ডাল হইলেও শ্রেষ্ঠ, যাহারা তোমার নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত তপস্তা হোম ও তীর্থ-স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই ষথার্থ সদাচারী ও সার্থক বেদাধ্যায়ী ।

কপিল বলিলেন, মাতঃ, আমার উপদেশ সম্যক অনুষ্ঠান করিলে অগৌণেই আপনি পরা গতি লাভ করিতে পারিবেন ।—মাতার অনুমতি লইয়া কপিল তখনই তথ্য হইতে প্রশ্রয় করিলেন । দেবহুতিও যোগযুক্ত হইয়া সরস্বতীর মুকুট স্বরূপ সেই আশ্রমে থাকিয়া সমাধি অভ্যাস করিতে লাগিলেন । তাঁহার কুক্ষিত কেশ জটিল, বর্ণ কপিল, দেহ সধূম পাবকবৎ, বুদ্ধি ব্রহ্মে স্থিত ও নিরন্তর

লাভ হইল। তিনি অচিরেই নিত্যমুক্ত আত্মাকে প্রাপ্ত হইলেন। মহাযোগী কপিল পিতার আশ্রম হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি সিদ্ধ চারণ মুনি অপ্সরাগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া ছিলেন। সমুদ্র তাঁহাকে অর্ঘ্য ও বাসস্থান দান করিয়াছিলেন। তিনি অত্মাপি ত্রিলোকের কল্যাণার্থ যোগে সমাহিত হইয়া আছেন, সাংখ্যাচার্য্যগণ অত্মাপি তাঁহার স্তুত করিয়া থাকেন।

চতুর্থ স্কন্ধ

১-৭ অধ্যায়

দক্ষ, শিব, সতী

মনু ও শতরূপার কণ্ঠ্য প্রসূতি প্রজাপতি দক্ষের ভাৰ্য্যা হন। দক্ষ ও প্রসূতির সতী নামে এক কণ্ঠ্য হয়, দক্ষ তাহাকে দেবদেব শঙ্করকে সম্প্রদান করেন।

বিশ্বস্রষ্টাদের এক মহা যজ্ঞে দেব মহর্ষি ও মুনিগণ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি দক্ষও আমন্ত্রিত হইয়া সেই সভা গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলে সকলেই সসম্মানে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব আসন ত্যাগ করিলেন না। দক্ষ তাহাতে শিবের প্রতি রুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম ও শঙ্করের দিকে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, দেখুন, এই নিলজ্জ শিব আমার জামাতা, সূতরাং শিষ্যস্থানীয়। অভিবাদন দূরে থাক, বাক্য দ্বারাও আমার প্রতি সাধুজনোচিত কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিল না। ভূতপ্রেতসহ শ্মশানে নৃত্য হাস্য রোদন ইহার স্বভাব, নরাস্তি ও চিতাভস্ম ইহার ভূষণ।—এই বলিয়া তিনি শঙ্করকে অভিশাপ করিলেন, যে সে দেবগণের সঙ্গে কখনও কোন যজ্ঞভাগ পাইবে না। উপস্থিত কেহ দক্ষের এই অভিশাপের কোন প্রতিবাদ করিলেন না। শিবানুচর নন্দীশ্বর তাহা শুনিয়া

দক্ষকে প্রত্যভিশাপ করিলেন, দেহাভিমানী এই পাষণ্ড ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হউক, শিবদেবী বেদবাদী ব্রাহ্মগণ অতঃপর যাচ্ঞা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করুক।—ভৃগু আবার ইহা শুনিয়া শঙ্করের অনুচরগণকে অভিশাপ করিলেন, সর্বলোকহিতকর সনাতন বেদপন্থার নিন্দকগণ সুরাসক্ত ও পাষাণ্ডাশ্রিত হউক।—শঙ্কর এই সকল উক্তি প্রত্যাশ্রিত শুনিয়া বিমনা হইয়া অনুচরগণ সহ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মা কর্তৃক সমস্ত প্রজাপতিগণের আধিপত্যে বৃত্ত হইয়া মহাগর্ষিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বৃহস্পতি নামে এক সূমহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন! দেব ঋষি ও তাঁহাদের পত্নীগণ সকলেই বেশভূষায় নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া বিমানযোগে সেই যজ্ঞে আসিতে লাগিলেন। দক্ষ পূর্বদরোষবশতঃ শিব বা সতীকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। দাক্ষায়ণী তখন স্বামীকে বলিলেন, দেব, পিতৃগৃহে কন্যার নিমন্ত্রণের প্রয়োজন কি? স্নেহময়ী মাতা ভগিনী মাতৃস্বসাগণকে দেখিবার জন্য আমার চিত্ত বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। আপনি সর্বত্যাগী, বন্ধুবিরহ কখনও অনুভব করেন নাই। অনুমতি করুন, আমি পিতৃগৃহে গমন করি। শম্ভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, সূশোভনে, যাহার চিত্ত দেহাভিমাণে কলুষিত হয় নাই, আহুত না হইয়াও এমত কুটুম্বের গৃহে যাইতে দোষ নাই। দেখ, প্রাজ্ঞব্যক্তি পরমপুরুষ ভগবানকেই অভিবাদন করেন, দেহাভিমানীগণকে কখনও অভিবাদন করেন না। আমি ও দক্ষের প্রতি তদ্রূপ আচরণই করিয়াছি। কিন্তু মহতের তেজ তাহার নিকট অসহ। আমার সহিত সম্বন্ধবশতঃ পিতার নিকট তুমি সম্মান লাভ করিতে পারিবে না। কুটুম্বের দুর্বাক্য বড়ই ক্লেশকর—

সম্ভাবিতস্ত স্বজনাং পরাভবো যদা স সন্তো মরণায় কল্পতে। ৪।৩।২৫

—স্বজনের নিকটে অবমাননা সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যুতুল্য।

সতী নিতান্ত দুঃখনা ও পরিশেষে ক্রুদ্ধা হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপর মোহবশতঃ বুদ্ধিব্রষ্টা হইয়া, যিনি

স্নেহ নিবন্ধন তাঁহাকে স্বীয় অর্দ্ধ অঙ্গ দান করিয়াছিলেন, সেই স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে সহসা নিজ্জান্ত হইয়া গেলেন। ত্রিলোচনের অনুচরগণ তাহা দেখিয়া বুঝ আনিয়া সতীকে তত্পরি আরোহণ করাইলেন এবং নানা বাঘ ও দ্রব্য-সম্ভারসহ তাঁহার অনুগমন করিলেন। সতী পিতার যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিলে মাতা ও ভগিনী ব্যতীত অন্য কেহ, এমন কি পিতা দক্ষও, তাঁহার কোন সমাদর করিলেন না। সতী দেখিলেন, যজ্ঞভাগে নিবের কোন অংশ নাই। তাঁহার অনুচরগণ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞনাগে উদ্ভূত হইলে সতী তাহাদিগকে নিবারিত করিলেন। শ্রীদেবী লোকধ্বংসকারী কোপে—‘চুকোপ লোকানিব ধন্যতী রুবা’—পিতাকে বলিলেন,—

ন যন্তলোকে স্ত্যাদিশায়ঃ প্রি স্ত্যাদিপ্রিয়ো দেহভূনাং প্রিয়ান্বনঃ ।

তস্মিন্ সমস্তান্নি মুক্তবৈবকে স্বাভবন্তঃ কতমঃ প্রীপয়েৎ ॥ ৪।৪।১০

—ইহলোকে যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, যাহার প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নাই, যিনি দেহিগণের আনুতুল্য প্রিয়, যিনি সর্বভূতের আত্মা, তিনি সর্ববৈরিণী হইতে মুক্ত, আপনি যিনি তত্ত্ব কে তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিবে? আপনার ঐশ্বর্য্য এই যজ্ঞশালায় আবদ্ধ। ভোজনাস্থেয়ী দেবতা ও মানবগণই তাহাতে তৃপ্ত থাকেন এবং ঐরূপ ঐশ্বর্য্যকে বহুমান করেন। দেবদেব মাতার দেবঋষিবাঞ্ছিত অগ্নিমাди পদানত করিয়াছেন, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয় ধর্ম্মই তাঁহার অনুগত। আপনি এই তুচ্ছ ঐশ্বর্য্যে অসুয়াপরবশ হইয়া সেই মহেশ্বরের সকল ধর্ম্মই দোষ দেখিয়া তাঁহাকে নিয়ত ঘেঁষ করিতেছেন। অতএব

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প স্তৈশ পশ্মাবিধ্যাশ্চিভিনুভিরস্তমানে ।

চিন্দ্রাং প্রসহ্য কুবাকীমসতাং প্রভুশ্চং দিহ্বামস্থনি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ ॥

—উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি যদি ধর্ম্মরক্ষক নিজ প্রভুর নিন্দা করে, তবে সামর্থ্য থাকিলে তখন সেই অসতের দূষিত জিহ্বাকে ছেদন করা উচিত, নচেৎ নিজের প্রাণত্যাগ করা উচিত, তাহাও না পারিলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। ৪।৪।১৭

সুতরাং আপনার অঙ্গোৎপন্ন এই ঘণিত দেহ আমি মৃত দেহের
 ত্রায় এখনই ত্যাগ করিব।—এই বলিয়া সতী উদ্ভরাঙ্গা হইয়া
 ভূমিতলে উপবিষ্টা হইলেন এবং আচমনপূর্বক পীতবসনে দেহ
 আচ্ছাদিত করিয়া যোগপথের পথিক হইলেন। সমাধিজাত
 অগ্নিদ্বারা তাঁহার দেহ সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আকাশে
 ও ভূমিতলে সুমহান্ হাহাকার উখিত হইল। দেবীর অনুচরগণ
 দক্ষকে বধ করিতে অস্ত্র উদ্ধত করিলেন। তখন ভৃগুমুনি
 মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যজ্ঞানলে আহুতি প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ
 ঋভু নামক সহস্র সহস্র দেবগণ সেই অগ্নি হইতে উখিত হইয়া
 শিবানুচরগণকে প্রহার দ্বারা বিতাড়িত করিয়া দিল।

ভগবান্ রুদ্র নারদের মুখে সতীর দেহত্যাগ ও ঋভুগণ দ্বারা
 স্বীয় অনুচরগণের পরাভবব্তান্ত শুনিয়া দোষে উদ্দীপ্ত হইয়া
 সহসা স্বীয় জটীর একাংশ ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন।
 তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ বীরভদ্র নামে অতিকায় ভীষণদর্শন এক
 মূর্তির আবির্ভাব হইল। সানুচর বীরভদ্র গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া
 মহাবেগে দক্ষের যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিল এবং পশুমারণ অস্ত্রের
 দ্বারা দক্ষের মস্তক তাহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

দেবতাগণ স্তম্ভিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গেলেন। তাঁহারা
 অলকাপুরী অতিক্রম করিয়া সৌগন্ধিক নামক উপবনে বীরাসনে
 উপবিষ্ট, ঋষিগণস্তুত, নারদের প্রতি বোদোপদেশ-দান-রত
 ভগবান্ কৈলাসপাদিকে দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর
 মস্তক অবনত করিয়া পরস্পরকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মা সেই
 দেবদেবের হৃদয় করিয়া বলিলেন, আপনি একাধারে শিব ও
 শক্তিরূপে সৃষ্টি স্থিতি সহায়, এবং দক্ষকে সূত্রমাত্র করিয়া
 বর্ণাশ্রমের সেতু স্বরূপে যজ্ঞের ও জীবের সর্বপ্রকার শুভাশুভের
 বিধান করিয়াছেন। তথাপি, দক্ষযজ্ঞে এ বিপর্যায় কেন?
 দেব, এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া সেই যজ্ঞের ও দক্ষাদি সকলের নষ্ট
 দেহের উদ্ধার সাধন করুন এবং নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন।

আশুতোষ কহিলেন, ব্রহ্মন্, মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাকে এই দণ্ডের বিধান করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে দক্ষ ছাগমুণ্ড ও ভৃগু ছাগশ্মশ্রু প্রাপ্ত হউক এবং অন্যান্য দেবতা ও মুনিগণের অঙ্গবৈকল্য দূরীভূত হউক। দেবগণের অনুরোধে শিব যজ্ঞস্থানে গমন করিলেন। দক্ষ পুনর্জীবিত হইয়া শিবের স্তব করিয়া বলিলেন, আমার সমুচিত দণ্ডলাভ হইয়াছে, এক্ষণে আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। তখন যজ্ঞ পুনরায় আরম্ভ হইল। দোষ-শুদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণগণ ত্রীবিধঃ সম্বন্ধীয় হোম করিলেন। যজ্ঞেশ্বর ত্রীহরি তখন স্বীয় প্ৰভায় দিগ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া গরুড়-পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া যজ্ঞস্থলে উদিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে সমস্ত্রমে গাত্তোথান করিলেন, এবং প্রথমে দক্ষ, পরে যথাক্রমে ঋদ্ধিক সদশ্য রুদ্র ভৃগু ব্রহ্মা ইন্দ্র ঋষিগণ সিদ্ধগণ দক্ষপত্নী প্রমুখি অগ্নি বিজাধর ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্তব করিলেন। ত্রীভগবান কহিলেন, আমি এক, ব্রহ্মা শিব আমারই রূপ, স্বতন্ত্র সত্তা নহে।—

ত্রয়াণামেকভাবানাস যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।

সর্বভূতানাম্ ব্রহ্মন্ স শাস্ত্রমনিগচ্ছতি ॥ ৭।৭।৫৪

—ব্রহ্মন্, সর্বভূতের আত্মা স্বরূপ একভাবে পন্ন স্বরূপত্রয়ে যিনি ভেদদৃষ্টিতে না দেখেন, তিনিই শাস্ত্র-নাভ করেন।

দক্ষ ভগবান্ ত্রীহরির অর্চনা করিয়া রুদ্রকে যজ্ঞভাগ দিলেন, ও ঋদ্ধিকগণ সহ যজ্ঞ-সমাপনমুহুর্তক অবভূথ স্নান করিলেন। দেবগণ দক্ষকে ‘ধর্ম্মে মতি হউক’ এই বরদান করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।—দক্ষনন্দিনী সত্তা পরে হিমালয়পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় ত্রীশম্বুকেই ভজনা করিয়াছিলেন।

৮- ১২ অধ্যায়

উত্তানপাদ, ঋত, নরদ মনু

মনু ও শতরূপার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে যে দুই পুত্রের কথা বলিয়াছি (৪০ পৃঃ দেখুন), উক্তদ্বয়ে উত্তানপাদের দুই দ্বী, সুরুচি ও সুনীতি। সুরুচির গর্ভে উত্তম ও সুনীতির গর্ভে ঋব নামে পুত্র জন্মে। সুনীতি অপেক্ষা সুরুচি পাত্রের অধিকতর প্রিয় ছিলেন। একদা উত্তমকে রাজকোড়ে উপবিষ্ট দেখিয়া ঋবও পিতার কোড়ে উঠতে চাহিলেন। সুরুচি বলিলেন, ঋব, তুমি আমার সপত্নীগর্ভজাত, সূতরাং রাজসিংহাসনে তোমার স্থান নাই। শ্রীহরির তপস্যা দ্বারা আমার গর্ভে আসিয়া জন্মিতে পারিলে তবে ঐ তুল্লভ স্থান লাভ করিতে পার।—শিশু ঋব বিমাতার এই মর্গভেদী বাক্যবাহে আহত হইয়া কঁাদিতে কঁাদিতে মাতার নিকট গেলেন। সুনীতি তাঁহাকে বলিলেন, বৎস, আমি নিতান্ত দুর্ভাগা, রাজার অপ্রিয়। বিমাতা তোমাকে ঠিকই বলিয়াছেন যে একান্ত চিন্তে শ্রীহরির উপাসনা ছাড়া তোমার রাজসিংহাসন লাভের আর কোন উপায় নাই।—ঋব মাতার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। তখন দেবর্ষি নারদ ঋবের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, বৎস, তুমি এমনে মাত্র পঞ্চম বর্ষীয় বালক, তোমার আবার সম্মান অসম্মান কি? কর্মই সুখ দুঃখের বীজ, দৈব যাহা দেন তাহাতেই তৃপ্ত থাকা উচিত। তপস্যা অতি দুষ্কর, শ্রীভগবান্ও অতীব হুস্প্রাপ্য। অতএব তুমি নিবৃত্ত হও, গৃহে ফিরিয়া গিয়া সদাচরণ দ্বারা সকলকে তুষ্ট কর।—ঋব বলিলেন, প্রভু, দুর্কিনীত ক্ষত্রিয়-স্বভাববশতঃ বিমাতার দুর্ব্বাক্যবিন্দ আমার হৃদয়ে আপনার এই সত্বপদেশ স্থান পাইতেছে না। আপনি আমাকে আমার অভিলষিত পথ দেখাইয়া দিন।—নারদ বলিলেন, বৎস, আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম। তুমি ঠিকই বলিয়াছ, শ্রীহরির পদসেবাই এক মাত্র পথ। তুমি যমুনাতীরবর্তী মধুবনে গমন কর।

সেখানে সেই সর্বোৎকৃষ্টমোহর হরি নিত্য অবস্থিত, তিনি মৃদুমন্দ হাস্তে ও অনুরাগরঞ্জিত দৃষ্টি দ্বারা ভক্তগণকে নিয়ত কৃপা করিতেছেন। আমি তোমাকে একটি সিদ্ধ মহামন্ত্র প্রদান করিতেছি, এই মন্ত্র দ্বারা নিরন্তর একাগ্রচিত্তে তাঁহার অর্চনা করিবে।—তখন নারদ তাহাকে ‘ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়’, এই মন্ত্রটী প্রদান করিলেন। ঋব নারদের বাক্যানুসারে মধুবনে প্রস্থান করিলেন। শ্রীনারদ উত্তানপাদের নিকট গিয়া শিশু পুত্র ঋবের বিরহে সন্তপ্ত রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন।—

মা মা শুচঃ স্বতনয়ঃ দেবগুপ্তং বিশাম্পতে ।

তৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় প্রাবুঙ্ক্তে যদ্যশোজগৎ ॥ ৪।৮।৬৮

—হে রাজন্, তোমার পুত্রকে দেবতারা রক্ষা করিতেছেন। তাহার জন্ম শোক করিও না। তুমি তাহার প্রভাব বুঝিতে পারিতেছ না। তাহার যশে জগৎ পূর্ণ হইতেছে।

ঋব প্রথম পাঁচ মাসেই কঠোর হইতে কঠোরতর, ক্রমে অতীব তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রাণায়ামসাধনায় লোক সকল শ্বাসকষ্টে পীড়িত হইয়া উঠিল। তখন দেবগণ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন।

শ্রীহরি তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া মধুবনে আসিয়া বালক ঋবকে দেখা দিলেন। ঋব, সহসা তাঁহার হৃদয় মধ্যে অবস্থিত রূপ অন্তর্হিত হইল দেখিয়া, চম্ভুরাশ্রীলন করিলেন। সম্মুখেই সেই মনোমোহন রূপ উপস্থিত দেখিয়া প্রথমেই দণ্ডবৎ, পরে যেন চক্ষুদ্বারা পান, মুখ দ্বারা চুম্বন ও বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। ঋব অতি বালক, স্তব করিতে আকাজক্ষা হইল, কিন্তু স্তব জানেন না। শ্রীভগবান তখন বেদময় শব্দদ্বারা তাহার কপোলদেশ স্পর্শ করিলেন। ভক্তিগদগদ চিত্তে ঋব তখন ভগবানের স্তব করিলেন। শ্রীহরি প্রীত হইয়া বলিলেন, হে সুব্রত, তুমি বহুকাল পিতৃত্যক্ত রাজ্য শাসন করিবে। তোমার ভ্রাতা মৃগয়ায় গমন করিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইলে তোমার

বিমাতা সুরুচি তাহার অনুসন্ধানে গিয়া দাবানলে দগ্ধ হইবে। ‘ঋবলোক’ নামে একটি লোক তোমাকে দান করিতেছি, তুমি অন্তিমকালে আমাকে স্মরণ করিয়া সেই লোকে গিয়া আমার নিজধামে প্রবিষ্ট হইবে।—এই বলিয়া তিনি ঋবকে নিজ পদ দান করিয়া স্বধামে গমন করিলেন। ঋব অনতিশ্রীত চিত্তে শ্রীভগবানের নির্দেশানুযায়ী পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, অহো, আমি কি মন্দভাগ্য, রাজাধিরাজের নিকট আমি সতুষ তণ্ডলকণা প্রার্থনা করিলাম!—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন,—

ন বৈ মুকুন্দশ্চ পদারবিন্দয়ো রজ্জোজুষস্তাত ভবাদৃশা জনাঃ ।

বাঞ্ছাস্ত তদাস্তমৃতেহর্থমাস্থনো যদৃচ্ছয়ালব্ধ মনঃসমৃদ্ধয়ঃ ॥ ৪।৯।৩৬

—তাত বিত্তর, তোমার গ্রায় ঐহারা মুকুন্দের পাদরঞ্জের ভজনা করেন, তাঁহারা তাঁহার দাশ্য ব্যতীত আর কিছুই চাহেন না। যাহা কিছু যদৃচ্ছাক্রমে আসে, তাহাতেই তাঁহারা সতত প্রসন্ন থাকেন।

রাজা উত্তানপাদ ঋবকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বার্ককে বনে গমন করিলেন।

ঋব শ্রীহরির নির্দেশমত রাজ্য পালনে ব্রতী হইলেন। ভ্রাতা উত্তম যুগয়ায় গিয়া এক যক্ষ কর্তৃক নিহত হইলে তাহার মাতা সুরুচিও তাহার অনুসন্ধানে গিয়া নিহত হইয়াছেন শুনিয়া মহারাজ ঋব দুষ্কৃতকারী যক্ষগণের দণ্ডবিধানার্থ চতুরঙ্গিণী সেনাসহ কুবেরপুরী অলকা আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইল। পিতামহ মনু ইহা দেখিয়া মহর্ষিগণসহ তথায় আগমন করিলেন এবং বলিলেন,—

।নায়াং মার্গো হি সাধুনাং হৃষীকেশানুবর্তিনাম্ ।

।যদাস্থানং পরাগগৃহ পশুবদ্ধভূতবৈশসম্ ॥ ৪।১১।১০

।ন চৈতে পুত্রক ভ্রাতুর্হস্তারো ধনদানুগাঃ ।

।বিসর্গাদানয়োস্তাত পুংসো দৈবং হি কারণম্ ॥ ৪।১১।২৪

তমেনমজ্জাশ্চনি মুক্তবিগ্রহে ব্যাপাশ্রিতং নিগুণমেকমক্ষরম্ ।
 আস্থানমধিচ্ছ বিমুক্তমাশ্রদৃগ্ যশ্মিন্দং ভেদমসৎ প্রতীয়তে ॥
 স্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ ।
 ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিজ্ঞাগ্রস্থিং বিভেৎস্তসি মমাহমিতি প্রকৃতম্ ॥
 সংযচ্ছ রোষং ভদ্ৰং তে প্রতীপং শ্রেয়সাং পরম্ ।
 ঐতেন ভূয়সা রাজন্নগদেন যথাময়ম্ ॥
 যেনোপমৃষ্টাং পুরুষাল্লোক উদ্বিজতে ভূশম্ ।
 ন বৃধস্তদ্বশংগচ্ছেদিচ্ছন্নভয়মাশ্রয়নঃ ॥ ৪।১।১২৯—৩২

—দেহকে আত্ম জ্ঞান করিয়া পরস্পরকে হত্যা করা পশুর কার্য। হৃষীকেশের অনুবর্তী সাধুগণের পথ নহে। পুত্রক, এই কুবেরানুবচন তোমার ভ্রাতৃহত্যা নহে, দৈবই পুরুষের জন্মমৃত্যুর কারণ। তুমি আশ্রয়দর্শী হইয়া সেই অদ্বৈতীয় নিগুণ অক্ষর পরমায়ার অনেবণ কর। তিনি নির্বিরোধ অন্তঃকরণে বাস করেন। তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে সর্বপ্রকার ভেদজ্ঞান মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। সেই অনন্ত সর্বশক্তিমান আনন্দৈকমাত্র ভগবানের প্রতি ভক্তি দ্বারা তুমি ‘আমি, আমার’ রূপ অজ্ঞানজ বন্ধন ক্রমশঃ ছেদন করিতে সক্ষম হইবে। ক্রোধ সকল মঙ্গলের প্রতিকূল। শাস্ত্রজ্ঞানরূপ ঔষধ দ্বারা এই রোগকে নষ্ট কর। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি হইতে লোক বড়ই উদ্বিগ্ন হয়। কল্যাণকামী কখনও ইহার অধীন হন না।

পিতামহকে প্রণাম করিয়া ঋষি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং কুবেরকে স্তবাদি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিলেন।

ঋষি নিয়ত শ্রীঅচ্যুতকে আপনাতে ও সর্বভূতে দর্শন এবং তাঁহার অর্চনা করিয়া বহুকাল রাজ্য শাসন করিলেন। অবশেষে সংসারকে অবিচারচিত স্বপ্নদৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অতি তুচ্ছ মনে করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ ও পুত্রকে রাজ্যদান করতঃ বদরিকাত্রমে প্রস্থান করিলেন। ভক্তিবেগে পুলকাক্ষপূরিত হইয়া তিনি দেহাভিমান হইতে মুক্ত হইলেন। অন্তিমে বিষ্ণুপার্বদ সুনন্দ ও নন্দ শ্রীবিষ্ণুপ্রেরিত এক বিমানে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে পূর্ব্বনির্দিষ্ট ঋষিলোকে লইয়া গেলেন।

১৩—২৩ অধ্যায়

অঙ্গ, বেণ, পৃথু, সনৎকুমারাদি

ঐবের দুই পুত্র, উৎপল ও বৎসর। উৎপল—

স জন্মনোপশাস্ত্রাত্মা নিঃসঙ্গঃ সমদর্শনঃ।

দদর্শ লোকে বিততমাত্মানং লোকমাত্মনি ॥ ৪।১৩।৭

—জন্মাবধি শাস্ত্র অনাসক্ত ও সমদর্শী ছিলেন। তিনি সর্বভূতে পরমাত্মাকে ও পরমাত্মায় সর্বলোককে দর্শন করিতেন।

উৎপল পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। মন্ত্রী ও কুলবৃদ্ধগণ বৎসরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তাহার বংশে অঙ্গ নামে এক রাজা হন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় এক যজ্ঞ করিয়া বেণ নামে এক পুত্র লাভ করিলেন। বেণ বাল্যেই অতি দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিল। রাজা অঙ্গ কিছুতেই তাহাকে শিক্ষা দিতে বা শাসন করিতে পারিলেন না। একদিন অন্ধরাত্রিতে অতি নির্বিষমচিত্তে তিনি পুরজনের অজ্ঞাতে শয্যাভ্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। বহু যত্নেও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। রক্ষকের অভাবে রাজ্যে উৎপাত দর্শন করিয়া ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ অগত্যা বেণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বেণ আরও উদ্ধত হইয়া মহাত্মাগণকে অপমান করিতে লাগিল ও যজ্ঞদানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিয়া দিল। সে বলিল, যজ্ঞ কি? নৃপতি সর্বদেবময়, সুতরাং আমি ছাড়া ঈশ্বর কে? তোমরা সকল যজ্ঞোপহার আমাকে প্রদান কর।—ধর্ম্ম ও রাজ্য রক্ষার আর অন্য উপায় না দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ হুঙ্কার দ্বারা বেণকে সংহার করিলেন। শাসক অভাবে পুনরায় দস্যুতন্ত্রের উৎপাত আরম্ভ হইল—

ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শাস্ত্রো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ।

সবতে ব্রহ্ম তস্তাপি ভিন্নভাণ্ডাং পয়ো যথা ॥ ৪।১৪.৪১

—শান্ত সমদর্শী ব্রাহ্মণও যদি অনাধের ক্লেশ মোচনে উপেক্ষা করেন, তবে ভগ্নপাত্র হইতে ছুইয়ের ত্রায় তাঁহার ব্রহ্মতপ করিত হইয়া যায়।

তখন ব্রাহ্মণগণ বেণের বাহু মগ্ন করিতে লাগিলেন। তাহাতে এক পুরুষ ও এক স্ত্রীর উদ্ভব হইল। ঐ পুরুষ পৃথু, ঐ অর্চি। তাঁহারা পতি ও পত্নী হইলেন। পৃথুকে কুবের আসন, বরুণ ছত্র, বায়ু চামর, ধর্ম মাল্য, ইন্দ্র কিরীট, যম দণ্ড, ব্রহ্মা বর্ষ, সরস্বতী হার, নারায়ণ সূদর্শনচক্র, লক্ষ্মী স্ত্রী, রুদ্র অসি, পার্শ্বতী চর্ম, মিত্র অশ্ব, বিশ্বকর্মা রথ, অগ্নি ধনু, সূর্য্য বাণ, পৃথিবী পাছুকা, স্বর্গ পুষ্পাঞ্জলি, গন্ধর্ব ও বিছাধরগণ সঙ্গীতবাছ, ঋষিগণ আশীর্বাদ ও সমুদ্র শঙ্খ উপহার দিলেন। সমুদ্র নদী ও পর্বত রথমার্গ প্রদান করিল। সূত মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার স্তব করিতে উদ্যত হইল। তখন পৃথু বলিলেন,

কিমাশ্রয়ো মে স্তব এষ ষোজ্যতাং মা মম্যভুবন্ বিতথা গিরো বঃ। ৪।১৫।২২

প্রভবো হ্যস্মনঃ স্তোত্রং জুগুপ্সন্ত্যপি বিশ্বতাঃ।

হ্রোমন্তঃ পরমোদারাঃ পৌরুষং বা বিগহিতং ॥ ৪।১৫।২৫

—আমি ত তোমাদের স্তবের যোগ্য কিছুই করি নাই, তোমরা তবে কি অবলম্বন করিয়া আমার প্রতি স্তব প্রয়োগ করিবে? তোমাদের বাক্য যেন মিথ্যা না হয়। পরমোদার হ্রোমান্ পুরুষেরা সমর্থ বা খ্যাতিমান হইলেও আপনার প্রশংসাকীর্তনকে নিন্দনীয় মনে করেন।

তখন সমবেত সকলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া ধর্মোদ্দেশে রাজ্য-শাসনে উদ্বুদ্ধ করিলেন। এইরূপে পৃথু রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে প্রজাগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া অন্ন প্রার্থনা করিল। পৃথু বৃষ্টিতে পারিলেন, পৃথিবী, ওষধি ও বীজ সকল গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি পৃথিবীর প্রতি শরসঙ্কানে উদ্যত হইলেন।

ধরণী পৃথুর স্তব করিয়া বলিলেন, রাজন, লোকপালগণ বহুকাল রাজ্য শাসন করেন নাই। দস্যু ও তস্করগণ আমার সমস্ত ধন নষ্ট করিতেছে দেখিয়া যজ্ঞরক্ষার্থ আমি বীজ সকল গ্রাস

করিয়াছি। এক্ষণে উহারা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি গোরূপ ধারণ করি, উপযুক্ত বৎস দোন্ধা ও দোহনপাত্র লইয়া সকলে আমার ক্ষীররূপ অন্ন দোহন করুন। আর আপনি আমাকে এরূপ সমতল করুন, যেন বর্ষার জল সর্বত্র সমভাবে আমার পৃষ্ঠে অবস্থান করিতে পারে। তখন পৃথু অনুরূপ বৎস দ্বারা ওষধি সকল, ঋষিগণ বৃহস্পতি দ্বারা বেদ, দেবগণ ইন্দ্র দ্বারা মন ইন্দ্রিয় ও দেহশক্তি, অশুরগণ প্রহ্লাদ দ্বারা সুরা ও আসব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ বিশ্বাবসু দ্বারা সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্য, পিতৃগণ অর্য্যমা দ্বারা তাঁহাদিগের উপযোগী অন্ন, কপিলদেব দ্বারা সিদ্ধগণ অগ্নিমাди সিদ্ধি ও বিদ্যাধরগণ খেচর বিদ্যা, কিস্পুরুষাদি ময়দানব দ্বারা মায়াবিদ্যা, যক্ষরাক্ষসাদি রুদ্র দ্বারা রুধিরাসব, সর্পগণ তক্ষক দ্বারা বিষ, পশুमध्ये তৃণভোজীগণ বৃষ দ্বারা তৃণ ও মাংসাশীগণ সিংহ দ্বারা মাংস, বৃক্ষগণ বট দ্বারা রস এবং ভূধরগণ হিমালয় দ্বারা বিবিধ ধাতু দোহন করিয়া লইল। পৃথু স্বীয় ধনু দ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল চূর্ণ করিয়া পৃথিবীকে সমতল করিলেন, এবং তাহাতে ধরণীপৃষ্ঠে ক্রমে গ্রাম পুর পত্তন ছুর্গাদি নির্মিত হইল। পূর্ব্বে ঐ সকল কিছুই ছিল না। প্রজাগণ সুখে ও নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল।

অতঃপর তিনি ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশের যে স্থানে সরস্বতী পূর্ব্বমুখে প্রবাহিতা হইয়াছেন, সেখানে শত অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে দীক্ষিত হইলেন। ইন্দ্র ঈর্ষাবশতঃ নানারূপ ছদ্মবেশে তাঁহার শততম অশ্বমেধের অশ্ব পুনঃ পুনঃ অপহরণ করিতে লাগিলেন। পাষণ্ড লোকগণের মতি ঐ সকল বেশ দেখিয়া বিভ্রান্ত হইতে লাগিল।—

ধর্ম্ম ইত্যুপধর্ম্মেষু নগ্নরক্তপটাদিষু ।

প্রায়েণ সজ্জতে ভ্রান্ত্যা পেশলেষু চ বাগ্মিষু ॥ ৪।১৯।২৫

—নগ্ন রক্তবসনধারী ঐ সকল উপধর্ম্মীগণের আপাতমধুরবাক্যে বিভ্রান্ত হইয়া প্রায়ই লোকে উহাতে আসক্ত হইয়া থাকে।

তখন ইন্দ্রকে সংহারজন্য যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞদেবকে আহ্বান করিতে উদ্যত হইলে, প্রথমে ব্রহ্মা পরে স্বয়ং বিষ্ণু আসিয়া পৃথুকে নিবৃত্ত করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, তুমি দেহাসক্তি ত্যাগ কর, এবং—

সমঃ সমানোত্তমমধ্যমাধমঃ সূখে চ দুঃখে চ জিতেন্দ্রিয়ানয়ঃ ।

ময়োপকুপ্তাখিললোকসংযুতো বিধৎস্ব বীরাখিললোকরক্ষণম্ ॥ ৪।২০।১৩

—হে বীর, তুমি সূখ দুঃখকে সমান এবং উত্তম অধম মধ্যমে সমবুদ্ধি ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া আমার বিধান অনুযায়ী এই অখিল প্রজাগণের পালন ও রক্ষণ কর ।

সনকাদি মহর্ষিগণ শীঘ্রই তোমাকে দর্শন দিবেন।—ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং অত্যাণ্ড সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

মহারাজ পৃথু গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূমিতে বাস করিতেন। তিনি একদা নিজ প্রজাগণকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সকলকে সমবেত করিয়া বলিলেন—

তৎ প্রজা ভর্তৃপাপপুংগং স্বাৰ্গমেবানস্বয়তঃ ।

কুরুতাপোক্ষজধিয়ং হি মেহনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ৪।২।১২২

তমেব যুগং ভক্ততাত্ত্ব্যভিভিন্ননোবচঃ কায়গুণৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ ।

অমায়িনঃ কামদুষ্কাজ্জিৎপঙ্কজং যথাধিকাণাবসিতার্থসিদ্ধয়ঃ ॥ ৪।২।১৩৩

—হে প্রজাগণ, তোমরা শ্রীহরির চরণকমলে স্থির মতি রাখিয়া নিজ নিজ কর্তব্যের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই তোমাদের ভরণকর্ত্তা আমার পিণ্ডদান ও পরলোকের হিত সাধন করা হইবে। তোমরা সরল চিত্তে সিদ্ধিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্ব স্ব অধিকার অনুযায়ী নিজ নিজ বৃত্তিগত কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের ভজনা কর ।

কর্ম্মফলদাতা পরমেশ্বর নিশ্চয় একজন আছেন, তিনিই গদাধর নারায়ণ। বেণ প্রভৃতি মোহমুগ্ধ কতিপয় ব্যক্তি ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা শোচ্য। তোমরা ব্রহ্মকুলের সেবাদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ কর।—সকলে পৃথুকে সাধুবাদ, এবং চিরকাল সূখে জীবন যাপন কর—‘সমাঃ সঞ্জীব শাস্বতীঃ’—এইরূপ আশীর্ব্বাদ

করিলেন, এবং বলিলেন, বেণ রাজা হিরণ্যকশিপুৰ ত্রায় আজ সত্যই এই পুত্র দ্বারা নরক হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল।

একদিন সূর্য্যাতুলা তেজস্বী সনৎকুমারাদি চারজন ঋষি পৃথুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া সেই জলে নিজ কেশবন্ধন ধৌত করিলেন এবং বলিলেন, আজ আমি ধন্ত—

অধনা অপি তে ধন্থাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ ।

ষদৃগৃহা হর্ষবর্ষ্যাসু তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ ॥

ব্যালালয়ক্রমা বৈ তেহপ্যরিত্তাখিলসম্পদঃ ।

ষদৃগৃহাস্তীর্থপাদৌষ্যপাদতীর্থবিবর্জিতাঃ ॥ ৪১-২১০-১১

—যাহাদিগের গৃহে আপনাদের ত্রায় পূজ্যভগণের সেবার জন্ত জল তৃণ ভূম্যাদি সর্বদা বর্তমান থাকে, তাহারা নিধন হইলেও ধন্ত। যে গৃহ তীর্থতুল্য সাধুগণের পদলাভে বঞ্চিত, নিখিল সম্পদে পূর্ণ হইলেও সেই গৃহ সর্পগণের আবাসগৃহের তুল্য।

মুনিগণ, সংসারতপ্ত জনগণের কি উপায়ে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে?—সনৎকুমার বলিলেন,

রতির্হুঁরাপা বিধুনোতি নৈষ্ঠিকো কামং কষায়ং মলমন্তরাশ্বনঃ ॥

শাস্ত্রেষ্বিয়ানেব স্থনিশ্চিতো নৃণাং ক্ষেমস্ত সধ্যাশ্বিশেষু হেতুঃ ।

অসঙ্গ আশ্বব্যতিরিক্ত আশ্বনি দৃঢ়া রতিব্রহ্মণি নিষ্ঠুর্গে চ যা ॥

ষৎপাদপঙ্কজপলাশাবলাসভক্ত্যা কস্মীশয়ং গ্রথিতমৃদগ্রথয়ন্তি সন্তঃ ।

তৎস্ম রিক্তমতয়ো যতয়েহপি রুদ্ধশ্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥

—শ্রীহরির চরণে একনিষ্ঠ দুর্লভ মতি অন্তরের কামনারূপ মলকে বিধৌত করে। আশ্বা ভিন্ন অশ্ব সমস্ত পদার্থে বৈরাগ্য এবং গুণাভীত ব্রহ্মে দৃঢ়া রতি—শাস্ত্রে ইহাই জীবের কল্যাণলাভের হেতু বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। তাঁহার চরণকমলে ভক্তিদ্বারা সাধুগণ যেমন (সহজে) হৃদয়গ্রন্থি সকল ছিন্ন করিয়া ফেলেন, বিষয়নির্লিপ্ত ইন্দ্রিয়নিরোধী যতিগণও তেমন (সহজে) পারেন না।

অতএব সেই চরমশরণ বাসুদেবের ভজনা কর। ৪১:২২২০,২১,৩৯

সেই মহর্ষিগণ পৃথক পৃথক পূজিত হইয়া আকাশ পথে প্রস্থান করিলেন। পৃথু যোগযুক্ত কস্মীশ্বৰ্ণানে প্রবৃত্ত হইলেন। লজ্জা

বিনয় সুশীলতা পরোপকারে তিনি অদ্বিতীয় হইলেন। বার্কক্য উপনীত হইলে তিনি পুত্র হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক বনগমন করিলেন।—

এবং স বীরপ্রবরঃ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি ।

ব্রহ্মভূতো দৃঢ়ং কালে তত্যাগ স্বং কলেবরম্ ॥ ৪।২৩।১৩

—এইরূপে সেই বাবপ্রবর নিজ আত্মাকে পরমাত্মাতে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করিয়া স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিলেন।

তাহার পত্নী অর্চি অনুমৃতা হইলেন।

২৪ (প্রথমাংশ) ও ২৫—২৯ অধ্যায়

প্রাচীনবাহি, - নারদ

পুথুর পুত্র বিজিতাশ্ব বা অন্তর্ধান করগ্রহণ ও দণ্ড বিধানাদি কার্য পরপীড়াদায়ক মনে করিয়া এক সুবৃহৎ যজ্ঞে সর্বস্ব ব্যয় করিয়া পুরুষোত্তমের অর্চনা দ্বারা ভগবল্লোক প্রাপ্ত হইলেন। তৎপুত্র হবির্ধানের পুত্র বর্হিষৎ বা প্রাচীনবাহি ক্রিয়াকাণ্ডে বহু পশু হত্যা কুর্বেন। একদা দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাহাকে বলিলেন, রাজন, তোমার এই সকল কর্ম দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি বা সুখপ্রাপ্তি কিছুই হইবে না। নিহত পশুগণ তোমার মৃত্যু হইলেই লোহ্ময় শূদ্র দ্বারা তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে। রাজা বলিলেন, প্রভু, আমাকে সজ্ঞান উপদেশ করুন। তখন শ্রীনারদ তাহাকে একটি আখ্যান বলিলেন। রাজা পুরঞ্জন যোগ্য বাসস্থানের অন্বেষণে হিমালয়ের দক্ষিণ সান্নিদেশে একাদশ সেনাপতি ও একটি পঞ্চশীর্ষ-সর্প-রক্ষিত নবদ্বার-বিশিষ্ট এক সুরম্য পুরী ও তন্মধ্যে এক রূপসী রমণী দেখিতে পাইলেন। পরম্পরের প্রতি মুগ্ধ হইয়া উভয়ে সেই পুরীতে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। পুরঞ্জন সর্বদা সর্বপ্রকারে ঐ রমণীর অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া নানা উপভোগ ও বিহারে মত্ত হইলেন। একদিন দ্বিচ্ছ্র পঞ্চাশযোজিত রথে যুগয়া করিতে

গিয়া তিনি বহু পশু নিহত করিলেন এবং শ্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া
 অভিমানিনী পত্নীর উপাসনা করিয়া তাহার সহিত কামোন্মত্ত
 হইলেন। বহু পুত্র কন্যা জন্মিল। তারপর চণ্ডবেগ নামে এক
 দুর্বৃত্ত ৩৬০ জন গন্ধর্ব্ব, সমসংখ্যক গন্ধর্ব্বী ও এক কন্যাসহ আসিয়া ঐ
 পুরী বিশ্বস্ত করিল। এক যবনেশ্বর আসিয়া তাহার সেনাপতিকে
 পরাভব করিয়া পুরঞ্জনে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। পুরঞ্জন
 স্ত্রী প্রাপ্ত হইয়া মলয়ধ্বজ নামে এক রাজার পত্নী হইল ও ঐ
 রাজার দেহান্তে শোকগ্রস্ত হইয়া সহমরণে উত্তত হইল। তখন
 এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপনীত হইয়া তাহাকে বলিলেন, তুমি কে
 এবং কাহার? এই শায়িত পুরুষটিই বা কে? তুমি ও আমি
 মানসসরোবরচারী দুইটি হংস ছিলাম, তুমি আমাকে পরিত্যাগ
 করিয়া বিষয়সুখ ইচ্ছা করিয়া রাজা হইলে, আমাকে চিনিতে।
 পারিলে না। আমারই বিরচিত মায়াবলে তুমি উদ্ভ্রান্ত হইয়া-
 ছিলে। তখন পুরঞ্জনের পূর্বস্মৃতি প্রত্যাবর্তন করিল। রাজা
 প্রাচীনবাহি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ এই রূপক ব্যাখ্যা
 করিয়া বলিলেন, মহারাজ, পুরুষই পুরঞ্জন, মিত্র ঈশ্বর, রমণী
 বুদ্ধি, একাদশ সেনাপতি মন প্রভৃতি, দুই দ্বার চক্ষুরাদি, রথ
 দেহ, অশ্ব ইন্দ্রিয়, দ্বিচক্র পাপ পুণ্য, রশ্মি মন, সারথি বুদ্ধি,
 মৃগয়া মৃগতৃষ্ণা, চণ্ডবেগ সংবৎসর, ৩৬০ গন্ধর্ব্ব-গন্ধর্ব্বী দিন-রাত্রি,
 চণ্ডবেগকন্যা জরা, যবনেশ্বর মৃত্যু, এবং হংসদ্বয় জীবাত্মা ও
 পরমাত্মা। রাজন্, অহংমম-বোধ কৰ্ম্মবন্ধন দুঃখ ও নানা
 জন্মের কারণ। জাগরণ যেমন দুঃস্বপ্নের প্রতিকার, অবিদ্যাপ্রসূত
 সংসারাসক্তি হইতে নিবৃত্তিই তেমন সকল দুঃখের প্রতিকার।
 পুরুষ পুষ্পোদানে বিচরণশীল হরিণীতে আসক্ত মৃগস্বরূপ। পুত্র-
 কন্যারূপ অলিকুলের স্নমধুর সঙ্গীতে তাহার চিত্ত নিরন্তর মুগ্ধ।
 এক দিকে নিত্যক্ষীয়মাণ আয়ুরূপ বৃক, অপর দিকে মৃত্যুরূপ ব্যাধ
 যুগপৎ সেই মৃগের বিনাশসাধনে উত্তত; রমণীমৃগীলুকে ঐ পুরুষ-
 মৃগ তাহা জানিয়াও জানিতেছে না। রাজন্, তুমি ঐ বৃত্তি

পরিত্যাগ কর, সকল কামনা হইতে বিরত হও। বাসুদেবে পরা
ভক্তিই এই নিবৃত্তি লাভের একমাত্র উপায়। শ্রবণ-কীৰ্ত্তন জ্ঞান
ও বৈরাগ্য জন্মায়, ভয় শোক মোহ আসক্তি সমস্ত দূর করে।

শব্দব্রহ্মণি দুস্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে ।

মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদ্মঃ পরং ॥ ৪।২৯।৪৫

যদা যমলুগ্গহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ ।

স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥ ৪।২৯।৪৬

আন্তরীয্য দর্ভেঃ প্রাগৈগ্রৈঃ কাংক্ষ্যেন ক্ষিতিমণ্ডলম্ ।

শুক্লোবৃহদ্বধান্মানী কশ্ম নাবৈষি যৎপরম্ ।

তৎকশ্ম হরিতোষং যৎ সা বিত্তা তন্মতির্থয়া ॥ ৪।২৯।৪৭

হরির্দেহভূতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ ।

তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ ॥ ৪।২৯।৪৮

স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মথপি ।

ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ ॥ ৪।২৯।৪৯

—হস্তর বেদমন্ত্র মধ্যে বিচরণ করিয়া মন্ত্র ও লিঙ্গাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন
দেবতার আরাধনা করিয়া তাহারা সেই পরমপুরুষকে জানিতে পারে না।
শ্রীভগবান্ আত্মায় ভাবিত হইয়া যাহাকে কৃপা করেন, তাহার যে বুদ্ধি
বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়ায় নিবদ্ধ ছিল, তাহা দূরীভূত হইয়া যায়।
হে রাজন্, তীক্ষ্ণ কুশাগ্রদ্বারা ক্ষিতিমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া বহু পশু বধ করিয়া
আপনাকে মহাকর্ষ্মী বাণিয়া অভিমান করিতেছ, কিন্তু যাহা পরম পদার্থ,
তাহাকে জানিতে পারিতেছ না। সেই কশ্মই কশ্ম যাহাতে শ্রীহরির
পারিতোষ হয়, সেই বিত্তাই বিত্তা যদ্বারা তাঁহাতে মতি জন্মে। সর্বশক্তির
আধার সেই শ্রীহরিই দেহীগণের আত্মা, তাঁহার পদমূলই মানুষের একমাত্র
আশ্রয়, তাহাই লোকের একমাত্র কল্যাণ। তিনিই জীবের প্রিয়তম আত্মা,
তাঁহা হইতে ভয়ের লেশমাত্র কারণ নাই। যিনি ইহা জানেন, তিনিই প্রকৃত
বিদ্বান্, তিনিই গুরু, তিনিই হরি।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, শুনিয়াছি শ্রীশক্তির বালেন, পুরুষ
দেহ দ্বারা কশ্ম করে, তাহা ত্যাগ করিয়া পরলোকে অপর এক
দেহ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহা দ্বারাই কশ্মের ফল ভোগ করে। কিন্তু

বেদকর্ম ত পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়, তবে আর তাহার ফল ভোগ কি? নারদ বলিলেন, (সঙ্কল্পাদিরূপ) লিঙ্গদেহের ধ্বংস হয় না, তাহা দ্বারাই কর্মফল ভোগ হয়। লিঙ্গদেহের সাহায্যেই পুরুষ পুনরায় স্থূলদেহ গ্রহণ করে যাহা দ্বারা সুখদুঃখাদির বোধ হয়। এই বলিয়া নারদ রাজার নিকট বিদায় লইয়া সিদ্ধলোকে প্রস্থান করিলেন।

ততৈবকাগ্রমনা বীরো গোবিন্দচরণাশ্রুৎ।

বিমুক্তসঙ্গোহনুভবন্ ভক্ত্যা তৎসাম্যভাগগাং ॥ ৪।২৯৮২

—সেই বীর প্রাচীনবর্হি সেই আশ্রমেই নিঃসঙ্গ হইয়া একান্তমনে শ্রীগোবিন্দের চরণপদ্ম ভজনা করিতে করিতে তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ (শেষাংশ) ও ৩০—৩১ অধ্যায়

প্রচেতাগণ, নারদ

শতশ্রুতির গর্ভে রাজা প্রাচীনবর্হির দশটি পুত্র জন্মে। তাঁহারা প্রচেতা নামে খ্যাত। পিতার আদেশে প্রজা সৃষ্টি জন্য তপস্যার্থে পশ্চিম দিকে গমন কালে তাঁহারা এক সুরম্য সরোবর হইতে নীলকণ্ঠ মহাদেবকে উঠিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহাদেব বলিলেন, আমি তোমাদের সঙ্কল্প অবগত হইয়াছি, তোমরা এই মন্ত্র নেও, ইহা জপ করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হও।—এ মন্ত্র রুদ্র-গীত বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহারা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া ঐ জপের দ্বারা বহু বৎসর তপস্যা করিয়া ত্রীহরিকে প্রীত করিলেন। তিনি আবির্ভূত হইয়া বর দিলেন, তোমরা একধর্ম্মা একটি কন্যাকে বিবাহ করিয়া সহস্র বৎসর বিষয়সুখ উপভোগ কর।

গৃহেষাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্মণাম্।

মম্বার্তাভাতসামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥

নব্যবদ্ধদয়ে ষজ্জ্ঞো ব্রহ্মৈতদ্ ব্রহ্মবাদিভিঃ।

ন মুহুন্তি ন শোচন্তি ন হৃদ্যন্তি যতো গতাঃ ॥ ৪।৩০।১২,২০

—গৃহে থাকিয়াও বাহারা সকল কর্মকে আমারই পরিচর্যা বলিয়া জানেন, আমার কথাপ্রসঙ্গেই মামিনী অতিবাহিত করেন, গৃহ তাঁহাদের কোনরূপ বন্ধনের হেতু হয় না। আমি নিত্য নব নব রূপে তাঁহাদের হৃদয়ে আকর্ষিত হই। আমাকে প্রাপ্ত হইলে মানুষ শোক মোহ বা হর্ষে অভিভূত হয় না। ব্রহ্মবাদিগণ এইরূপ লোককে 'ইনিই ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন। তোমাদের বিশ্ববিশ্রুত এক পুত্র হইবে, তাহার সম্ভান সম্ভতি দ্বারা ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইবে।—এই বলিয়া ত্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন। প্রচেতাগণ মারিষা নাম্নী এক কন্যাকে বিবাহ করিলেন। মারিষার গর্ভে পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আবার প্রজাপতিরূপে বহু প্রজা সৃষ্টি করিলেন। সহস্র বৎসর অন্তে প্রচেতাদের তত্ত্বজ্ঞানের পুনরুদয় হইল। পুত্রহন্তে সংসারের ভার গুস্ত করিয়া তাঁহারা সমুদ্রতটে গিয়া বিষয় হইতে মনকে উপরত করিয়া আশ্রয় হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় নারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রণত হইয়া প্রচেতাগণ তাঁহাকে বলিলেন, "আমরা এতকাল গৃহস্থাশ্রমে আসক্ত হইয়া আপনার পূর্বপ্রদত্ত উপদেশ প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি, অতএব আমরা এই ছস্তর ভবসাগর যাহাতে পার হইতে পারি, পুনরায় তাহার উপদেশ দিন। নারদ বলিলেন,—

তজ্জন্ম তানি কৰ্ম্মাণি তদায়ুস্তন্যনোবচঃ ।
 নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥
 কিং জন্মভিক্ষিভির্বেহ শৌক্ৰসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ ।
 কৰ্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোহপি বিবুধ্যুবা ॥
 শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিন্তবৃন্তিভিঃ ।
 বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেজ্রিয়রাধসা ॥
 কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ত্ৰাসস্বাধ্যায়য়োঃপি ।
 কিংবা শ্রেয়োভিরশৌচ ন যত্রাশ্রয়প্রদো হরিঃ ॥
 শ্রেয়সামপি সর্বেষামাত্মা হুবধিরর্থতঃ ।
 সর্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ ॥ ৪।৩১। ২-১৩

—মানুষের সেই জন্মই জন্ম, সেই কৰ্মই কৰ্ম, সেই আয়ুই আয়ু, সেই মনই মন ও সেই বাক্যই বাক্য, বাহা দ্বারা বিখ্যাত। হরির সেবা করা হয়। হরির সেবা না করিলে মানুষের শৌক্য উপনয়ন ও বস্ত্র-দীক্ষা নামক তিন জন্মে, বেদোক্ত ক্রিয়াসকলে, দেবতাদের ত্রায় দীর্ঘ আয়ুতে, বেদপাঠে, তপস্যায়, বাক্যচাতুর্যে, শাস্ত্রাদির ধারণা শক্তিতে, বল বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ের কৰ্মপটুতায় ফল কি? শ্রীহরি যেখানে আপনাকে দান না করেন, সেই যোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, সন্ন্যাস, বেদপাঠ কিংবা অত্যাশ্রয় শ্রেয়ঃসাধক কৰ্মেই বা কি ফল? যত রকম শ্রেয়োমুঠান আছে, শ্রীভগবানকে লাভ করাই সকলের শ্রেষ্ঠ অমুঠান। তিনি সকলের প্রিয়, এবং আপনাকে সৰ্বদা অকাতরে দান করিয়া থাকেন।

এই প্রপঞ্চপ্রবাহ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হয়। বিশ্ব তাঁহা হইতে ভিন্ন বোধ হয়, কিন্তু এই ভ্রম তাঁহার আরাধনা দ্বারাই নিরস্ত হয়। তাঁহার পূজায় সৰ্বদেবতার পূজা করা হয়।—

দয়য়া সৰ্বভূতেষু সন্তুষ্টা যেন কেন বা।

সৰ্বৈল্লিয়োপশান্ত্যা চ ভূষ্যত্যাশু জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ৪।৩।১২

—সৰ্বভূতে দয়া, যে কোন কিছুতেই সন্তোষ, সকল ইন্দ্রিয়ের সংযম— এই সকল দ্বারাই জনাৰ্দ্দন সত্ত্ব প্রসন্ন হন।

এই বলিয়া নারদ ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন। প্রচেতারাও শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইলেন।

মৈত্রেয় বিহ্বরকে বলিলেন, তোমার সমস্ত জিজ্ঞাসাই বলিলাম।—বিহ্বর প্রেমাশ্রবাকুল হইয়া শ্রীমৈত্রেয়ের চরণ হৃদয়ে ধারণা করিলেন, এবং নিবৃত্তাশয় চিত্তে জ্ঞাতিদর্শনকামনায় হস্তিনাপুর প্রস্থান করিলেন।

— — —

পঞ্চম স্কন্ধ

১—৩ অধ্যায়

প্রিয়ব্রত, ব্রহ্মা, আগ্নীত্র, নাভি

শুকদেব বলিলেন, এক্ষণে মম্বুর অপর পুত্র প্রিয়ব্রত ও তাঁহার বংশের বর্ণনা করিব। প্রিয়ব্রত নির্বেদবশতঃ প্রথমে রাজ্য গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন ব্রহ্মা মরীচি আদি মুনিসহ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ তখন সেখানে ছিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস, দেহ-যোগ সকলেই ধারণ করে, অত্যা করিতে কাহারও শক্তি নাই। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার নিমিত্তই আমরা কন্ম করিয়া থাকি। মুক্ত ব্যক্তিও দেহ ধারণ করেন, কিন্তু তাঁহার আসক্তি থাকে না। তুমি আসক্তি ত্যাগ করিয়া যাবদিচ্ছা বিষয় উপভোগ কর, তৎপর আশ্রম নিষ্ঠ হইও। গৃহাশ্রম জিতেন্দ্రిয়ের অনিষ্ট করিতে পারে না, অজিতেন্দ্రిয়ের বনেও ভয়ের কারণ। ছয়জন শত্রু সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকে। তুমি গৃহত্যাগ আশ্রয় করিয়া ঐ শত্রুগণকে ক্ষীণবল কর, তখন যথেষ্ট বিচরণ করিতে পারিবে।—প্রিয়ব্রত তাহাই অঙ্গীকার করিলেন। বহিষ্কৃতীর গর্ভে তাঁহার আগ্নীত্রাদি দশ পুত্র ও উর্জ্জ্বতী নামে কন্যা হয়। তিন পুত্র পরমহংসব্রত অবলম্বন করে। উর্জ্জ্বতীর সঙ্গে শুক্রাচার্য্যের বিবাহ হয়, দেবযানী নামে তাঁহাদের এক কন্যা হয়। সূর্য্য পৃথিবীর সকল ভাগ আলোকিত করেন না দেখিয়া প্রিয়ব্রত রথারোহণে সূর্য্যকে আক্রমণ জ্ঞাত চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করেন। তাহাতে সাতটি গর্ভ হয়, উহাই সাত সমুদ্রে পরিণত হয়। ঐ সমুদ্রে জম্বু আদি সাতটি দ্বীপের উৎপত্তি হয়। তিনি সাত পুত্রকে ঐ সাত দ্বীপের অধিপতি করেন। জ্যেষ্ঠ আগ্নীত্র জম্বুদ্বীপ প্রাপ্ত হন। তৎপর প্রিয়ব্রত সংসার হইতে উপরত হইয়া ত্রীহরির প্রতি চিন্তা সমাহিত করিয়া বনে প্রস্থান করেন।

আগ্নীধ্র ধর্মের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিয়া জম্বু দ্বীপের প্রজাগণকে পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। তিনি পুত্রকাম হইয়া মন্দর পর্বতের এক গুহায় কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পূর্বচিহ্নি নামে অপ্সরা ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে তাঁহার নিকট আসিল। উভয়ের মিলনে নাভি প্রভৃতি নয়টি পুত্র হইল। আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপকে নয়টি তুল্যাংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে একাংশ দিলেন। আগ্নীধ্র বিষয়-পরতন্ত্র হইয়া সেই অপ্সরাকেই সর্বদা চিন্তা করিতেন, সুতরাং তিনি পিতৃলোক প্রাপ্ত হইলেন।

নাভি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মেরুদেবীকে বিবাহ করেন। অনপত্যতাবশতঃ তাঁহারা উভয়ে যজ্ঞপুরুষের অর্চনা করেন। ভগবান তাঁহাদিগকে দর্শন দিলে তাঁহারা ভগবৎসদৃশ পুত্র প্রার্থনা করেন। শ্রীভগবান বলিলেন, আমার সদৃশ কেবল আমিই আছি; কিন্তু তোমাদিগকে যখন বরদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, তখন আমিই পুত্ররূপে তোমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিব।—শুকদেব বলিলেন, শ্রীহরি এইরূপে দিগ্বর্সন শ্রমণ ঋষি উর্দ্ধরেতাদের ধর্ম প্রদর্শনার্থ মেরুদেবীর গর্ভে শুদ্ধ তম্বু ধারণ করিয়া ঋষভ নামে অবতীর্ণ হইলেন।

৪—৬ অধ্যায়

ঋষভ

ঋষভদেব যোগ্য হইলে রাজা নাভি তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মেরুদেবীসহ বদরীধামে গিয়া নরনারায়ণের উপাসনা করিয়া সেই দেবদেবের মহিমা প্রাপ্ত হইলেন। ঋষভদেব জয়ন্তী নাম্নী ভার্য্যায় একশত পুত্র উৎপাদন করেন। সর্বজ্যেষ্ঠ ভরত, তাঁহার নামেই ভারতবর্ষ। ৯ ভ্রাতা ভরতের অন্তর্গত, ৯ জন (কবি প্রভৃতি, ১১ স্কন্ধ ২।৩ অধ্যায় দেখুন) ভাগবতধর্ম প্রদর্শক। অপর একাশীজন বেদজ্ঞ বিশুদ্ধকর্মা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ঋষভদেব

লোকহিতার্থে কালানুমোদিত ধর্ম আচরণ ও সামাদি দ্বারা প্রজাদিগকে শিক্ষাদান ও শাসন করিতেন। তাঁহার প্রজারা কেহ কাহারও নিকট কখনও কিছু প্রার্থনা করিত না। দেশ পর্যটন করিতে করিতে ব্রহ্মাবর্ত দেশে ব্রহ্মর্ষিদের সভায় উপনীত হইয়া ঋষভ নিজ সন্তানদিগকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্ত এই উপদেশ দিতে লাগিলেন—

ঋষভ বলিলেন, পুত্রগণ, বিষয় অতি তুচ্ছ, তপস্ব্যই স্বর্গ্য।
যৌষিৎসঙ্গ নরকের দ্বার। কস্মাত্মক মনই দেহবন্ধের কারণ।
আমাতে প্রীতি ভিন্ন ঐ বন্ধন হইতে মুক্তি হয় না। গৃহ পুত্রাদি
হইতে অহংমম-ত্বের উৎপত্তি, তাহাই সকল তাপের নিদান।
যে ব্যক্তি প্রশান্ত সমদৃক ও দেহযাত্রা নির্বাহের অতিরিক্ত
ধনে নিম্পৃহ, সে-ই মহৎ।

মৎকর্ম্মভির্মৎকথয়া চ নিত্যং মদেবসঙ্গদগুণকীর্তনায়ৈ।

নির্বৈরসাম্যোপশমেন পুত্রা জিহাসয়া দেহগেহান্ববুদ্ধেঃ ॥ ৫।৫।১১

—পুত্রগণ, আমার প্রীতির জন্ত কর্ম্ম করা, আমার কথা বলা, আমার ভক্তগণের সঙ্গ, আমার গুণকীর্তন, কাহাকেও শত্রু মনে না করা, সকলের প্রতি সমভাব, ইন্দ্রিয় সংযম, দেহে ও গৃহে ‘আমি ও আমার’ ভাব ত্যাগ করা—এই সকলের দ্বারা অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়।

বিপথগত অন্ধকে কোন্ দয়ালু ব্যক্তি সেই বিপথেই যাইতে উপদেশ দিবেন?

সর্বাণি মক্ষিষ্যতয়া ভবন্তিচরাণি ভূতানি স্মৃতা ধ্রুবাণি।

সম্ভাবিতব্যানি পদে পদে বো বিবিক্তদৃগ্ভিস্তদুহার্হণং মে ॥ ৫।৫।২৬

—স্বাবর ও জঙ্গম যাহা কিছু আছে, সেই সকল পদার্থেই আমার অধিষ্ঠান জানিয়া পবিত্র দৃষ্টিতে সতত তাহাদের সন্মান করিও, তাহাই আমার পূজা।

পুত্রগণ, তোমরা সর্বদা মহামতি ভারতের অন্তর্গত থাকিও।—
এই বলিয়া তিনি ভারতকে রাজ্যপ্রদান করিয়া তথা হইতেই
দিগম্বর ও মুক্তকেশ হইয়া প্রব্রজ্যায় প্রস্থিত হইলেন। জড় মুক
অন্ধ বধিরের ত্রায় যদৃচ্ছাপর্যটনকালে দূরাত্মাগণ তাঁহাকে

নানাভাবে নির্যাতন করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনে ক্ষণকালের জ্ঞাও কোন বিকার উপস্থিত হইল না। পরিশেষে তিনি অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, তাঁহার আচরণ গো-মৃগাদির তুল্য হইল। যোগৈশ্বর্য্যকে তিনি বিন্দুমাত্র আদর করিতেন না।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন, জ্ঞানাগ্নি ত রাগাদি কশ্মবাজ সকল দগ্ধ করিয়া দেয়, তবে ঋষভদেব যোগৈশ্বর্য্যে বিমুখ হইলেন কেন?—শুকদেব বলিলেন, চতুর ব্যাধ যেমন ধৃত মৃগকেও বিশ্বাস করে না, বুদ্ধিমান ব্যক্তিও তেমনি কখনও নিত্যচঞ্চল মনের উপর স্থির প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারেন না।

ন কুৰ্য্যাৎ কহিচিৎ সখ্যং মনসি হনবস্থিতে ।

নিত্যং দদাতি কামশুচ্ছিদ্রং তমসু য়েহরয়ঃ ।

যোগিনঃ কৃতমৈত্রস্ত পতুর্জায়েব পুংশ্চলী ॥ ৫।৬।৩,৪

—মন চঞ্চল থাকিতে কাহারও সঙ্গে সখ্য করিবে না। মনকে বিশ্বাস করিয়া যে যোগী কামাদিকে সুযোগ প্রদান করে, অসতী স্ত্রীর পতির স্থায় সে বিনষ্ট হয়।

দেহাভিমানশূন্য ঋষভদেব যদৃচ্ছাক্রমে কোঙ্ক বেক্ট কূটক এবং দক্ষিণ কর্ণটিকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কূটকাচলের উপবনে প্রস্তরখণ্ড মুখে দিয়া তিনি উন্মাদের স্থায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ বনে সহসা এক প্রবল দাবাগ্নি উত্থিত হইয়া তাঁহার দেহকে ভস্মীভূত করিল। ঐ অঞ্চলের অর্হুৎনামা

রাজা ঋষভদেবের ভ্রাত্ত অন্তরকরণে দেবগণে অবজ্ঞা, অন্মান, অনাচমন, অশৌচ, অযথা কেশমুণ্ডন, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞপুরুষের নিন্দা প্রভৃতি বেদবিরোধী স্বেচ্ছাচার-প্রসূত আচরণ প্রবর্তন করিবে। বস্তুতঃ রজোগুণে আচ্ছন্ন জনগণকে মোক্ষদায়ী শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীহরি ঋষভরূপে এই মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার ভজনাকারীদিগকে—

মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স ন ভক্তিযোগম্ । ৫।৬।১৮

—বরং কখনও মুক্তি দেন, কিন্তু ভক্তি (সহজে) দেন না।

আহার মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেও প্রকৃত ভক্তিকামী
তাহাকে তেমন আদর করেন না—

পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নো এবাদ্ভিযন্তে । ৫।৬।১৭

৭-১৪ অধ্যায়

রাজা ভরত যুগপাবক রত্নগণ অড়ভরত

মহারাজ ভরত বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে তাঁহার
মাগাদি ক্ষীণ ও সত্ত্ব শুদ্ধ হয় এবং পরমপুরুষ বাসুদেবে মহতী
ভক্তির উদয় হয়। বহুকাল রাজ্য ভোগ করিয়া তিনি তাহা নিজ
পুত্রগণ মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া পুলহাশ্রমে গিয়া প্রব্রজ্য
অবলম্বন করিলেন। ঐ আশ্রমের উত্তরে সরিৎশ্রেষ্ঠা গণ্ডকী
প্রবাহিতা। তাঁহার বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত, শমগুণ প্রবৃদ্ধ, ভক্তিবোগে
শরীর রোমাঞ্চিত ও নেত্র অশ্রুপ্লাবিত হইতে লাগিল। (৭।১৪-১৪)

একদা তিনি নদীতীরে উপবিষ্ট হইয়া প্রণব জপ করিতেছেন,
এমন সময়ে অদূরে এক ভীষণ সিংহগর্জন হইল। জলপাননিরতা
একটি গর্ভিণী হরিণী ঐ শব্দে ভীতা হইয়া উল্লঙ্ঘনে নদী পার হইল।
তাঁহার গর্ভস্থ শিশু জলমধ্যে পতিত হইয়া স্রোতোবেগে ভাসিয়া
চলিল। হরিণী নদীর অপর পারে এক গুহায় পড়িয়া তৎক্ষণাৎ
পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হইল। রাজা দেখিয়া দয়াদ্রচিত হইয়া ঐ হরিণী-
শিশুটির প্রাণ রক্ষার্থ তাহাকে জল হইতে তুলিয়া আশ্রমে নিয়া
আসিলেন। অহরহ ঐ শিশুটির পালন পোষণ ও বৃদ্ধাদি
রক্ষণজনিত আসক্তি উৎপন্ন হইয়া ঐ রাজার ভগবৎ-সেবায়
আগ্রহ ও নিয়মাদি একে একে সকলই ক্রমে শিথিল হইতে
লাগিল। ঐ শিশুটি আশ্রমে থাকিলে রাজা ভরত তাহাকে কখনও
স্বক্ষে কখনও বৃক্ষতলে কখনও ক্রোড়ে রাখিতেন, সুকোমল
তৃণাদি আহরণ করিয়া তাহাকে আহার করাইতেন এবং
গাত্রকণ্ডুয়নাদি দ্বারা তাহার ও নিজের তৃপ্তি সাধন করিতেন।
ভোজনে শয়নে উপবেশনে সে ঐ মোহগ্রস্ত রাজার সততসঙ্গী

হইয়া উঠিল। মৃগশাবক আশ্রম হইতে অন্যত্র গেলে অনিষ্টা-
শঙ্কায় তিনি আকুল হইয়া পড়িতেন। সমস্ত যোগানুষ্ঠান ও
ভগবদারাধনা হইতে তিনি একেবারে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। ক্রমে
দুঃস্বপ্ন কাল আসন্ন হইল, মৃগশিশুর চিন্তা করিতে করিতেই তাঁহার
কলেবর ধ্বংস হইল। তিনি মৃগশরীর প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু
পূর্বানুষ্ঠিত যোগবলে তাঁহার স্মৃতি অব্যাহত রহিল। মৃগজন্ম
লাভ করিয়া তিনি পূর্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইলেন
এবং নিজ মৃগজন্মস্থান কালঞ্জর পর্বত হইতে পূর্বোক্ত পুলহাশ্রমে
আসিয়া কিছুকাল পর সেই পবিত্র তীর্থসলিলে মৃগশরীর ত্যাগ
করিলেন।

১৮২ রাজা ভরত তৎপর এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম লাভ
করিলেন। পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল, সেজন্য পুনরায়
বিষয়াসক্তির ভয়ে তিনি জড় মূক বধিরের ন্যায় আচরণ করিতে
লাগিলেন। পিতা তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়ার বহু যত্ন করিয়াও
অকৃতকার্য হইলেন। পিতার মৃত্যু হইলে মাতাও সহযত্না
হইলেন। জড় ভরত বৈমাত্রের ভ্রাতাদিগের অবজ্ঞাদত্ত কদম্বে
বা কখনও উদরাম্বের জন্য শ্রম করিয়া কোনকালে জীবিকা নির্বাহ
করিতে লাগিলেন। একদা এক চোরবাজ ভদ্রকালীর নিকট
নরবলি দান জন্য এক শিশুকে যুগকাষ্ঠে বদ্ধ করিয়া রাখিল, কিন্তু
সেই শিশু কোনক্রমে তথা হইতে পলাইয়া গেল। ঐ চোরের
লোকেরা বহু অন্বেষণ করিয়াও শিশুকে না পাইয়া ক্ষেত্ররক্ষায়
নিযুক্ত জড় ভরতকে যোগ্য বলি মনে করিয়া রজ্জুবন্ধনে চণ্ডিকার
গৃহে লইয়া গেল। পূজক তাহার বধের জন্য শানিত খড়্গ
উত্তোলন করিল। দেবী তৎক্ষণাৎ প্রতিমা হইতে বহির্গত হইয়া
লক্ষ প্রদান পূর্বক সেই শানিত খড়্গ নষ্টিয়াই ঐ চোরদিগের মস্তক
ছেদন করিয়া অস্তিত্ব হইলেন।

১৮৩ অনন্তর একদা সিদ্ধু-সৌবীরাধিপতি রাজা রত্নগণ শিবিকা
আয়োজনে গমনকালে পথিমধ্যে তাঁহার বাহকের প্রয়োজন হইল,

এবং দৈবক্রমে তিনি জড় ভরতকে প্রাপ্তি হইলেন। ভরত ঈশ্বার বাহকের সহিত রাজার শিবিকা বহন কার্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রাণি-
হিংসা পরিহারার্থ ভরত সম্মুখে কিয়দূর দেখিয়া চলিতেন, তজ্জন্ত
তিনি অন্য বাহকগণের সহিত শিবিকার সমতা রক্ষা করিতে ন
পারায় শিবিকা বিষম হইয়া চলিতে লাগিল। রাজা তিরস্কার
করিলে অন্য বাহকগণ বলিল, নবনিযুক্ত বাহকের জন্য শিবিকার
অসমতা হইতেছে। তখন রাজা ভরতকে শ্লেষ করিয়া বলিলেন,
অহে, তুমি কি শ্রান্ত? তুমি ত স্থূলও নও, দৃঢ়াঙ্গও নও, তবে
কি তুমি জরাগ্রস্ত?—কিছুক্ষণ পর শিবিকা পুনরায় বিষম হইলে
রাজা কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, অরে, তুমি কি জীবন্ত?
দেখিতেছি, উপযুক্ত দণ্ড না পাইলে তুমি প্রকৃতিস্থ হইবে না।
জড়রূপী ভরত এই কথা শুনিয়া তখন রাজাকে সম্বোধন করিয়া
বলিলেন, বাজন, তুমি কাহাকে 'ভার' বলিতেছ? কেই বা ভার
বহনে 'শ্রান্ত' হয়? 'স্থূলতা'দি কাহার গুণ বা দোষ? 'জরা'ই
বা কি? 'জীবনমৃত্যু' কাহার হয়? 'দণ্ড' কে দেয় ও কে পায়?
রাজা রহুগণ ভার-বাহীর মুখে এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়াভিভূত
হইয়া ত্বরায় শিবিকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সমীপস্থ সেই
শিবিকাবাহকের পাদমূলে মস্তক বাখিয়া বলিলেন, মহাশয়, আপনি
কে, শীঘ্র আমাকে বলুন। কর্ম হইতে শ্রম হয়, বস্তুর ভার আছে,
দেহেরও, স্থূলতাদি আছে—ব্যবহারিক জগতে ইহাই ত দেখিতে
পাই। তবে এ সকল কেন মিথ্যা বলিব? প্রজাশাসন-রূপ
স্বধর্মপালনই রাজার পক্ষে ত্রীভগবান অচ্যুতের আরাধনা—আমরা
মোহাক্ত জীব এইরূপ বৃদ্ধি। আপনার প্রশ্নে আমার চিত্তে গুরুতর
সংশয়ের উদয় হইয়াছে। আপনি নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ, লোক-
শিক্ষার জন্য এইরূপ হীনবেশে বিচরণ করিতেছেন। ব্রহ্মানু-
কূপা করিয়া আমার সন্দেহের নিরসন করুন।—ভরত বলিলেন,
মহারাজ, স্বামিভূত্যসম্বন্ধ ও দণ্ডাদি লৌকিক ব্যবহার, উহা নিত্য
সত্য নহে। মন গুণ-কর্মে বদ্ধ হইয়া তাপ-মোহাদির সৃষ্টি করে,

উহাকে প্রশ্রয় দিলে বা উপেক্ষা করিলে আত্মা স্বয়ং বিপন্ন হইতে পারে। এই প্রপঞ্চ শ্রীভগবানের মায়া মাত্র, তিনি ভিন্ন অণ্ড সমস্তই অবাস্তব। বিশুদ্ধ জ্ঞানই ‘ভগবৎ’, ইহাকেই পণ্ডিতেরা ‘বাসুদেব’ কহেন। বেদবাক্য বিচ্ছা-বিলসিত, তাহাতে হিংসা রাগাদিশূন্য তত্ত্ববাদ প্রকাশ পায় না। বেদাভ্যাস বা বৈদিক ক্রিয়া সূর্য্য-অগ্ন্যাতির উপাসনা তপস্যা পরোপকার ইত্যাদি দ্বারা বাসুদেবকে লাভ করা ছরুহ। মহতের পদধূলি বিনা—‘বিনা মহৎ পাদরজোইভিষেকং’—তিনি ছুপ্রাপ্য। আমি পূর্ব্ব এক জন্মে ভরত নামে রাজা ছিলাম। সংসারনিবৃত্ত হইয়া অরণ্যে আশ্রয় লইয়া সতত শ্রীহরির আরাধনা করিতাম। দৈববশে এক মৃগ শিশুতে আসক্ত হইয়া মৃগত্ব প্রাপ্ত হই, এক্ষণে পুনরায় দ্বিজদেহ লাভ করিয়াছি এবং সঙ্গ-জনিত আসক্তিভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে পর্য্যটন করিতেছি।

‘রাজন, এই সংসার এক গহন অটবী। দেহী বণিক, বুদ্ধি নায়ক। নায়কের অসতর্কতা বশতঃ ছয় ইন্দ্রিয় ছয়টি দস্যুরূপে সর্ব্বদা ঐ বণিকের পুণ্যধন লুণ্ঠন করিতেছে। তাহাকে কখনও লতাগুল্মাদি বেষ্টিত ঘোর অন্ধকার গহ্বরে ফেলিতেছে, কখনও কণ্টকাকীর্ণ বস্ত্র দিয়া পর্ব্বতোপরি তুলিতেছে। আবার পুত্র কলত্রাদিরূপ শিবাগণ তাহার চিত্ত সর্ব্বদা হরণ করিয়া লইতেছে। মৃগতৃষ্ণিকার জল সদৃশ বিষয়সকলের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ছঃসহ জঠরানলে পীড়িত হইয়া কখনও ধৈর্য্যহীন কখনও বা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই শোচনীয় অবস্থার আরও বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া ভরত বলিলেন, সাধুরূপা ব্যতীত কেহ ঐ গহন সংসার-অটবী হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যে মহাজনগণ মধুসূদনের সেবানুরক্ত, তাহাদের নিকট মোক্ষও তুচ্ছ—‘মধুদ্বিটসেবানুরক্তমনসামভবোইপি ফল্গুঃ’ (৫।১৪।৪৪)।

রহুগণ ত্বমপি হৃদ্বনোহস্ত সংশ্লব্দগুঃ কৃতভূতমৈত্রঃ ।

অসাজ্জতাশ্চা হরিসেবয়া শিতং জ্ঞানাসিদ্ধাদায় তরাতি পারম্ ॥

—রহুগণ, তুমিও মায়াপথে বিচরণ করিতেছ। এক্ষণে তুমি সর্বজীবে হিংসা ত্যাগ কর, সকল প্রাণীর সহিত মিত্রতা কর, এবং বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই ভবাটবী উত্তীর্ণ হইয়া যাও। ৫।১৩২০

রহুগণ বলিলেন,

✓ 'নমো মহাভোঃ ৥ হস্ত নমঃ শিশুভ্যো নমঃ যুবভ্যো নমঃ আ বুভ্যোঃ

৥ যে ব্রাহ্মণা গামবধূতলিঙ্গাশ্চরন্তি তেভ্যঃ শিবমন্ত রাজ্যাম্ ॥ ৫।১৩২৩

—মহৎ ব্যক্তিগণকে নমস্কার, শিশুগণকে নমস্কার, বালক ও যুবকগণকে নমস্কার, যে ব্রাহ্মণগণ অবধূত বেশে পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার—তাঁহাদের অমুগ্ৰহে সকল রাজগণের কলাগ হউক।

রহুগণ পরমতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ ভবত রাজা রহুগণ কর্তৃক অশেষরূপে বন্দিত হইয়া ধরণীতলে যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে লাগিলেন।

১৫ অধ্যায়

গয় রাজা

ভরতের বংশে গয় নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মজ্ঞ-গণের সেবা দ্বারা তিনি ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অহংভাবকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করিয়া, সর্বদা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া, তিনি নিরভিমাণে প্রজাপালন ও অন্যান্য সমস্ত রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন। সুতরাং তিনি প্রজাগণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ গাথা প্রচলিত আছে—

✓ শ্রদ্ধা দয়া মৈত্রী স্বয়ং আসিয়া তাঁহাব অভিষেক করিয়াছিলেন। স্বয়ং নিষ্কাম হইলেও ধবণী তাঁহার প্রজাদিগকে সকল কাম্য দাহন করিয়া দিতেন, নৃপগণ রণক্ষেত্রে বাণ দ্বারা অর্জিত হইয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন, বিপ্রগণ পালন ও দক্ষিণাদি দ্বারা পূজিত হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মফল আহরণ করিয়া দিতেন। যে গয়রাজার যজ্ঞে বিষ্ণু পূজিত হইয়া বলিয়াছিলেন 'বিশ্বজীবের সহিত প্রীত হইলাম,' তুমিও কোন্ রাজা তাঁহার অনুকরণ করিতে সমর্থ হইবে ?

[১৬—২৬ অধ্যায়ে দ্বীপ মেরু বর্ষ লোকালোক রবি চন্দ্র জ্যোতিষক্র
রাহ ও নরকবর্ণন। ১৯ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকে দেবগণের ভারতবর্ষে জন্ম-
লাভের আগ্রহ ও ২১শ শ্লোকে স্বর্গে ইন্দ্ৰিয়োৎসব জন্তু হরিপাদপদ্মের স্তুতি
নষ্ট হয় বলিয়া স্বর্গলাভে অনিচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে। ২৬শ শ্লোকটি বিশেষ
উল্লেখযোগ্য—‘স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্’—
ভজনাকারী অতীত কিছু (বিষয়াদি) চাহিলেও শ্রীহরি তাহাকে নিজ
পাদপল্লবই দেন।]

মুদ্রাঙ্কিত

১১—১২ অধ্যায়

অজিগিল, যমদূত, বিমুদূত

বাজা পবীক্ষিত বলিলেন, ব্রহ্মান, আপনি অধর্মলক্ষণযুক্ত যে
নানাবিধ নবক বর্ণনা কবিলেন, মানবগণকে যাহাতে ঐ সকল
উগ্র যাতনাপূর্ণ নবকে গমন করিতে না হয়, তাহাব উপায় কি,
বলুন।— শুকদেব বলিলেন, উপায়—প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান। বাজা
বলিলেন, মানুষ বিবশ হইয়া পুনঃ পুনঃ পাপকর্ম করে, স্মৃতিরাং
প্রায়শ্চিত্ত ত—‘কুঞ্জবশৌচবৎ’—হস্তিস্নানেব ত্রায় নিরর্থক। ঋষি
বলিলেন, অবিচ্ছিন্ন নাশ না হওয়ায়ই বাবংবার পাপ অনুষ্ঠিত হয়।
তপস্তা শম দম যম নিয়মাদি দ্বাবা অবিচ্ছিন্নজানিত পাপপ্রবৃত্তি
বিনষ্ট হয়। আবাব,

কেচিৎ কেবলযা ভক্ত্যা বাস্তুদেবপরাধণাঃ ।

অথ ধূর্বাস্তু কাংক্ষ্যে নীহারমিব ভাস্কবঃ ॥

ন তথা হৃদবান্ রাজন্ পুয়েত তপ-আদিভিঃ ।

যথা কৃষ্ণাপিতপ্রাণস্তংপুরুষ-নিষেবয়া ॥ ৬।১।১৫, ১৬

—বাস্তুদেবপরাধণ কোন কোন ভক্ত কেবল ভক্তিদ্বারা সমস্ত পাপ বিনাশ
করেন, স্বর্ঘ্য যেমন নীহারকে ধ্বংস করেন। কৃষ্ণে মনপ্রাণ সমর্পণপূর্বক
সেবা দ্বারা যেমন পবিত্র হওয়া যায়, তপস্তায় তেমন হয় না।

যাঁহারা ভগবান ক্রীষ্ণের পদারবিন্দে মন সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করেন, তাঁহারা যম বা তাহার অমুচরবর্গকে স্বপ্নেও দেখেন না। এ বিষয়ে তোমাকে একটা পুরাতন আখ্যায়িকা বলিব।

কান্ধকুজদেশে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ দাসীসংসর্গে দৃষিতচরিত্র হইয়াছিল। দাসীগর্ভে তাহার দশটা পুত্র জন্মিয়াছিল, সর্বকনিষ্ঠের নাম 'নারায়ণ'। বঞ্চনা চৌর্যাদি দ্বারা সে কুটুম্ব পোষণ করিত। 'নারায়ণ' নামক মধুরভাষী শিশুপুত্রে তাহার হৃদয় একান্ত আবদ্ধ হইয়াছিল। সেই শিশুর ক্রীড়া দর্শনে তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইত, সে নিজেই তাহাকে পানাহারাদি করাইত। এইরূপে তাহার মন সম্পূর্ণ 'নারায়ণে' নিবিষ্ট হইল। অষ্টাশীতিবয়ঃকালে কাল আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উত্তত হইল, অতি দারুণ উদ্ধরোম বক্রানন তিনটা পুরুষ আসিয়া তাহাকে বাঁধিয়া লইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সে উচ্চৈঃস্বরে কিয়ৎদূরে ক্রীড়ারত নারায়ণ নামক পুত্রকে আহ্বান করিল। মহারাজ, মুমূর্ষু অজামিলের মুখে নারায়ণ নাম শুনিয়া সহসা চারিজন বিষ্ণু-পার্বদ তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পূর্বাগত তিনজন পুরুষকে যমের অমুচর জানিয়া বল প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, ইহাকে বাঁধিওনা। যমদূতগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ধর্মরাজের শাসনে বাধা প্রদান করিতেছ, তোমরা কে? বেদ-বিহিত কস্মই ধর্ম, তদ্বিপরীত অধর্ম। ধর্মামুষ্ঠানে সুখ ও অধর্মামুষ্ঠানে দণ্ড—ইহ পর উভয় লোকেই এই বিধান। এই ব্রাহ্মণপুত্র অজামিল পূর্বে বেদাধ্যায়সম্পন্ন সুস্বভাব ও সর্বপ্রকার গুণের আলায় ছিল। পিতৃআজ্ঞায় ফলমূলাদি আহরণে একদা বনে গিয়াছিল। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন কালে পশ্চিমধ্যে কাম-ক্রীড়ায় নিরত এক শূদ্র ও দাসীকে দেখিয়া কামমোহিত হইয়া সেই দাসীর প্রতি আসক্ত হয়। নিজ ধর্মপত্নীকে ত্যাগ করিয়া অধর্মার্জিত অর্থদ্বারা সেই দাসীকে ও তাহার গর্ভে উৎপন্ন নিজ পুত্রগণকে পোষণ করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছে,

অতএব ইহাকে এখন আমরা সমুচিত দণ্ডভোগের জন্য দণ্ডপাণি
ধর্মরাজের নিকট লইয়া যাইব। সেই ধর্মাদিকরণে জীব দণ্ড
দ্বারা শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়।

বিষ্ণুদূতগণ বলিলেন, অহো, কি দুঃখ, দেখিতেছি ধর্মদর্শীগণের
সমাজে এক্ষণে অধর্ম প্রবেশ করিল—

যদ্যদাচরতি শ্রেয়ানিতরন্তৎ তদীহতে ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ৬২।৪

—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন আচরণ করেন, অন্তরা তেমন করিতে চেষ্টা করে
এবং তাঁহারই সিদ্ধান্ত মানিয়া চলে।

এই ব্যক্তি কোটীজন্মার্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, যেহেতু
বিবশ অবস্থায়ও পবন স্বস্তিপ্রদ শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়াছে।
যমদূতগণ, ব্রতাদি অনুষ্ঠিতপাপের ক্ষয় মাত্র করে, শ্রীহরির
নাম কৃত পাপ বিনষ্ট কবে, পাপপ্রবৃত্তির মূল উৎপাটন করে,
এবং অন্তরে শ্রীভগবানের গুণ সমূহ উপলব্ধি করাইয়া দেয়।
এ ব্যক্তি মৃত্যুকালে শ্রীভগবানের নাম লইয়াছে, ইহাব সমস্ত
পাপ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতবাং কিছুতেই তোমরা ইহাকে
যমালয়ে নিতে পারিবে না। কাবণ,

সাক্ষ্যেতাং পারিহাস্তং বা স্তোভং হেলনমেব বা ।

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘবং বিদুঃ ॥ ৬২।১৪

অজ্ঞানাদধবা জ্ঞানাত্তমঃশ্লোকনাম যৎ ।

সংকীর্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যধানলঃ ॥

যথাগদং বীৰ্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া ।

অজানতোহপ্যাস্তগুণং কুর্য্যান্ মন্তোহপ্যদাহতঃ ॥ ৬২।১৮, ১৯

—সক্কেতে, পরিহাসচ্ছলে, গীতে বা আলাপে, বাক্যেব পূরণ স্বরূপ অথবা
হেলা করিয়াও গৃহীত শ্রীবৈকুণ্ঠের নাম সমস্ত পাপ হরণ করে। জ্ঞানে
বা অজ্ঞানে কীর্তিত তাঁহার নাম অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দহন করে, সেইরূপ সমস্ত
পাপ ধ্বংস করে। শক্তিশালী ঔষধের জ্বায় যজ্ঞ অজানিত হইয়াও আপন
গুণেই নিজ কার্য্য করে।

এইরূপ বলিয়া, সেই বিষ্ণুপার্বদগণ অজামিলকে যমদূতের বন্ধন
ও মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ পরমানন্দ চিত্তে

বিষ্ণুদূতকে মস্তক অবনত করিয়া বন্দনা করিল। তাঁহারা
এ স্থানেই অস্থির হইলেন। অজামিল তখন
ভক্তিমান ভগবত্যাগ মহাত্ম্যপ্রবণকরে।

অনুতাপো মহানাসীং স্মরতোহুত্তমাত্মনঃ ॥ ৬২।২৫

—শ্রীহরির মহাত্ম্য প্রবণ করিয়া তাঁহাতে শীঘ্রই ভক্তিমান হইলেন, এক
আপন কৃত পূর্ব হৃদয়ত স্মরণ করিয়া তাঁহার মহা অনুতাপ হইল।

অজামিল বলিলেন, আমাকে শত ধিক্, আমি দাসী-সংসর্গে
পুত্রোৎপাদন করিয়া ব্রাহ্মণকুলের জাতি নাশ করিয়াছি, বৃদ্ধ
পিতামাতা ও পরিণীতা ভার্য্যাকে ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু, কি
আশ্চর্য্য, আমি পাশবদ্ধ হইয়া নারায়ণকে ডাকিলাম, আর সেই
মনোহর-দর্শন পুরুষগণ অমনি আসিয়া আমাকে মুক্ত করিয়া
দিলেন! তাঁহারাই বা কোথায় গেলেন? যাহা হউক, আমার
আত্মা এক্ষণে প্রসন্ন হইতেছে।—

সোহং তথা যতিশ্চামি যতিচৈত্তেন্দ্রিয়ানিলঃ।

যথা ন ভূয় আত্মানমক্কে তমসি মজ্জয়ে ॥ ৬২।৩৫

—আমি মন ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে সংযত করিয়া এইপ্রকার বদ্ধ করিব
যাহাতে আমাকে আব পুনরায় ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইতে না হয়।

আমি এক্ষণে এই অবিচ্ছাবন্ধন ছিন্ন করিয়া আত্মবান্ ও সর্বপ্রাণীর
সুহৃৎ হইব। মিথ্যা পদার্থে ‘অহং’ ‘মম’ বোধ ত্যাগ করিয়া ভগবৎ-
কীর্তনাদি দ্বারা বিমুক্ত হইয়া তাঁহাতেই চিত্ত সমাহিত করিব।—

রাজন, ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গের গুণে অজামিল তৎক্ষণাৎ স্ত্রীপুত্রাদির
প্রতি সকল মমতা পরিত্যাগ করিয়া সর্ববন্ধনমুক্ত হইয়া গঙ্গাদ্বারে
গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক দেবালয়ে আসীন হইয়া
ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া আত্মাতে মনকে
যুক্ত করিলেন। এইরূপে কিছুকাল পর তাঁহার বুদ্ধি যখন শুদ্ধ
ও শ্রীহরির পাদপদ্মে স্থির হইল, তখন অজামিল পূর্বদৃষ্ট সেই
চারিজন বিষ্ণুকিঙ্করকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সুবর্ণ
বিমানে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে শ্রীপতির স্বধামে নিয়া
গেলেন।

৪—৫ অধ্যায়

দ্বিতীয় দক্ষ, প্রচেতাগণ, নারদ

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট সৃষ্টির আরও বিস্তারিত বিবরণ শুনিতে চাহিলেন। (প্রচেতাগণের তপস্যা ভাষ্যাগ্রহণ ও দক্ষ নামক পুত্রোৎপাদনের বৃত্তান্ত ৬৪-৬৫ পৃঃ দেখুন)। শুকদেব বলিতে লাগিলেন, প্রচেতাগণের পুত্র প্রজাপতি দক্ষ সৃষ্টিকাম হইয়া বিদ্যাপর্বতের পাদদেশে অমর্যণ নামক তীর্থে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা ও হংসগুহ নামক স্তোত্র দ্বারা শ্রীভগবানকে প্রসন্ন করিলেন। শ্রীবিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাকে অসিরী নামক এক কন্যা প্রদান করিলেন। অসিরীর গর্ভে দক্ষের হর্যাস্থ নামে অযুত পুত্র হইল। তাঁহারা পিতা কর্তৃক প্রজা সৃষ্টি করিতে আদিষ্ট হইয়া সিন্ধু নদ ও সাগরের সঙ্গম স্থানে নাবায়ণসরঃ নামক তীর্থে উগ্র তপস্যায় ব্রতী হইলেন। দেবর্ষি নাবদ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

এক এবেশ্বরস্তুযো ভগবান্ আশ্রয়ঃ পরঃ ।

তমদৃষ্টাহভবং পুংসঃ কিমসৎ কস্মাভির্ভবেৎ ॥ ৬৫।১২

—সেই একেশ্বর অগ্র-আশ্রয়নিরপেক্ষ সর্বসাক্ষী শ্রীভগবানকে না জানিয়া তুচ্ছ কতকগুলি অমুষ্ঠান করিলে কি ফল ?

এইরূপ আরও নানা উপদেশদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া হর্যাস্থগণ নারদকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দক্ষ তাহা শুনিয়া পুনরায় সবলাস্থ নামে সহস্র পুত্র উৎপন্ন করিলেন। তাঁহারাও পিতার আদেশে পুত্রার্থে তপস্যায় নিযুক্ত হইলে দেবর্ষি নারদ পুনরায় আসিয়া তাহাদিগকেও নিবৃত্ত কবিলেন। প্রজাপতি দক্ষ ইহা শুনিয়া নাবদকে অভিশাপ দিলেন—
ইহপরলোকে তোমার কোথাও স্থান হইবে না, তুমি সর্বদা কেবল ভ্রমণ করিতে থাকিবে। নারদ ঐ অভিশাপ অঙ্গীকার করিয়া লইলেন, কোন অভিশাপ দিলেন না। সামর্থ্য সত্ত্বেও